প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শতভাগ কমনের নিশ্চয়তা ...
অগ্রদূত বাংলাদেশ
বিষয়াবলি
তাপস কুমার দাস
বইটি যাদের জন্য প্রযোজ্য
বিসিএস প্রিলিমিনারি ও লিখিত
ব্যাংক প্রিলিমিনারি
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা
ধরলা পাবলিকেশন
অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি
তাপস কুমার দাস

সূচিপত্র

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি (মার্কস: ০৬)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ	৯	ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন	৫৮	পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন	৭৬
বাংলার ইতিহাস	১১	উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন	৬২		
বাংলার প্রাচীন জনপদ	১২			ঢাকার ইতিহাস	৭৭
প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন শাসনামল	১৬	সংস্কার আন্দোলন	৬২	ভাষা আন্দোলন	৭৯
আলেকজান্ডারের শাসন	১৬	বাংলায় সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক	৬২	ভাষা শহিদদের স্মরণে ভাস্কর্য	৮১
বাংলায় মৌর্য যুগ	১৬	ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	৬৩	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৮৩
কুষাণ সাম্রাজ্য	১৭	নীল বিদ্রোহ	৬৪	ভাষা আন্দোলনে শহিদ	৮৫
বাংলায় গুপ্ত যুগ	১৭	চাকমা বিদ্রোহ	৬৪	ভাষা শহিদদের নামে গ্রাম	৮৬
গৌড় শাসন	১৭	ওয়াহাবী আন্দোলন	৬৪	শহিদ মিনার	৮৬
পাল রাজবংশ	১৮	ফরায়েজি আন্দোলন	৬৪	বাংলা একাডেমি	৮৭
সেন রাজবংশ	১৯	তিতুমীরের আন্দোলন	৬৪	বাংলা একাডেমি প্রদত্ত পুরস্কার	৮৮
বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনাপর্ব	২৩	সিপাহী বিদ্রোহ	৬৫	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম	৮৮
বখতিয়ার খলজির বাংলা অভিযান	২৪	আলীগড় আন্দোলন	৬৫	১৯৫৪ সালের নির্বাচন	৯১
দিল্লি সালতানাতের শাসনামল	২৬	অসহযোগ আন্দোলন	৬৫	পাকিস্তানের সংবিধান ও সামরিক শাসন	৯৩
লোদী বংশ	২৮	বঙ্গভঙ্গ	৬৫		
বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের ইতিহাস	২৯	বাংলায় সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন	৬৫	মারি চুক্তি	৯৩
		খিলাফত আন্দোলন	৬৬	পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র	৯৩
ইলিয়াস শাহি বংশের শাসনামল	৩০	সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন	৬৬	কাগমারী সম্মেলন	৯৩
রাজা গণেশের শাসনামল	৩০	তেভাগা আন্দোলন	৬৬	সামরিক শাসন	৯৪
হাবসি শাসন	৩১	ভারত ছাড় আন্দোলন	৬৬	পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র	৯৪
হোসেন শাহি বংশের শাসনামল	৩১	বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি	৭১	শরীফ শিক্ষা কমিশন	৯৪
বাংলায় আগমণকারী পরিব্রাজক	৩৩	ব্রিটিশ শাসনামলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংগঠন	৭১	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৬৫	৯৫
মুঘল সাম্রাজ্য	৩৬			তাসখন্দ চুক্তি	৯৫
শুর শাসন	৩৭	ভারত শাসন আইন	৭১	৬ দফা	৯৬
পানিপথের যুদ্ধ	৪০	স্বরাজদল ও বেঙ্গল প্যাক্ট	৭১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৯৭
বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাস	৪৩	নেহেরু রিপোর্ট ও জিন্নাহর ১৪ দফা	৭২	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও গণঅভ্যুত্থান	১০২
বাংলায় সুবেদারি শাসন	৪৫	১৯৩৭ সালের নির্বাচন	৭২		
বাংলায় স্বাধীন নবাবী শাসনামল	৪৭	১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ	৭২	১৯৭০ সালের নির্বাচন	১০৫
পলাশীর যুদ্ধ	৪৯	১৯৪৬ সালের নির্বাচন	৭৩	মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা	১০৭
বক্সারের যুদ্ধ	৪৯	ভারত বিভাজন	৭৩	অসহযোগ আন্দোলন	১০৭
উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন	৫০	পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম	৭৫	৭ মার্চের ভাষণ	১০৮
উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন	৫৪	আওয়ামী লীগ	৭৬	স্বাধীনতা ঘোষণা	১১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মুজিবনগর সরকার	১১৪	বীরশ্রেষ্ঠদের পরিচয়	১৩৬	আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান	১৬৮
মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা	১১৫	বীরশ্রেষ্ঠদের নামে গ্রাম	১৩৭	ছিটমহল	১৭০
মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ	১১৬	নারী মুক্তিযোদ্ধা	১৩৮	ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা-উপজেলা	১৭০
		ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটি	১৪১		
মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল	১১৮	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	১৪১	মিয়ানমারের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা-উপজেলা	১৭১
মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী	১১৮	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি	১৪২		
মুক্তিযুদ্ধে অনিয়মিত বাহিনী	১১৯	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ	১৪৪	বাংলাদেশের বিভাগ	১৭৬
আঞ্চলিক বাহিনী	১১৯	বিভিন্ন সংস্থায় সদস্যপদ লাভ	১৪৫	ভৌগোলিক উপনাম	১৭৭
ক্রাক প্লাটুন	১২০	বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা	১৪৬	বর্তমান ও পুরাতন নাম	১৭৭
গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন	১২১			বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি	১৭৮
ব্রিগেড ফোর্স	১২১	মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	১৪৮		
মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর	১২২	মুক্তিযুদ্ধের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	১৪৯	ভূপ্রকৃতি	১৮০
পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়	১২৫	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র	১৪৯	পাহাড়	১৮১
		মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক	১৪৯	পর্বত	১৮২
মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তি	১২৫	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস	১৪৯	উপত্যকা	১৮২
মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা	১২৬	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য গ্রন্থ	১৫০	এভারেস্ট জয়ী বাংলাদেশি	১৮২
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র	১২৬	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান	১৫০	নদ-নদী	১৮৪
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা	১২৭	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	১৫৪	নদী তীরবর্তী স্থান	১৮৬
মুক্তিবাহিনী ও যৌথবাহিনীর তৎপরতা	১২৭	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর	১৫৬	হাওড়	১৯১
বুদ্ধিজীবী হত্যা	১২৭	জাতীয় বিষয়াবলি	১৬০	বাঁওড়	১৯২
চূড়ান্ত বিজয়	১২৯	জাতীয় প্রতীক ও রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম	১৬০	বিল	১৯২
মুদ্রা ও ডাকটিকেট	১৩১	জাতীয় পতাকা	১৬০	হ্রদ	১৯২
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৩১	জাতীয় সংগীত	১৬১	দ্বীপ	১৯৩
স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল	১৩১	জাতীয় জাদুঘর	১৬১	চর	১৯৪
সিমলা চুক্তি	১৩১	জাতীয় মসজিদ	১৬১	জলপ্রপাত	১৯৬
মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা	১৩২	জাতীয় বৃক্ষ ও চিড়িয়াখানা	১৬২	ঝর্না	১৯৬
সপ্তম নৌ বিহার	১৩২	ক্রীড়া সংগীত ও খেলা	১৬২	বঙ্গোপসাগর	১৯৭
কনসার্ট ফর বাংলাদেশ	১৩২	দিবস	১৬২	সমুদ্র সৈকত	১৯৭
সংবাদপত্র (বিদেশি)	১৩২	বাংলাদেশ	১৬৬	আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৯৮
মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধু	১৩৩	বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের অবস্থান	১৬৭	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	২০০
বীরত্বপূর্ণ খেতাব	১৩৬				

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ (মার্কস: ০৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ	২০৪	খাদ্যশস্য	২০৮	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	২১৫
সার	২০৫	অর্থকরী ফসল	২০৮	পানি সম্পদ	২১৮
কৃষি বিষয়ক সংস্থা	২০৫	কৃষিশুমারি	২১১	বনজ সম্পদ	২২০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিবেশ	২২১	সামাজিক বনায়ন ও জাতীয় উদ্যান	২২৭	শক্তি সম্পদ	২৩৬
বাংলাদেশের বন	২২২	খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২৩০		

বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি (মার্কস: ০৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জনসংখ্যা ও আদমশুমারি	২৪০	শিক্ষানীতি কমিটি	২৫১	বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান	২৬৭
আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১	২৪০	গ্রেডিং পদ্ধতি	২৫২	সরকারি মেডিকেল কলেজ	২৬৭
অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯	২৪০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৫২	স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	২৬৮
বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০১৯	২৪১	উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২৫২	ট্রমা সেন্টার	২৬৯
মেগাসিটি ও মেটাসিটি	২৪১	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৫২	বারডেম	২৬৯
জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি	২৪৩	জাতীয় অধ্যাপক	২৫৪	ভাসমান হাসপাতাল	২৬৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৪৩	বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৫৮	আইসিডিডিআরবি	২৬৯
আদিবাসী	২৪৪	বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	২৫৯	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	২৬৯
উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	২৪৭	বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভাস্কর্য	২৬১	টিকাদান কর্মসূচি	২৭০
শিক্ষা ব্যবস্থা	২৫১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৬৪	টেস্ট টিউব শিশু	২৭০
স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন	২৫১	বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	২৬৭	আর্সেনিক দূষণ	২৭১

বাংলাদেশের অর্থনীতি (মার্কস: ০৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের অর্থনীতি	২৭৪	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৮৫	বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৯৭
জাতীয় আয়	২৭৪	ব্যাংক ব্যবস্থাপনা	২৮৮	বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৯৮
অর্থনীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব	২৭৫	বাংলাদেশ ব্যাংক	২৮৮	বীমা ব্যবস্থাপনা	৩০০
বাংলাদেশের রাজস্বনীতি	২৭৭	মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা	২৮৮	আইসিবি	৩০১
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী	২৭৯	ব্যাংক সম্পর্কিত তথ্যাবলি	২৯৩	গ্রামীণ ব্যাংক	৩০১
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২৭৯	সরকারি বা রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক	২৯৩	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৩০১
বাজেট	২৮১	বিশেষায়িত ব্যাংক	২৯৩	ব্র্যাক	৩০২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৮২	অ-তফসিলী ব্যাংক	২৯৪	পুঁজিবাজার	৩০৪
সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন	২৮৩	বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৯৬	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	৩০৪
		ব্যাংক হিসাব	২৯৬		

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য (মার্কস: ০৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিল্প ও বাণিজ্য	৩০৭	কাগজ শিল্প	৩০৮	জাহাজ নির্মাণ শিল্প	৩০৯
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩০৭	সার শিল্প	৩০৯	সিমেন্ট শিল্প	৩১০
পাট শিল্প	৩০৮	চিনি শিল্প	৩০৯	ওষুধ শিল্প	৩১০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সিগারেট শিল্প	৩১০	ট্রানজিট	৩২২	বাংলাদেশের ফ্লাইওভার	৩২৮
লবণ শিল্প	৩১১	বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক	৩২২	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩২৯
চামড়া শিল্প	৩১১	রোহিঙ্গা	৩২২	রেলসেতু	৩২৯
ইস্পাত শিল্প	৩১১	বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক	৩২৩	নৌ যোগাযোগ	৩৩৩
তৈরি পোশাক শিল্প	৩১১	বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক	৩২৩	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৩৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩১৬	বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক	৩২৩	নদী বন্দর	৩৩৩
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩১৭	মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক	৩২৩	সমুদ্র বন্দর	৩৩৩
ব্যবসায়ীদের সংগঠন	৩১৭	বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা	৩২৬	স্থলবন্দর	৩৩৪
রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল	৩১৮	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	৩২৬	শুল্ক স্টেশন	৩৩৪
বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩১৮	যমুনা বহুমুখী সেতু	৩২৬	কন্টেইনার ডিপো	৩৩৪
আমদানি-রপ্তানি	৩২০	পদ্মা সেতু	৩২৭	আকাশপথ	৩৩৫
বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য	৩২২	মেট্রোরেল	৩২৭	বিমানবন্দর	৩৩৬
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি	৩২২	ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে	৩২৭	এশিয়ান হাইওয়ে	৩৩৬

বাংলাদেশের সংবিধান (মার্কস: ০৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের সংবিধান	৩৩৯	বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য	৩৪১	নবম ভাগ : বাংলাদেশের কর্মবিভাগ	৩৫৯
অস্থায়ী সংবিধান আদেশ	৩৩৯	সংবিধানের ভাগ ও অনুচ্ছেদ	৩৪৩	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৩৬০
গণপরিষদ আদেশ	৩৩৯	প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র	৩৪৩	দশম ভাগ : সংবিধানের সংশোধন	৩৬১
খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি	৩৩৯	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	৩৪৪	সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন	৩৬২
খসড়া সংবিধান প্রস্তুত	৩৩৯	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার	৩৪৫	একাদশ ভাগ : বিবিধ	৩৬৪
গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন	৩৩৯	চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ	৩৪৭	তফসিল	৩৬৫
গণপরিষদে সংবিধান গ্রহণ	৩৪০	পঞ্চম ভাগ : আইনসভা	৩৫০	সংবিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ	৩৬৫
সংবিধান কার্যকর	৩৪০	ষষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ	৩৫৪	সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের প্রথম	৩৬৬
সংবিধান প্রণয়ন	৩৪০	সপ্তম ভাগ : নির্বাচন	৩৫৭	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান	৩৬৬
প্রস্তাবনা	৩৪০	অষ্টম ভাগ : মহাহিসাব নিরীক্ষক	৩৫৮	সাংবিধানিক পদ	৩৬৬

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা (মার্কস: ০৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা	৩৬৮	সুশীল সমাজ	৩৭০	১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড	৩৭৩
রাজনৈতিক দল	৩৬৮	সুশাসন	৩৭০	৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড	৩৭৩
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৬৮	দুর্নীতি দমন কমিশন	৩৭১	জিয়ার হত্যাকাণ্ড	৩৭৩
বিএনপি	৩৬৮	চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী	৩৭১	৯০ এর অভ্যুত্থান	৩৭৩
জোট রাজনীতি	৩৬৯	রাজনৈতিক পরিক্রমা	৩৭৩	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	৩৭৩
ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক	৩৬৯	প্রবাসী সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৩৭৩	ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ	৩৭৪
		বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৩৭৩	ওয়ান-ইলেভেন	৩৭৪

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা (মার্কস: ০৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা	৩৭৬	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবৃন্দ	৩৮৬	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৩৯৮
আইন বিভাগ	৩৭৬	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীগণ	৩৮৬		
জাতীয় সংসদ ভবন	৩৭৬	বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা	৩৯০	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	৩৯৮
প্রথম জাতীয় সংসদ	৩৭৭	সশস্ত্রবাহিনী	৩৯০	ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ	৩৯৯
সংসদীয় পরিভাষা	৩৭৭	সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী	৩৯০	জেলা পরিষদ, পৌরসভা	৩৯৯
জাতীয় সংসদের কার্যকাল	৩৭৮	সাবমেরিন, বিমানবাহিনী	৩৯১	সিটি কর্পোরেশন	৪০০
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৩৭৮	সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত অভিযান	৩৯২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৪০০
মন্ত্রিসভা	৩৭৯	স্পারসো	৩৯২	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি	৪০০
শাসন বিভাগ	৩৮২	ডিজিএফআই, বিএমটিএফ	৩৯২	বিচার বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট	৪০৩
সরকার পদ্ধতি, রাষ্ট্রপতি	৩৮২	বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা	৩৯২	অধঃস্তন আদালত	৪০৪
রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ দেন	৩৮৩	বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা	৩৯৪	ফৌজদারি আদালত	৪০৪
পদাধিকারবলে রাষ্ট্রপতি	৩৮৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩৯৪	দেওয়ানি আদালত	৪০৪
বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রী	৩৮৩	বাংলাদেশ পুলিশ	৩৯৪	অ্যাটর্নি জেনারেল	৪০৪
পদাধিকারবলে প্রধানমন্ত্রী	৩৮৪	র‍্যাব, বিজিবি	৩৯৫	বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ	৪০৪
প্রধানমন্ত্রীর অধীন মন্ত্রণালয়	৩৮৪	আনসার, এসএসএফ	৩৯৬	জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন	৪০৫
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা	৩৮৪	পিজিআর, কারা অধিদপ্তর	৩৯৬	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	৪০৫
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩৮৫	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৩৯৬	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	৪০৫
প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন	৩৮৫	পার্সপোর্ট অধিদপ্তর	৩৯৬	দণ্ডবিধি ১৮৬০	৪০৭
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৮৫	বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা	৩৯৬	ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮	৪০৭
বিপিএটিসি	৩৮৫	স্থানীয় সরকার	৩৯৮	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন	৪০৮
সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি	৩৮৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৯৮	আইন কমিশন	৪১০

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলাসহ চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম (মার্কস: ০৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	৪১২	বর্ষবরণ উৎসব, বাদ্যযন্ত্র	৪১৫	পুন্ড্রনগর, উয়ারি বটেশ্বর	৪২৫
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪১২	নাট্যশিল্প, নাটক সরণি	৪১৫	সোনারগাঁও, লালবাগ কেল্লা	৪২৫
গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আর্কাইভস	৪১২	বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন	৪১৫	আহসান মঞ্জিল, কার্জন হল	৪২৬
জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, কপিরাইট অফিস	৪১২	অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন নৃত্য	৪১৫	উত্তরা গণভবন	৪২৬
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	৪১২	সংগীত	৪১৭	জাদুঘর	৪২৭
লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	৪১২	আধুনিক ও দেশাত্মবোধক গান	৪১৭	চারু ও কারুশিল্প	৪২৯
নজরুল ইনস্টিটিউট	৪১৩	অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন গান	৪১৮	চারুকলা অনুষদ, ঢাবি	৪২৯
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, উদীচী	৪১৩	ব্যান্ড সংগীত, রাগ সংগীত	৪১৮	চারুকলা ইনস্টিটিউট, খুবি	৪২৯
বেঙ্গল ফাউন্ডেশন	৪১৩	লোক সংগীত, বাউল গান	৪১৯	ভাস্কর ও ভাস্কর্য	৪৩৪
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি	৪১৩	প্রত্নতত্ত্ব ও স্থাপত্য	৪২৪	স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, লোকশিল্প	৪৩৫
বাঙালি সংস্কৃতি ও শিল্প, বঙ্গাব্দ	৪১৪	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	৪২৪	মসজিদ ও মন্দির	৪৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৩৭	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার	৪৪৪	বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন	৪৪৭
ঐতিহাসিক মসজিদ	৪৩৭	রবীন্দ্র পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার	৪৪৪	আন্তর্জাতি ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ	৪৫২
মন্দির	৪৩৯	ম্যাগসেসে পুরস্কার	৪৪৪	গণমাধ্যম, তথ্য মন্ত্রণালয়	৪৫৩
বিহার	৪৪২	খেলাধুলা	৪৪৬	তথ্য কমিশন, পিআইবি	৪৫৩
জাতীয় পদক ও পুরস্কার	৪৪৩	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪৪৬	জাতীয় প্রেস ক্লাব, সংবাদপত্র	৪৫৩
বাংলা একাডেমি পুরস্কার	৪৪৩	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৪৬	বাংলাদেশ টেলিভিশন	৪৫৭
স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক	৪৪৩	স্টেডিয়াম	৪৪৬	স্যাটেলাইট চ্যানেল	৪৫৮
শিশু একাডেমি পুরস্কার	৪৪৪	ফুটবল, ক্রিকেট	৪৪৬	বাংলাদেশ বেতার, এফএম রেডিও	৪৫৯
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার	৪৪৪	দাবা, টেবিল টেনিস	৪৪৭	চলচ্চিত্র	৪৬১

অন্যান্য বিষয়

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৪৬৪	সাবমেরিন ক্যাবল	৪৬৭	জাতীয় মহিলা সংস্থা	৪৭১
ডাক, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৪৬৪	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	৪৬৭	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	৪৭১
বিটিআরসি, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট	৪৬৪	বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	৪৬৮	যৌতুক নিরোধ আইন	৪৭১
বিটিসিএল, টেশিস	৪৬৫	মহিলা ও শিশু	৪৭১	বাংলাদেশের নারী	৪৭২
ডাক ব্যবস্থা	৪৬৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৭১	বাংলাদেশের প্রথম মহিলা	৪৭৩
মোবাইল ফোন অপারেটর	৪৬৭	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	৪৭১	বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নের সমাধান	৪৭৫

বিসিএস প্রিলিমিনারি সিলেবাস

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি (মার্কস: ০৬)	বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি (মার্কস: ০৩)	বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা (মার্কস: ০৩)
প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস	আদমশুমারি	ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কাদি
ভাষা আন্দোলন	জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি	সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং এদের ভূমিকা
১৯৫৪ সালের নির্বাচন	বাংলাদেশের অর্থনীতি (মার্কস: ০৩)	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা (মার্কস: ০৩)
ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৬	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী	আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ
গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯	জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজস্ব নীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	আইন প্রণয়ন
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন	দারিদ্র্য বিমোচন	নীতি নির্ধারণ
অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১	বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য (মার্কস: ০৩)	জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ	শিল্প উৎপাদন	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার
স্বাধীনতা ঘোষণা	পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ	বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলাসহ চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম (মার্কস: ০৩)
মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি	গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা	
মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল	বৈদেশিক লেন-দেন	
মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা	অর্থ প্রেরণ	
পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়	ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা	
বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ (মার্কস: ০৩)	বাংলাদেশের সংবিধান (মার্কস: ০৩)	
	প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য	
	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ	
শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ	মৌলিক অধিকার	
খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা	সংবিধানের সংশোধনীসমূহ	

বাংলার প্রাচীন জনপদ

প্রাচীনকালে বাংলা নামে কোনো অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চলের শাসক নিজেদের মতো শাসন করতো। বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে নাম দেয়া হয় 'জনপদ'। এ পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার ছোট-বড় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। ৬ষ্ঠ শতকে বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অঞ্চল
গৌড়	ভারতের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বঙ্গ	ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ এবং ময়মনসিংহের কিছু অংশ
পুণ্ড্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চল
হরিকেল	সিলেট এবং চট্টগ্রামের অংশবিশেষ
সমতট	কুমিল্লা ও নোয়াখালী
বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনা
চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল
উত্তর রাঢ়	মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ, বীরভূম, বর্ধমান জেলার কাটোয়া
দক্ষিণ রাঢ়	বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলি ও হাওড়া
তাম্রলিপ্ত	হরিকেলের দক্ষিণে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক

◆ গৌড়ঃ

→ প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ অবস্থিত- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।

→ শশাঙ্কের রাজধানী মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণের অবস্থান ছিল– গৌড় অঞ্চলে।

→ রাজা শশাঙ্কের শাসনামলের পরে বঙ্গদেশ বিভক্ত ছিল– ৩টি জনপদে (পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ)।

→ গৌড় অঞ্চলের অনেক শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়- কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে।

→ তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে গৌড়ের নাগরিকদের বিলাস-ব্যসনের পরিচয় পাওয়া যায়- বাৎসায়নের গ্রন্থে।

→ গৌড় অঞ্চলের সমৃদ্ধি বেশি ছিল- পাল আমলে।

→ মুসলিম যুগের শুরুতে মালদহ জেলার যে অঞ্চল গৌড় নামে অভিহিত হতো- লক্ষ্মণাবতী।

◆ বঙ্গঃ

→ 'বঙ্গ' নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়– খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে।

→ সর্বপ্রথম বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায়– ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে।

→ প্রাচীন শিলালিপিতে 'বঙ্গ' বলতে যে দুটি অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে- বিক্রমপুর ও নাব্য।

→ গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা জনপদ- বঙ্গ।

→ সুপ্রাচীন 'বঙ্গ' দেশের সীমা উল্লেখ আছে- ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে।

→ বাঙালি জাতির উৎপত্তি হয়েছে- বঙ্গ জনপদের নামানুসারে।

→ প্রাচীন যেসব গ্রন্থে বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়- ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক', 'মহাভারতে', পতঞ্জলির ভাষ্যে, ওডেদী, টলেমীর লেখায়, কালিদাসের রঘুবংশে এবং আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।

◆ পুণ্ড্রঃ

→ জনপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ- পুণ্ড্র।

→ পুণ্ড্র জনপদ গড়ে তুলেছিল- পুণ্ড্র জাতি।

→ বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহর- পুণ্ড্রনগর (বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত)।

→ পুণ্ড্র জনপদের কথা উল্লেখ রয়েছে- বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতে।

→ গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল- পুণ্ড্র জনপদ বা বারিন্দ্রীমণ্ডল।

→ 'পুণ্ড্র' রাজ্য স্বাধীন সত্তা হারায়- সম্রাট অশোকের আমলে।

→ পাথরের চাকতিতে খোদাই করা প্রাচীনতম শিলালিপি পাওয়া যায়- পুণ্ড্রনগরে।

→ মহাস্থানগড় এবং প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরী যে একই তা শনাক্তকরণ করেন– কানিংহাম।

◆ হরিকেল:

→ প্রাচীন বাংলায় বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল– হরিকেল জনপদ।

→ চীনা ভ্রমণকারী ইৎসিনের মতে, হরিকেলের অবস্থান ছিল- পূর্ব ভারতের শেষ সীমায়।

→ হরিকেল একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল- ৭ম ও ৮ম শতক থেকে দশম ও একাদশ শতক পর্যন্ত।

◆ সমতট:

→ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপিতে উল্লেখ আছে- সমতট জনপদের।

→ সমতট জনপদের অবস্থান- পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের প্রতিবেশী হিসেবে।

→ ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে মেঘনা পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলকে বলা হয়- সমতট।

→ সমতট এর রাজধানী ছিল- কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে বড়কামতা (ত্রিপুরা জেলা)।

→ হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুসারে, কামরূপ ছিল– সমতট জনপদ।

◆ বরেন্দ্র:

→ প্রাচীন বাংলায় বরেন্দ্র জনপদের অবস্থান ছিল- গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

→ মৌর্য ও গুপ্ত আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কেন্দ্র পুণ্ডনগরের অবস্থান ছিল- বরেন্দ্র অঞ্চলে।

◆ তাম্রলিপ্ত:

→ হরিকেলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল- তাম্রলিপ্ত জনপদ।

→ তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র ছিল- মেদিনীপুর জেলার তমলুক।

→ প্রাচীনকালে নৌ বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল- তাম্রলিপ্ত জনপদ।

→ তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়- অষ্টম শতকে।

◆ রাঢ়:

→ রাঢ় জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়- জৈন গ্রন্থ আচারঙ্গ সূত্রে।

→ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলী জেলার অধিকাংশ ও হাওড়া জেলা নিয়ে গঠিত ছিল- সুহ্ম জনপদ।

→ সুহ্ম জনপদ পরিচিতি লাভ করে যে অঞ্চলে- দক্ষিণ রাঢ়ে।

→ অজয় নদের উত্তর দিকে রাঢ়ের অন্তর্গত যে ভূভাগ তারই নাম- উত্তর রাঢ় বা বজ্রভূমি।

→ যে নদ রাঢ়ের দুই বিভাগের মাঝে সীমারেখা ছিল- অজয়।

→ প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন ক্লাসিক লেখকগণ যে অঞ্চলকে 'গঙ্গারিডই' আখ্যা দেন- বঙ্গ।

→ প্রাচীনকালে গঙ্গারিডই নামে শক্তিশালী রাজ্যটি ছিল– গঙ্গা নদীর তীরে (অনুমান করা হয়)।

→ বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল- চন্দ্রদ্বীপ জনপদটি।

প্রাচীন জনপদের রাজধানী

জনপদ	রাজধানী
গৌড়	কর্ণসুবর্ণ
সমতট	বড়কামতা
পুণ্ড্র	পুণ্ড্রনগর/পুণ্ড্রবর্ধন
রাঢ়	কোটিবর্ষ

→ বিভিন্ন জনপদ একক নামে ঐক্য লাভ করে- খ্রিষ্টের জন্মের পর থেকে সাত'শ বছর পর্যন্ত বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। প্রথমে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক এবং পরবর্তীতে পাল আমলের রাজারা সকল জনপদকে একীভূত করেন। সম্রাট আকবর এ অখণ্ডসত্তার নাম দেন 'সুবা-বাঙলা'।

→ কোটিবর্ষ অবস্থিত- দিনাজপুর জেলার বানগ্রামে।

বঙ্গ জনপদের ভাষার নাম	অস্ট্রিক
বঙ্গ থেকে উৎপত্তি	বাঙালি জাতির
সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে ঐক্যবদ্ধ হয়	পাঠান আমলে
গঙ্গা ও ভাগিরথী অঞ্চলকে বলা হয়	বঙ্গ
রাঢ় অঞ্চলের অপর নাম	সুহ্ম
প্রাচীন রাঢ় অঞ্চল অবস্থিত	বর্ধমানে
হরিকেলের সমার্থক	সিলেট
হরিকেল জনপদটি যে অঞ্চলে গড়ে উঠে	পূর্ববঙ্গে
'পুণ্ড্র' নামক জাতি গড়ে তুলেছিল	পুণ্ড্র জনপদ
পুণ্ড্র নগরের নাম রাখা হয়	মহাস্থানগড়
বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহর	পুণ্ড্রনগর
'রাজতরঙ্গিনী' ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা	কলহন
বাংলার আদি জনপদগুলোর ভাষা	অস্ট্রিক
গৌড়রাজ বলা হতো	শশাঙ্ককে
বরিশালের প্রাচীন নাম	চন্দ্রদ্বীপ

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. পুণ্ড্র খ. তাম্রলিপ্ত
গ. গৌড় ঘ. হরিকেল উ. ক

২. বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ কোনটি? *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৭-১৮]*
ক. মহাস্থানগড় খ. পাহাড়পুর
গ. ময়নামতি ঘ. উয়ারী বটেশ্বর উ. ক

৩. প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্র নামটি ছিল একটি- *[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: ০৭-০৮]*
ক. জনপদের খ. প্রদেশের
গ. গ্রামের ঘ. নগরের উ. ক

৪. বগুড়া প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*
ক. পুণ্ড্র খ. বরেন্দ্র
গ. হরিকেল ঘ. গৌড় উ. ক

৫. মহাস্থানগড় একসময় বাংলার রাজধানী ছিল, তার নাম ছিল- *[১২তম বিসিএস/প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক: ২০১২]*
ক. মহাস্থান খ. কর্ণসুবর্ণ
গ. পুণ্ড্রনগর ঘ. রামাবতী উ. গ

৬. প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? *[১৩তম বিসিএস/ প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক: ২০১২]*
ক. কুষ্টিয়া খ. কুমিল্লা
গ. বগুড়া ঘ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ উ. ঘ

৭. প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম কী? *[২৫তম, ১৩তম বিসিএস]*
ক. গৌড় খ. ময়নামতি
গ. মহাস্থানগড় ঘ. পাটালিপুত্র উ. গ

৮. বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র কোনটি? *[২৪তম বিসিএস (বাতিল)/ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন: ২০১৪]*
ক. ময়নামতি খ. পাহাড়পুর
গ. মহাস্থানগড় ঘ. সোনারগাঁও উ. গ

৯. সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' দেশের নাম পাওয়া যায় যে গ্রন্থে- *[১৬তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন: ২০১৯]*
ক. আইন-ই-আকবরী খ. বাঙালির ইতিহাস
গ. ঐতরেয় আরণ্যক ঘ. রঘুবংশ উ. গ

১০. কোন নদীটি বঙ্গ জনপদের উত্তরাঞ্চলের সীমানা ছিল? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক: ১৭]*
ক. পদ্মা খ. মেঘনা
গ. যমুনা ঘ. সুরমা উ. ক

১১. প্রাচীন বাংলার পৃথক পৃথক অংশ পরিচিত ছিল যে নামে- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ২০১৪-১৫]*
ক. জনপদ খ. সমতট
গ. বঙ্গ ঘ. হরিকেল উ. ক

১২. বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? *[বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস / কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*
ক. সমতট খ. পুণ্ড্র
গ. বঙ্গ ঘ. হরিকেল উ. গ

১৩. কুষ্টিয়া জেলা কোন জনপদে অবস্থিত? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬]*
ক. বঙ্গ খ. সমতট
গ. রাঢ় ঘ. পুণ্ড্র উ. ক

১৪. বরেন্দ্র অঞ্চল বলতে বর্তমানের কোন অঞ্চলকে বোঝায়? *[জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো: ২০১৮]*
ক. দিনাজপুর খ. রাজশাহী
গ. পাবনা ঘ. বরিশাল উ. খ

১৫. বাংলার প্রাচীন নগর 'কর্ণসুবর্ণ' এর অবস্থান ছিল- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ২০১৭-১৮]*
ক. কুমিল্লায় খ. মুর্শিদাবাদে
গ. বগুড়ায় ঘ. রাজশাহীতে উ. খ

১৬. পিরোজপুর জেলা কোন প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*
ক. চন্দ্রদ্বীপ খ. হরিকেল
গ. বঙ্গ ঘ. সমতট উ. ক

১৭. প্রাচীনকালে 'সমতট' বলতে বাংলাদেশের কোন অংশকে বোঝানো হতো? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ১৮ / চতুর্থ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন: ১৭ / জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ১৬]*
ক. বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চল
খ. কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল
গ. ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল
ঘ. বৃহত্তম সিলেট অঞ্চল উ. খ

১৮. শালবন বিহার প্রত্নস্থলটি কোন জনপদে অবস্থিত? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬]*
ক. বঙ্গ খ. সমতট
গ. রাঢ় ঘ. পুণ্ড্র উ. খ

১৯. সমগোত্রীয় শহর- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ২০১৪-১৫]*
ক. শ্রীহট্ট, গৌড়, পাণ্ডুয়া খ. শ্রীহট্ট, ঘোড়াঘাট, একডালা
গ. ঘোড়াঘাট, পাণ্ডুয়া, একডালা
ঘ. গৌড়, পাণ্ডুয়া, একডালা উ. ঘ

২০. বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? *[বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬/ খাদ্য অধিদপ্তরের উপ খাদ্য পরিদর্শক: ১২]*
ক. সমতট খ. পুণ্ড্রবর্ধন
গ. বঙ্গ ঘ. রাঢ় উ. গ

২১. প্রাচীন বাংলার কোন অঞ্চলটি পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল? *[ত্রয়োদশ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন: ১৬/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১১-১২]*
ক. হরিকেল খ. সমতট
গ. বরেন্দ্র ঘ. রাঢ় উ. ক

২২. চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাচীন নাম- *[বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: ১৬-১৭ / চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ০৫-০৬]*
ক. রাঢ় খ. বঙ্গ
গ. হরিকেল ঘ. গৌড় উ. গ

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন শাসনামল

◆ আলেকজান্ডারের শাসনঃ

গ্রিক বীর আলেকজান্ডার	
জন্ম	খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে।
বংশ	ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপসের পুত্র
সর্বপ্রথম আক্রমণ করেন	হিন্দুকুশ পর্বত অঞ্চল।
পারস্য আক্রমণ করেন	খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে।
পারস্য ও আফগানিস্তান দখল করেন	খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৮ অব্দে।
তক্ষশীলায় প্রবেশ করেন	খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে।
মৃত্যু (ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত)	খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে (৩২ বছর)
মৃত্যুস্থান	ব্যাবিলন।

আলেকজান্ডার

→ সম্রাট আলেকজান্ডার সুদূর গ্রিস থেকে একের পর এক রাজ্য জয় করে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন– খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে।

→ আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় বাংলা শাসন করছিলেন- পাটালিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজা।

→ গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে অগ্রসর হয়েছিলেন– সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত।

→ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ভারতীয় অঞ্চলগুলো জয় করেন– ৩২১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

→ মহাবীর আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন– এরিস্টটল।

[গুরু শিষ্যের পর্যায়ক্রম: SPAA (S- সক্রেটিস, P- প্লেটো, A- এরিস্টটল, A- আলেকজান্ডার)]

→ সর্বপ্রথম 'গঙ্গারিডই' ও 'প্রাসিঅয়' নামক জাতির কথা উল্লেখ করেন- গ্রিক গ্রন্থাকারকগণ।

→ 'প্রাসিঅয়' জাতির রাজধানীর নাম- পালিবোথরা (পাটালিপুত্র)।

→ প্রাচীন বাংলার যে জাতিগুলো আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে- গঙ্গারিডই এবং প্রাসিঅয়।

→ 'ভারত' নামকরণ করা হয়- রাজা দশরথের পুত্র ভরত এর নামানুসারে।

'পারস্যের মহান রাজা' উপাধি ছিল	আলেকজান্ডারের
আলেকজান্ডারের সেনাপতি ছিলেন	সেলুকাস
আলেকজান্ডারের প্রাচ্যদেশীয় নাম	সিকান্দার শাহ
'গঙ্গারিডই' এর রাজধানী ছিল	বঙ্গ
পারস্যের রাজধানীর নাম ছিল	পার্সি পলিস

◆ বাংলায় মৌর্য যুগঃ

→ মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজত্বকাল- খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১-১৮৫ অব্দ পর্যন্ত।

→ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে)।

→ উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়- সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। বৌদ্ধধর্ম এ সময় বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকাল	খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২-২৯৮
সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল	খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২

→ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উপমহাদেশ থেকে গ্রিকদের তাড়িয়ে দেন- আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকাসকে পরাজিত করে।

→ প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ঐক্য রাষ্ট্র স্থাপন করেন- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

→ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরে সিংহাসনে বসেন- চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার।

→ চাণক্য (ছদ্মনাম- কৌটিল্য) ছিলেন– প্রাচীন অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও রাজ উপদেষ্টা (চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী)।

→ মৌর্যযুগে গুপ্তচরকে ডাকা হতো– সঞ্চারা নামে।

→ কৌটিল্য প্রাথমিক জীবনে ছিলেন- তক্ষশীলার বিখ্যাত পন্ডিত।

→ সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন- খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে।

সম্রাট অশোক

→ সম্রাট অশোক তাঁর সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করেন- ৫ ভাগে।

→ উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়- সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে।

→ সম্রাট অশোকের সময়ে উত্তর-বাংলা প্রদেশের রাজধানী ছিল- পুন্ড্রনগর।

→ অশোক উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন- ১৮ বছর বয়সে।

→ যে সকল অঞ্চলে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল- উত্তরবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা।

→ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সকল বংশের উদ্ভব হয়- শুঙ্গ ও কন্ব বংশ।

→ কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল– সম্রাট অশোকের আমলে (কলিঙ্গ রাজা পরাজিত হন)।

→ কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন- উপগুপ্ত নামক এক সন্ন্যাসীর কাছে।

→ 'ব্রাহ্মীলিপি' বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন- সম্রাট অশোক।

→ 'চণ্ডাশোক' বলা হয়- সম্রাট অশোককে।

→ যে মৌর্য সম্রাটের শাসনামলে বৌদ্ধ ধর্ম রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পায়- সম্রাট অশোক।

→ খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লেখার প্রচলন শুরু হয়- সম্রাট অশোকের সময় হতে।

→ সর্বপ্রথম হস্তলিপির প্রচলন শুরু হয়- সম্রাট অশোকের শাসনামলে।

→ 'ধর্ম বিজয়ই হলো একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিজয়' বলেছেন- অশোক।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্য	মৌর্য সাম্রাজ্য
ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহৎ সাম্রাজ্য	
মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
মৌর্য বংশের প্রথম সম্রাট	
মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট	অশোক
মৌর্য বংশের তৃতীয় সম্রাট	
বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন	
সম্রাট অশোকের পিতার নাম	বিন্দুসার
মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট	বৃহদ্রথ
মৌর্য শাসনামলে বাংলার রাজধানী	পুণ্ড্রনগর
মৌর্যদের রাজধানী	পাটালিপুত্র
সম্রাট অশোকের শিলালিপি পাওয়া যায়	মহাস্থানগড়ে
মুর্শিদাবাদের প্রাচীন নাম	কর্ণসুবর্ণ
হুগলীর প্রাচীন নাম	তাম্রলিপ্ত

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
চাণক্য (কৌটিল্য)	অর্থশাস্ত্র
আর্যভট্ট	আর্যসিদ্ধান্ত
সন্ধ্যাকর নন্দী	রামচরিত
বানভট্ট	হর্ষচরিত
মেগাস্থিনিস	ইন্ডিকা
চরক	চরক সংহিতা (আয়ুর্বেদগ্রন্থ)

♦ কুষাণ সাম্রাজ্য:

→ কুষাণ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা- কনিষ্ক।

→ কনিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন- চরক (আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক)

♦ বাংলায় গুপ্ত যুগ:

→ গুপ্তদের আদি বাসস্থান- উত্তর প্রদেশে।

→ গুপ্ত রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (শাসনকাল ৩২০-৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ)।

→ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পাটালিপুত্রের সিংহাসনে আরোহ করেন- ৩২০ খ্রিষ্টাব্দে।

→ সমুদ্রগুপ্তের (শাসনকাল ৩৪০-৩৮০ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে বাংলার যে জনপদ ছাড়া অন্যান্য জনপদ গুপ্তদের অধীনে ছিল- সমতট।

→ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল- বিক্রমাদিত্য ও সিংহবিক্রম।

→ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়- গুপ্তযুগকে।

→ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন- আর্যভট্ট।

→ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে- হুনদের আক্রমণে (৬ষ্ঠ শতকে)।

→ গুপ্ত বংশের পতনের পর উদ্ভব হয়- ২টি স্বাধীন রাজ্যের (বঙ্গ ও গৌড়)।

→ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে বড় বড় অঞ্চলের শাসকদের বলা হতো- মহাসামন্ত।

→ প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা (ব্যাকরণবিদ) ছিলেন- অমরসিংহ।

প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ	গুপ্তযুগ
ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত	৩২০ সালে
গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম রাজা	
গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা	সমুদ্র গুপ্ত
প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন	
গুপ্তবংশের শেষ শাসক	বুধগুপ্ত
সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করেন	৩২৫ সালে
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করেন	৩৮০ সালে
গুপ্তদের রাজধানী	পাটালিপুত্র
গুপ্তদের শাসনামলে বাংলার রাজধানী	পুণ্ড্রনগর
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অস্থায়ী রাজধানী	উজ্জয়নী
অজন্তার গুহাচিত্র যে যুগের সৃষ্টি	গুপ্তযুগের
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার কবি	কালিদাস
'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন	২য় চন্দ্রগুপ্ত
'বিক্রমাব্দ' নামক সাল গণনা প্রবর্তন করেন	
'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন	কুমার গুপ্ত
তামার পাতে খোদাই করা শাসনব্যবস্থা	তাম্রশাসন

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
বরাহ মিহির (জ্যোতির্বিদ)	বৃহৎ সংহিতা
কালীদাস (কবি, নাট্যকার)	মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব
অমরসিংহ (ব্যাকরণবিদ)	অমরকোষ
রামচন্দ্র গণাচন্দ্র	নাট্য দর্পণ

♦ গৌড় শাসন:

→ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলায় দুটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়- একটি বঙ্গ এবং অন্যটি গৌড়।

শশাঙ্কের মূর্তি

→ গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসককে বলো হতো- মহাসামন্ত।

→ শশাঙ্ক ছিলেন একজন- মহাসামন্ত।

→ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল– কর্ণসুবর্ণ (এটি বর্তমানে মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি অঞ্চল)।

→ প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন– রাজা শশাঙ্ক। শশাঙ্ক মৃত্যুবরণ করেন- ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে।

→ শশাঙ্ক ছিলেন- শিব উপাসক।

→ হিউয়েন সাঙ এর মতে, বৌদ্ধধর্মের নিগ্রহকারী– শশাঙ্ক।

→ 'মাৎস্যন্যায়' ধারণাটি সম্পর্কিত– আইন শৃঙ্খলাহীন অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার সাথে।

→ 'মাৎস্যন্যায়' নির্দেশ করে– বাংলার ৭ম ও ৮ম শতককে।

গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়	৫৯৪ সালে
স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন	শশাঙ্ক
প্রাচীন বাংলার প্রথম নরপতি	
গৌড় রাজ্যের স্বাধীন নরপতি	
বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা	
প্রথম বাঙালি রাজা	
'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেন	

হর্ষবর্ধন ক্ষমতায় আসেন	৬০৬ সালে
পুষ্যভূতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা	হর্ষবর্ধন
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা	
'হর্ষাব্দ' নামক সাল গণনার প্রচলন করেন	
হর্ষবর্ধ পালন করতেন যে ধর্ম	বৌদ্ধ
হর্ষবর্ধনের রাজসভার কবি ছিলেন	বানভট্ট
'হর্ষচরিত' রচনা করেন	বানভট্ট
হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল	কনৌজ

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়)	
প্রতিষ্ঠা	৫শ শতাব্দী
প্রতিষ্ঠাতা	কুমারগুপ্ত
অবস্থান	বিহার রাজ্যে
আচার্য	বৌদ্ধধর্মের দীক্ষাগুরু মহাস্থবীর শিলভদ্র

পাল রাজবংশ

৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে পরবর্তী শতাব্দীকালে বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে। এ সময় কোনো স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বিদেশি আক্রমণ এ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাকে আরো বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এসময় বাংলায় 'মাৎস্যন্যায়' দেখা দেয়। 'মাৎস্যন্যায়' হলো: মৎস্য জগতে বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে। এ সময়কালে সমাজে যে অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন চলছিল তা বোঝাতে মাৎস্যন্যায় শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

→ পাল বংশ উত্থানের পূর্বে বাংলায় যে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল তার নাম- মাৎস্যন্যায়।

ধর্মপালের মূর্তি

→ বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন– গোপাল (পাল বংশের প্রথম রাজা)।

→ বাংলায় প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম– পাল বংশ (প্রায় চারশো বছর ছিল)।

→ পাল রাজাদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ সার্বভৌম পরমেশ্বর, পরমভট্টারক এবং মহাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন- ধর্মপাল।

→ ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- গর্গ।

দেবপাল

→ যে রাজার সময় পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে- দেবপাল।

→ যে রাজার মৃত্যুর পর হতে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়- দেবপাল।

→ পাল রাজাদের পিতৃভূমি ছিল- বরেন্দ্র (জনকভূ)।

→ ইতিহাসে 'ত্রি শক্তির সংঘর্ষ' বলতে বোঝায়- বাংলার পাল, রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজাদের যুদ্ধ।

→ এ সংঘর্ষে পরাজিত হয়- ধর্মপাল।

→ রামপালের রাজত্ব সম্পর্কে জানা যায়- সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম' গ্রন্থে।

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

→ নওগাঁর পাহাড়পুরের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার (সোমপুর বিহার) নির্মাণ করেন- ধর্মপাল।

→ সোমপুর বৌদ্ধবিহার ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে- ১৯৮৫ সালে।

→ পাল যুগের পুঁথিচিত্র আঁকা হয়েছিল– তালপাতার ওপর।

→ 'রামচরিতম কাব্য' রচিত হয়– পাল শাসনামলে।

→ কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়েছিল– দ্বিতীয় মহীপালের আমলে (একে বরেন্দ্র বা সামন্ত বিদ্রোহও বলে)।

→ এ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন- দিব্যোক বা দিব্য।

→ কৈবর্ত বলা হয়- কৃষক, জেলে এবং শ্রমজীবী মানুষকে।

→ 'বৌদ্ধ অনুচিত্র' পাওয়া যায়- নালন্দা মহাবিহারে।

→ বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রাচীনতম নিদর্শন- অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।

→ বিক্রমশীলা বিহার- মগধে (বর্তমানে ভাগলপুরে) অবস্থিত।

→ শালবন বিহার কোন আমলের বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ- পাল।

→ দেবপর্বতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- পাল রাজ বংশের।

→ যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে- দেবপাল।

→ নালন্দা মহাবিহারে পাওয়া তালপাতায় অঙ্কিত 'বৌদ্ধ অনুচিত্র' যে রাজার সময়ে অঙ্কিত হয়েছিল- ১ম মহীপাল।

→ অতীশ দীপঙ্করের পৈতৃক নিবাস- বিক্রমপুরের (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ) বজ্রযোগিনী গ্রামে।

→ অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন- বিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক।

→ অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়েছিলেন- রাজা চ্যাং চুব জ্ঞানপ্রভ এর আমন্ত্রণে।

অতীশ দীপঙ্কর

→ নালন্দা মহাবিহারের আচার্যপদে অতীশ দীপঙ্করকে নিযুক্ত করেন- ১ম মহীপাল।

বাংলার দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ	পাল বংশ
পাল বংশের শাসনকাল	৭৫৬-১১৬১
গোপালের শাসনকাল	৭৫৬-৭৮১
পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা	গোপাল
গোপালের পিতার নাম	বপ্যট
পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা	ধর্মপাল
সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা	ধর্মপাল
বিক্রমশীলা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন	ধর্মপাল
ধর্মপালের শাসনকাল	৭৮১-৮২১
ধর্মপালের দ্বিতীয় উপাধি	বিক্রমশীল
'রামসাগর দীঘি' অবস্থিত	দিনাজপুরে
'রামসাগর দিঘি' খনন করেন	রামপাল
দেবপালের রাজধানী ছিল	মুঙ্গের
প্রথম মহীপালের শাসনকাল	৯৯৫-১০৪৩
দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকাল	১০৭৫-১০৮০
বেনারস ও নালন্দা ধর্মমন্দির নির্মাণ করেন	মহীপাল
দিনাজপুর ও ফেনীর মহীপাল দিঘি খননকারী	মহীপাল
পাল বংশের সর্বশেষ রাজা	মদনপাল
পাল রাজাদের ধর্ম	বৌদ্ধ
'শূন্যবাদ' তত্ত্বের প্রচারক	অতীশ দীপঙ্কর

সেন রাজবংশ

→ সামন্তসেন কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয়- তাঁর পুত্র হেমন্তসেনকে।

→ পাল রাজা রামপালের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন- হেমন্তসেন।

→ হেমন্তসেনের মৃত্যুর পর সিংহাসন আরোহণ করেন- তাঁর পুত্র বিজয়সেন।

→ সেন শাসন শক্তিশালী ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়- বিজয় সেনের শাসনামলে।

→ বাংলাকে সর্বপ্রথম একক শাসনাধীনে আনয়ন করেন- বিজয় সেন।

→ বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী ছিল- হুগলী জেলার ত্রিবেণীর বিজয়পুরে।

→ বিজয় সেনের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল- বিক্রমপুরে (বর্তমান মুন্সিগঞ্জে)।

→ বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন- তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (শাসনকাল- ১১৬০-১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)।

→ বল্লাল সেনের অসমাপ্ত গ্রন্থ- 'অদ্ভুত সাগর' সমাপ্ত করেন- লক্ষ্মণ সেন।

→ সেন রাজাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন- দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলের বাসিন্দা।

→ গৌড়ের নাম লক্ষ্মণাবতী হয়- লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে।

→ বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করলে লক্ষ্মণ সেন আশ্রয় গ্রহণ করেন- মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে।

→ লক্ষ্মণ সেনের প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মীয় প্রধান ছিলেন- পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র।

সেন বংশের শাসনকাল	১০৬১-১২০৪
সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা	সামন্ত সেন
সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	হেমন্ত সেন
সেন বংশের প্রথম সার্বভৌম রাজা	বিজয় সেন
সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা	বিজয় সেন
অরিরাজ-বৃষভশংকর নামে পরিচিত	বিজয় সেন
পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন	বিজয় সেন
বিজয় সেনের রাজত্বকাল	১০৯৮-১১৬০
কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক	বল্লাল সেন
'অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর' উপাধি ধারণ করেন	বল্লাল সেন
বল্লাল সেনের জ্যোতিষ শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ	অদ্ভুতসাগর
বল্লাল সেনের স্মৃতিময় গ্রন্থ	দানসাগর
লক্ষ্মণ সেনের শাসনকাল	১১৭৮-১২০৪
লক্ষ্মণ সেনের অস্থায়ী রাজধানী ছিল	নদীয়া
লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল	গৌড়
সেন বংশের সর্বশেষ রাজা	লক্ষ্মণ সেন
'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন	লক্ষ্মণ সেন
বাংলার শেষ হিন্দু রাজা	লক্ষ্মণ সেন
'পরম বৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন	লক্ষ্মণ সেন
সেন রাজাদের ধর্ম	হিন্দু
লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম	বৈষ্ণব
বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের ধর্ম	শৈব
সেন বংশের অবসান ঘটে	১২০৪ সালে

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. প্রাচীন বাংলায় মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[৪০তম বিসিএস]*
ক. অশোক মৌর্য খ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
গ. সমুদ্র গুপ্ত ঘ. কোনোটিই নয় উ. খ

২. পাটালিপুত্র রাজধানী ছিল- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*
ক. গুপ্তদের খ. সেনদের
গ. পালদের ঘ. মৌর্যদের উ. ক,ঘ

৩. চাণক্য কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬]*
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
গ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঘ. সমুদ্রগুপ্ত উ. ক

৪. কৌটিল্য কার নাম? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*
ক. প্রাচীন রাজনীতিবিদ খ. প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ
গ. পণ্ডিত ঘ. রাজ কবি উ. খ

৫. Who is the author of the Book 'Arthasastra'? *[Jahangirnagar University: 13-14]*
ক. Kautilya খ. Confucious
গ. Max Weber ঘ. Talcott Parsons উ. ক

৬. অশোক কোন বংশের সম্রাট ছিলেন? *[বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: ১৬-১৭]*
ক. মৌর্য খ. গুপ্ত
গ. পুষ্যভূতি ঘ. কুশান উ. ক

৭. কোন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করে মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী: ১৭ / জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: ০৭-০৮]*
ক. হিদাস্পিসের যুদ্ধ খ. কলিঙ্গের যুদ্ধ
গ. মেবারের যুদ্ধ ঘ. পানিপথের যুদ্ধ উ. খ

৮. কোন সম্রাটের আমলে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে? *[স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]*
ক. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খ. সম্রাট অশোক
গ. সমুদ্রগুপ্ত ঘ. ধর্মপাল উ. খ

৯. বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন কাকে বলা হয়? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*
ক. অশোক খ. চন্দ্রগুপ্ত
গ. মহাবীর ঘ. গৌতম বুদ্ধ উ. ক

১০. চরক ছিলেন- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*
ক. গণিতবিদ খ. জ্যোতির্বিদ
গ. চিকিৎসাবিদ ঘ. আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিশারদ উ. ঘ

১১. কোন যুগ প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১১-১২]*
ক. মৌর্যযুগ খ. শুঙ্গযুগ
গ. কুষাণযুগ ঘ. গুপ্তযুগ উ. ঘ

১২. কোনটি প্রাচীন নগরী নয়? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*
ক. কর্ণসুবর্ণ খ. উজ্জয়িনী
গ. বিশাখাপট্টম ঘ. পাটালিপুত্র উ. গ

১৩. 'ভারতের নেপোলিয়ন' কাকে বলা হয়? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১০-১১]*
ক. কণিষ্ক খ. অশোক
গ. সমুদ্রগুপ্ত ঘ. হর্ষবর্ধন উ. গ

১৪. প্রাচীন ভারতের কোন শাসকের অপর নাম বিক্রমাদিত্য ছিল? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১১-১২]*
ক. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খ. অশোক
গ. সমুদ্রগুপ্ত ঘ. হর্ষবর্ধন উ. ক

১৫. 'মেঘদূত কাব্য' কার লেখা? *[সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-০৬]*
ক. মহাকবি কালিদাস খ. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ছন্দের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
ঘ. পল্লীকবি জসীমউদ্দীন উ. ক

১৬. 'অমরকোষ' কী জাতীয় গ্রন্থ? *[জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক-০৬ / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ০৪-০৫]*
ক. মহাকাব্য খ. নাটক
গ. অভিধান ঘ. উপন্যাস উ. গ

১৭. গুপ্তোত্তর বঙ্গের স্বাধীন রাজা ছিলেন- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব: ১৫-১৬]*
ক. গোপচন্দ্র খ. শশাঙ্ক
গ. শ্রীচন্দ্র ঘ. লড়হচন্দ্র উ. খ

১৮. প্রাচীন জনপদগুলোকে একত্রিত করে গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[ত্রয়োদশ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা স্কুল পর্যায়-২, ১৬]*
ক. ধর্মপাল খ. লক্ষ্মণ সেন
গ. শশাঙ্ক ঘ. ইলিয়াস শাহ উ. গ

১৯. বঙ্গ ও গৌড় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে কত শতকে? *[সাব-রেজিস্ট্রার: ০১/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ৯৫-৯৬]*
ক. ষষ্ঠ খ. অষ্টম
গ. দশম ঘ. একাদশ উ. ক

২০. ধারণা করা হয়, প্রাচীন গৌড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*
ক. মুর্শিদাবাদ খ. যশোর
গ. ময়মনসিংহ ঘ. চট্টগ্রাম উ. ক

২১. কে গৌড়ের স্বাধীন নরপতি ছিলেন? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ৯২]*
ক. শশাঙ্ক খ. বর্মন
গ. ভাস্কর ঘ. দেবগুপ্ত উ. ক

২২. বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা (নরপতি) হলেন- *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৮]*
ক. ধর্মপাল খ. গোপাল
গ. শশাঙ্ক ঘ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উ. গ

২৩. একসময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন নাম ছিল- *[শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: ০৭-০৮]*
ক. সিনহাবাদ খ. চন্দ্রদ্বীপ
গ. গৌড় ঘ. মাকসুদাবাদ উ. গ

২৪. বাংলার প্রাচীন নগর 'কর্ণসুবর্ণ' এর অবস্থান ছিল- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৭-১৮]*
ক. কুমিল্লায় খ. মুর্শিদাবাদে
গ. বগুড়ায় ঘ. রাজশাহীতে উ. খ

মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৭)

১৫২৬ সালের ২১ এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করার মাধ্যমে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। মুঘল সম্রাটরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত। নিজ জন্মভূমি তুর্কিস্থান থেকে বিতাড়িত বাবর ১৫২৬ সালে এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তী ২০০ বছর উপমহাদেশ শাসন করে।

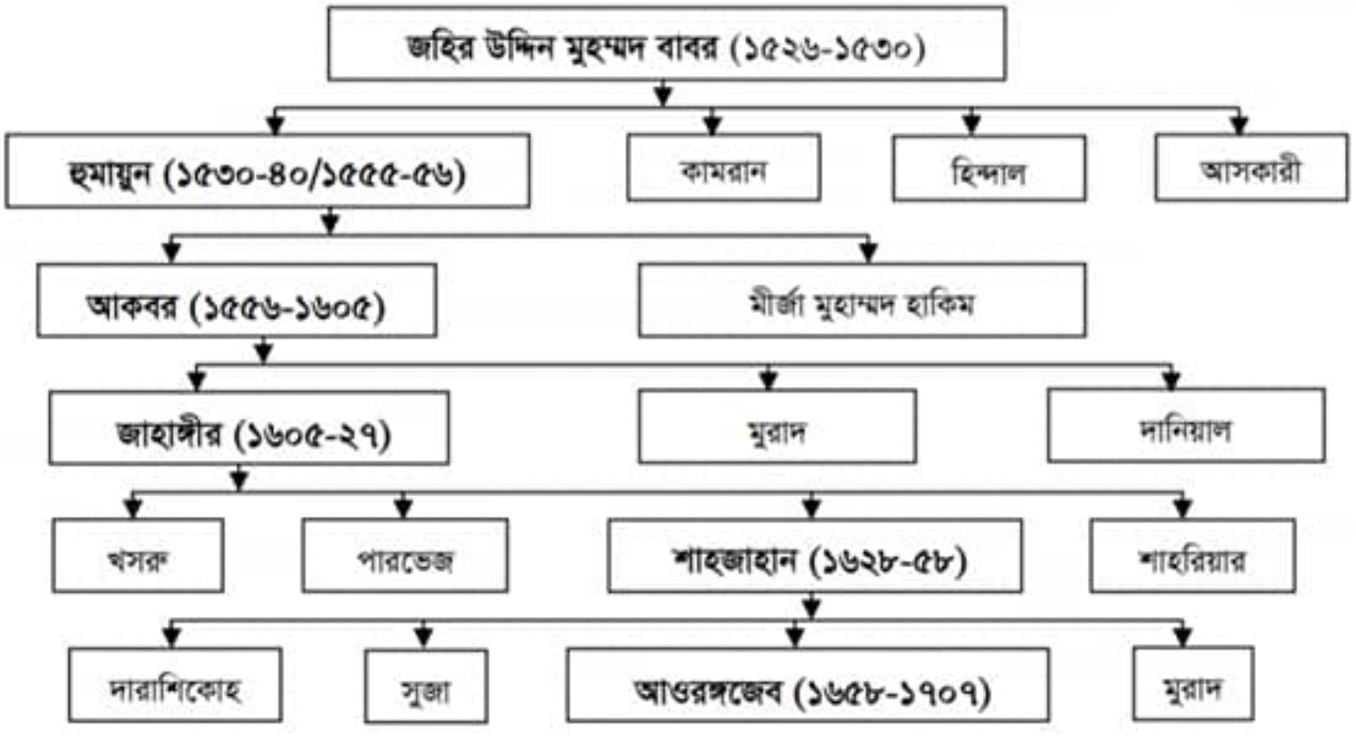

◆ জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর

বাবর

→ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- বাবর (১৫২৬ সালে পানিপথের ১ম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করার মাধ্যমে)।

→ সম্রাট বাবর পিতার দিক থেকে- তৈমুর লং এবং মাতার দিক থেকে- চেঙ্গিস খানের বংশধর।

→ বাবরের চার পুত্রের নাম- হুমায়ুন, কামরান, হিন্দাল ও আসকারি।

→ বাবর কত সালে রাজপুত রানা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন- ১৫২৭ সালে, খানুয়ার যুদ্ধে।

→ গোগরার যুদ্ধ সংগঠিত হয়- আফগানদের সাথে (৬ মে, ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে)।

→ মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মজীবনী রচনা করেন- বাবর (বাবরনামা বা তুযুক-ই-বাবর, তুর্কি ভাষায়)।

→ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কামানের ব্যবহারের সূচনা করেন- সম্রাট বাবর (পানিপথের প্রথম যুদ্ধে)।

→ 'পানিপথ' নামক স্থানটি বর্তমান যে স্থানে অবস্থিত- উত্তর প্রদেশের হরিয়ানা নামক স্থানে (যমুনা নদীর তীরে)।

→ সম্রাট বাবর 'বাবরি মসজিদ' প্রতিষ্ঠিত করেন- ১৫২৮-২৯ খ্রিষ্টাব্দে (ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোদ্ধায়)।

→ 'বাবরি মসজিদ' ধ্বংস করা হয়- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২।

বাবর জন্মগ্রহণ করেন	১৪৮৩ সালে।
বাবরের জন্মস্থান	মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের ফারগানায়
বাবরের জন্মস্থান ফারগানা অবস্থিত	আফগানিস্তান
বাবরের পিতার নাম	ওমর শেখ মির্জা
বাবরের মাতৃভাষা ছিল	চাঘাতাই (তুর্কি)
বাবরের প্রকৃত নাম	জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর
মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা	
'বাবর' শব্দের অর্থ	বাঘ
ফারগানার সিংহাসনে আরোহণ করেন	১২ বছর বয়সে
বাবর সমরখন্দ দখল করেন	১৪৯৭ সালে
বাবর কাবুল দখল করেন-	১৫০৪ সালে
বাবরের শাসনকাল	১৫২৬-১৫৩০
বাবরের আত্মজীবনী	তুযুক-ই-বাবর
বাবর মৃত্যুবরণ করেন	২৬ ডিসেম্বর, ১৫৩০
বাবরকে সমাহিত করা হয়	কাবুল, আফগানিস্তান

♦ নাসিরউদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন

হুমায়ুন জন্মগ্রহণ করেন	৬ মার্চ, ১৫০৮
হুমায়ুনের জন্মস্থান	কাবুল
হুমায়ুন শব্দের অর্থ	ভাগ্যবান
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন	৩০ ডিসেম্বর, ১৫৩০
গৌড় অধিকার করেন	১৫৩৮ সালে
বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র	হুমায়ুন
দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট	
চৌসারের যুদ্ধে (১৫৩৯) শেরখানের নিকট পরাজিত হন	
শেরখানের নিকট কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০) পরাজিত হন	
বাংলাকে 'জান্নাতাবাদ' নাম দেন	
গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান	
হুমায়ুনের শাসনকাল	১৫৩০-৪০,১৫৫৫-৫৬
হুমায়ুন মৃত্যুবরণ করেন	২৪ জানুয়ারি, ১৫৫৬
হুমায়ুনের সমাধিসৌধ	দিল্লি
'হুমায়ুননামা' গ্রন্থের রচয়িতা	গুলবদন বেগম

→ বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শেরশাহ হুমায়ুনকে অতর্কিত আক্রমণ করে পরাজিত করেন- ১৫৩৯ সালে।

→ হুমায়ুন বাদাক্‌শানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন- ২০ বছর বয়সে।

হুমায়ুন

→ পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন পুনরায় দিল্লি দখল করেন- ১৫৫৫ সালে।

শুর শাসন

→ বাংলায় আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- শেরশাহ

→ শেরশাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন- জালাল খান (ইসলাম শাহ উপাধি নিয়ে)।

শেরশাহ

→ জালাল খান রাজত্ব করেছিলেন- ৮ বছর।

→ শুর শাসনের সময়কাল- ১৫৪০-১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

→ হুমায়ুন কত সালে সিকান্দার শাহকে পরাজিত করে শুর শাসনের অবসান ঘটান- ১৫৫৫ সালে।

→ ১৫৬৪ সালে বাংলায় শুর শাসন পতন ঘটিয়ে কররানী বংশের সূচনা করেন- তাজ খান কররানী।

→ শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে ভাগ করেন- ৪৭ ভাগে।

→ 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' এর নির্মাতা- শেরশাহ (নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থেকে আগ্রা, দিল্লি ও লাহোর হয়ে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত)।

→ 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' অন্য যে নামে পরিচিত- সড়ক-ই-আযম।

শের শাহ জন্মগ্রহণ করেন	১৪৭২ সালে
শের শাহের প্রকৃত নাম	ফরিদ
শের শাহের উপাধি	শের খান
শের শাহের রাজত্বকাল	১৫৪০-৪৫
শুর শাসনের সূত্রপাত করেন	শের শাহ
শুর শাসনের শ্রেষ্ঠ শাসক	
দিল্লি হতে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন	
গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এর নির্মাণ করেন	
রৌপ্য মুদ্রা 'দাম' এর প্রচলন করেন	
উপমহাদেশে 'ডাক সার্ভিস' চালু করেন	
ভারতবর্ষে 'ঘোড়ার ডাক' এর প্রচলন করেন	
'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' প্রথার প্রবর্তক	

♦ জালালউদ্দিন মুহম্মদ আকবর

আকবর

→ সম্রাট আকবরের পূর্ণনাম- জালালউদ্দিন মুহম্মদ আকবর।

→ সম্রাট আকবরের রাজধানী- ফতেপুর সিক্রি।

→ বাংলা সন গণনা শুরু করেন- আকবর [১১ এপ্রিল, ১৫৫৬ সাল থেকে]।

→ সম্রাট আকবরের নির্দেশে কে বাংলা সন উদ্বোধন করেন- পণ্ডিত ফতেহ উল্লাহ সিরাজী (হিজরির সাথে সামঞ্জস্য রেখে)।

→ আকবরের গৃহশিক্ষক ছিলেন- বৈরাম খাঁ [আকবর তাঁকে 'খান-ই-বাবা' বলে ডাকতেন]।

→ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর পরাজিত করেন- হিমুকে (১৫৫৬ সালে)।

→ সমগ্র বাংলা 'সুবহ-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত ছিল- সম্রাট আকবরের সময়ে।

→ বাংলায় বারো ভূঁইয়ার অভ্যুত্থান ঘটে- আকবরের সময়ে।

→ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে অবসান ঘটে- মুঘল-আফগান সংঘর্ষের।

→ মোঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটে- আকবরের রাজত্বের সময়।

→ মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, বিদগ্ধ পণ্ডিত সম্রাট আকবরের সচিব ছিলেন- আবুল ফজল।

→ বাংলার মুসলিম শাসনামলে 'আওয়াব' শব্দটি ব্যবহৃত হতো- খাজনার ক্ষেত্রে।

→ অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক কর হলো- জিজিয়া।

→ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আকবর সমগ্র রাজ্যকে ভাগ করেন- ১৫টি প্রদেশে (প্রথমে ১২টি)।

→ আকবরের রাজসভায় বিখ্যাত কৌতুকরাজ ছিলেন- বীরবল।

→ আকবরের রাজসভার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ- তানসেন।

আকবর জন্মগ্রহণ করেন	২৩ নভেম্বর, ১৫৪২
আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬
সিংহাসনে আরোহনের সময় বয়স	১৩ বছর
আকবর বাংলা বিজয় করেন	১৫৭৬ সালে
আকবর প্রবর্তিত নতুন ধর্মমত	দীন-ই-ইলাহী
দীন-ই-ইলাহীর অনুসারী	১৮ জন
প্রথমে বাংলা বর্ষপঞ্জির নাম ছিল	তারিখ-ই-এলাহী
'রাজপুত নীতি'র প্রবর্তক	আকবর
সর্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট	
মনসবদারী প্রথার প্রচলন করেন	
বাংলা সন প্রবর্তন করেন	
বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করেন	
অমৃতসর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন	
আকবর তীর্থকর রহিত করেন	১৫৬৩ সালে
আকবর জিজিয়া কর রহিত করেন	১৫৬৪ সালে
বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন	১৫৮৪ সালে
আকবরের শাসনকাল	১৫৫৬-১৬০৫
আকবরের রাজস্বমন্ত্রী	টোডরমল
আকবর মৃত্যুবরণ করেন	২৭ অক্টোবর, ১৬০৫
আকবরের মৃত্যু হয়	ফতেহপুর, সিক্রি, আগ্রা
আকবরের সমাধি অবস্থিত	সেকেন্দ্রা, আগ্রা

আকবরের রাজসভার বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ	
টোডরমল	রাজমন্ত্রী/অর্থমন্ত্রী
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরীর রচনাকারী
তানসেন	বুলবুল-ই-হিন্দ নামে পরিচিত।
বীরবল	কৌতুককার

♦ নূর উদ্দিন মুহম্মদ সেলিম (জাহাঙ্গীর)

→ সম্রাট জাহাঙ্গীরের ক্ষমতায় আরোহনকালে তাঁর উপাধি ছিল- নূর উদ্দিন মুহম্মদ।

→ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ভারতবর্ষে আগমন ঘটে- ইংরেজদের।

জাহাঙ্গীর

→ বাদশাহ বেগম বা সাম্রাজ্যের প্রথম নারী সম্মানে অলংকৃত হয়েছিলেন- নূরজাহান।

→ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কোন কোন জাতি ভারতে আগমন করে- পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ।

→ পর্তুগিজরা যেখানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন- সাতগাঁ।

→ সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজ প্রথম দূত- ক্যাপ্টেন হকিংস (২য় এডওয়ার্ড)।

→ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় তৃতীয় ইংরেজ রাষ্ট্রদূত- স্যার টমাস রো (১৬১৫)।

→ স্যার টমাস রো-এর প্রচেষ্টায় ইংরেজ বণিকরা কুঠি স্থাপন করেন- সুরাটে।

→ জাহাঙ্গীর বাংলা অধিকারের জন্য যে সুবেদারকে প্রেরণ করেন- সুবেদার ইসলাম খান।

সম্রাট জাহাঙ্গীর জন্মগ্রহণ করেন	৩০ আগস্ট, ১৫৬৯
জাহাঙ্গীরের জন্মস্থান	ফতেহপুর, সিক্রি
জাহাঙ্গীরের ডাকনাম	সেলিম
সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী	নূরজাহান
মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করেন	১৬১১ সালে
নূরজাহানের প্রকৃত নাম	মেহেরুন্নিসা
জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন	২৪ অক্টোবর, ১৬০৫
বাংলায় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা	জাহাঙ্গীর
নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন	
আগ্রায় দুর্গ নির্মাণ করেন	
সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করেন	
বারো ভূঁইয়াদের দমন করেন	
জাহাঙ্গীরের শাসনকাল	১৬০৫-১৬২৭
জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী	তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর
জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন	২৮ অক্টোবর, ১৬২৭
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুস্থান	কাশ্মীর
জাহাঙ্গীরের সমাধি অবস্থিত	লাহোর

♦ শাহজাহান (খুররম)

শাহজাহান

→ শাহজাহানের স্ত্রী- মমতাজ [মারা যান- ১৬৩২ সালে, বিবাহ- ১৬১২ সালে]।

→ শাহজাহানের পুত্র- ৪জন (দারা, সুজা, আওরঙ্গ ও মুরাদ)।

→ সম্রাট শাহজাহানের মুকুটে শোভাবর্ধন করতো- কোহিনুর হীরা।

→ সম্রাট শাহজাহানকে 'শাহজাহান' উপাধি দেন- পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর, ১৬১৬ সালে।

→ গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়- ১৬৩০ সালে।

→ ফরাসি চিকিৎসক ও পর্যটক বার্নিয়ার ভারত পরিভ্রমণে আসেন- সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে।

→ বাংলাকে 'ভারতের শস্যভান্ডার' আখ্যা দেন- ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার।

→ ইংরেজরা বাংলায় 'পিপিলাই' নামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন- সম্রাট শাহজাহানের অনুমতি নিয়ে।

→ শাহজাহানের রাজত্বকালকে অভিহিত করা হয়- 'The age of marbel' বা 'The Golden age of Mughals'.

শাহজাহানের জন্ম	৫ জানুয়ারি, ১৫৯২
শাহজাহানের জন্মস্থান	লাহোর
শাহজাহানের প্রকৃত নাম	খুররম
শাহজাহান শব্দের অর্থ	বিশ্ব সম্রাট
সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে বসেন	১৬২৮ সালে
শাহজাহানের শাসনকাল	১৬২৮-১৬৫৮
মুঘল বংশের পঞ্চম শাসক	শাহজাহান
শাহজাহান মৃত্যুবরণ করেন	২২ জানুয়ারি, ১৬৬৬

তাজমহল	
স্ত্রীর (মমতাজ) স্মৃতি রক্ষার্থে শাহজাহান নির্মাণ করেন	তাজমহল
নির্মাণকাল	১৬৩২-১৬৫৩
অবস্থান	আগ্রা (যমুনা নদীর তীরে)
নির্মাণ ব্যয়	৩ কোটি টাকা
স্থপতি	আহমদ লাহৌরি
চত্বরের নকশাকার	মাস্টার ঈশা
Prince of Builders	সম্রাট শাহজাহান

শাহজাহান নির্মিত উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যসমূহ	
লাল কেল্লা	দিউয়ান-ই-আম
দিউয়ান-ই-খাস	আগ্রায় মতি মসজিদ
সালিমার উদ্যান	ময়ূর সিংহাসন

◆ আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেব

→ সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন- চার পুত্র (দারাশিকোহ, সুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ) এবং দুই কন্যা (জাহান আরা ও রওশন আরা)।

→ ভ্রাতৃযুদ্ধে জাহানআরা দারাশিকোহের পক্ষে এবং রওশন আরা সমর্থন করেন- আওরঙ্গজেবকে।

→ সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করেন - 'আলমগীর' নামক তরবারি।

→ আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন- ৩১ জুলাই, ১৬৫৮ সালে (আলমগীর নাম ধারণ করে)।

→ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান।

→ আলমগীর বলা হতো– মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে।

→ আলমগীরনগর অবস্থিত ছিল– কুচবিহারে।

→ জিজিয়া কর পুন:স্থাপন করা হয়- আওরঙ্গজেবের আমলে।

→ ঢাকার 'লালবাগ কেল্লা' নির্মিত হয়- আওরঙ্গজেবের সময়।

→ শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব নওরোজ (নতুন বর্ষ) কে নিষিদ্ধ করেছিলেন- সম্রাট আওরঙ্গজেব।

আওরঙ্গজেবের জন্ম	৩ নভেম্বর, ১৬১৮
আওরঙ্গজেবের জন্মস্থান	দাহোদ
আওরঙ্গজেবের জন্মস্থান দাহোদ অবস্থিত	গুজরাট, ভারত
আওরঙ্গজেবের উপাধি ছিল	জিন্দাপীর
সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' রচনা করেন	আওরঙ্গজেব
কুচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়	১৬৬২ সালে
আওরঙ্গজেবের শাসনকাল	১৬৫৮-১৭০৭
আওরঙ্গজেবের সেনাপতির নাম	মীর জুমলা
আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেন	৩ মার্চ, ১৭০৭
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুস্থান	আহমেদ নগরে
আহমেদ নগর অবস্থিত	মহারাষ্ট্র, ভারত
আওরঙ্গজেবের সমাধিসৌধ	খুলাদবাদ,মহারাষ্ট্র

◆ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

বাহাদুর শাহ

→ শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৭)।

→ সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেওয়া হয়- রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন)।

→ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৬২ সালে (তাঁকে রেঙ্গুনে সমাহিত করা হয়)।

◆ অন্যান্য মুঘল শাসকবর্গ

নাদির শাহ

→ নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করেন- ১৭৩৯ সালে মুহম্মদ শাহের শাসনামলে।

→ কোহিনুর হীরা ও ময়ূর সিংহাসন লুট করেন- নাদির শাহ্।

→ বর্তমানে ময়ূর সিংহাসন আছে- ইরানে।

→ বর্তমানে কোহিনুর হীরা শোভা পাচ্ছে- ব্রিটেনের রানির মুকুটে।

→ আহমদ শাহ্ আবদালি ছিলেন- নাদির শাহের সেনাপতি।

→ নাদির শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের অধিপতি হন- আহমদ শাহ আবদালি।

মুঘল আমলে নির্মিত স্থাপত্য		
স্থাপত্যের নাম	স্থান	নির্মাতা
লালবাগ কেল্লা	লালবাগ	শায়েস্তা খান
ছোট কাটরা	চকবাজার	শায়েস্তা খান
সাতগম্বুজ মসজিদ	মোহাম্মদপুর	শায়েস্তা খান
বড় কাটরা	চকবাজার	শাহ সুজা
হোসেনী দালান	ঢাকা	শাহ সুজা
চুড়িহাট্টা মসজিদ	চকবাজার	শাহ সুজা
তারা মসজিদ	আরমানিটোলা	মির্জা গোলাম পীর
ধোলাই খাল	ঢাকা	ইসলাম খান
আহসান মঞ্জিল	ইসলামপুর, ঢাকা	নওয়াব আব্দুল গণি
ঢাকা গেট	বাংলা একাডেমির বিপরীতে	মীর জুমলা
আফগান দুর্গ	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার	শেরশাহ
ইন্দ্রাকপুর দুর্গ	বিক্রমপুর	শেরশাহ
গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড	সোনারগাঁও	শেরশাহ

◆ পানিপথের যুদ্ধঃ

পানিপথ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। দিল্লি হতে পানিপথের দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। পানিপথে এ পর্যন্ত তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ	
সময়কাল	১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ।
পক্ষ	বাবর বনাম ইব্রাহীম লোদী।
ফলাফল	ইব্রাহীম লোদী পরাজিত এবং নিহত হন।
উল্লেখযোগ্য ঘটনা	কামানের প্রথম ব্যবহার করা হয়, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং দিল্লি সালতানাতের পতন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ	
সময়কাল	১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।
পক্ষ	আকবরের সেনাপতি বৈরাম খাঁ বনাম আফগান নেতা হিমু।
ফলাফল	হিমু পরাজিত এবং নিহত হন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ	
সময়কাল	১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দ।
পক্ষ	আহমদ শাহ আবদালি বনাম মারাঠা।
ফলাফল	মারাঠা বাহিনী পরাজিত হয়।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটেছিল? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*
ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ খ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
গ. দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ ঘ. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ উ. ক

২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কখন হয়? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ০৭-০৮ / শ্রম অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার-০০]*
ক. ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে খ. ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে উ. গ

৩. বাবর উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন- *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ০৮-০৯]*
ক. ১৫১৬ সালে খ. ১৫২২ সালে
গ. ১৫২৬ সালে ঘ. ১৫২৮ সালে উ. গ

৪. ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪ / প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]*
ক. জাহাঙ্গীর খ. আকবর
গ. বাবর ঘ. হুমায়ূন উ. গ

৫. সম্রাট বাবরের পিতৃরাজ্যের নাম ছিল- *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*
ক. সমরখন্দ খ. কাশ্মীর
গ. বোখারা ঘ. ফারগানা উ. ঘ

৬. বাবর দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*
ক. ১৫২২ সালে খ. ১৫২৪ সালে
গ. ১৫২৮ সালে ঘ. ১৫২৬ সালে উ. ঘ

৭. ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কাকে পরাজিত করেন? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ১২ / ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের টেলিযোগাযোগ বোর্ডের সহকারী পরিচালক: ৯৫]*
ক. রানা প্রতাপ সিংহ খ. ইব্রাহিম লোদী
গ. শিবাজি ঘ. বৈরাম খাঁ উ. খ

৮. কোন যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী বাবরের কাছে পরাজিত হয়? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*
ক. খানুয়ার যুদ্ধে খ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে
গ. তরাইনের যুদ্ধে ঘ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে উ.খ

৯. ভারতের কোন যুদ্ধে প্রথম কামানের ব্যবহার হয়? *[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: ০৩-০৪]*
ক. পলাশীর যুদ্ধে খ. চৌসারের যুদ্ধে
গ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ঘ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে উ.গ

১০. পানিপথ অবস্থিত- *[সাব-রেজিস্ট্রার: ০১]*
ক. মুলতানের অদূরে খ. পেশোয়ারের অদূরে
গ. দিল্লির অদূরে ঘ. কাবুলের অদূরে উ. গ

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ-ভারত ভাগ হয়ে ভারত অধিরাজ্য ও পাকিস্তান অধিরাজ্য নামক দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। নবগঠিত পাকিস্তানের দুটি অংশে বিভক্ত ছিল- পূর্ব বাংলা (১৯৫৬ সালে নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়) ও পশ্চিম পাকিস্তান। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতির কোন কিছুরই মিল না থাকা সত্ত্বেও প্রায় একহাজার মাইল ব্যবধানের পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) দুটি ভূখণ্ডকে এক করা হয় শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই ১৭ মে, ১৯৪৭ সালে চৌধুরী খলিকুজ্জামান এবং জুলাই, ১৯৪৭ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ভাষাবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ বেশ ক'জন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানান। এ সময় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক ভাষণে বলেছিলেন- 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি'।

১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি নিয়ে সর্বপ্রথম অগ্রসর হয় তমদ্দুন মজলিশ।

অধ্যাপক আবুল কাশেম

জন্ম	২৮ জুন, ১৯২০
জন্মস্থান	চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
পেশা	রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ
অবদান	তমদ্দুন মজলিস ও বাংলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা
মৃত্যু	১১ মার্চ, ১৯৯১

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। একই বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দাবি করেন, কিন্তু গণপরিষদে তার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঘোষণা দেন- 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে'। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'।

খাজা নাজিমুদ্দীন

জন্ম	১৯ জুলাই, ১৮৯৪
জন্মস্থান	ঢাকা, বাংলাদেশ
রাজনৈতিক জীবন	পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী
মৃত্যু	২২ অক্টোবর, ১৯৬৪

৩১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব।

কাজী গোলাম মাহবুব

জন্ম	২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৭
জন্মস্থান	গৌরনদী, বরিশাল
পেশা	বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট
অর্জন	একুশে পদক (২০০২)
মৃত্যু	১৯ মার্চ, ২০০৬

অবদান: সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি।

অলি আহাদ

জন্ম	১৯২৮ সালে
জন্মস্থান	ইসলামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
অবদান	ভাষা আন্দোলনে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রথম ব্যক্তি
অর্জন	স্বাধীনতা পুরস্কার- ২০০৪
মৃত্যু	২০ অক্টোবর, ২০১২

সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারাদেশে হরতাল কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে নুরুল আমিন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে।

নুরুল আমিন

জন্ম	১৫ জুলাই, ১৮৯৩
জন্মস্থান	শাহবাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
রাজনৈতিক জীবন	১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, ১৯৭০-এ পাকিস্তানের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী
মৃত্যু	২ অক্টোবর, ১৯৭৪

২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে।

সেদিন মিছিলে অংশ নেওয়া রফিক উদ্দিন পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন। তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ। পুলিশের গুলিতে আরো শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আবুল বরকত (ডাকনাম- আবাই) আব্দুস সালাম, আব্দুল জব্বার প্রমুখ। নয় বছরের শিশু ওহিউল্লাহও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে বিশাল শোভা যাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রার ওপরও পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করে।

আবদুল মতিন

জন্ম	৩ ডিসেম্বর, ১৯২৬
জন্মস্থান	সিরাজগঞ্জ
অবদান	রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী
অর্জন	একুশে পদক-২০০১
মৃত্যু	৮ অক্টোবর, ২০১৪

১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে অব্যাহত ভাষা আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের এক পর্যায়ে এর সদস্য ফরিদপুরের আদেলউদ্দিন আহমেদের দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫১ সালে পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষার জনসংখ্যার শতকরা হার:

ভাষা	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান	পাকিস্তান
বাংলা	৯৮.১৬	.০২	৫৬.৪০%
পাঞ্জাবি	.০২	৬৭.০৮	২৮.৫৫%
সিন্ধি	.০১	১২.৮৫	৫.৪৮%
পশতু	-	৮.১৬	৩.৪৮%
উর্দু	.৬৮	৭.০৫	৩.৩৭%
বেলুচি	-	৩.০৪	১.২৯%
ইংরেজি	০.১	.০৩	.০২%
অন্যান্য	১.১৬	১.৭৭	১.৪২%
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০%

→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দেন- অধ্যাপক আবুল কাশেম।

→ ১৪৪ ধারা জারি ছিল- ১ মাসের জন্য।

→ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন– ভাষা সৈনিক আ.ন.ম গাজীউল হক।

→ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছিল– ৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার।

→ দেশের বাইরে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়- এডিনবার্গ, ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্য (উদ্বোধন: ১৯৯৭; লন্ডন: ১৯৯৯)।

→ দেশের বাইরে সরকারি অর্থায়নে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়- টোকিও, জাপান (উদ্বোধন: ২০০৫)।

→ প্রথম শহিদ মিনারের উচ্চতা ছিল- ১০ ফুট।

→ একুশের রাতেই শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়- রাজশাহী কলেজ চত্বরে।

→ ইতালির রোমে শহিদ মিনার নির্মিত হয়– ২০১০ সালে।

→ মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়– ওমান (দেশের বাইরে নির্মিত তৃতীয় শহিদ মিনার)।

→ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়– নিউইয়র্কে।

→ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহিদ মিনার অবস্থিত রয়েছে- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (৭১ ফুট)।

আ.ন.ম গাজীউল হক

জন্ম	১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯
জন্মস্থান	ছাগলনাইয়া, ফেনী
পেশা	কবি, লেখক, গীতিকার
অর্জন	শেরে বাংলা জাতীয় পুরস্কার, একুশে পদক
মৃত্যু	১৭ জুন, ২০০৯

অবদান: তাঁর লেখা 'ভুলব না ভুলব না ভুলব না এই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' গান গেয়ে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত প্রভাতফেরি করা হতো। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র জয় বাংলা পত্রিকা, আকাশবানী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে রণাঙ্গনের সংবাদ প্রচারে দায়িত্ব পালন করেন।

→ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল– এক নতুন জাতীয় চেতনার।

→ বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হয়েছে যে দেশে– সিয়েরালিওন।

→ সরকারি ভাষা হিসেবে এদেশে ইংরেজির ব্যবহার শুরু হয়– ১৮৩৫ সালে।

→ ড. শহীদুল্লাহ বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার করেন- ১৯৬৬ সালে।

◆ ভাষা শহিদদের স্মরণে ভাস্কর্য

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জননী ও গর্বিত বর্ণমালা	মৃণাল হক	পরীবাগের বিটিসিএল এর সামনে

সংগঠন	প্রতিষ্ঠা	আহ্বায়ক
গণ-আজাদী লীগ	জুলাই, ১৯৪৭	কামরুদ্দিন আহমদ
গণতান্ত্রিক যুবলীগ	সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭	তাসাদ্দুক আহমদ
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	ডিসেম্বর, ১৯৪৭	নুরুল হক ভুঁইয়া
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (২য় বার)	২ মার্চ, ১৯৪৮	শামসুল আলম
পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি	৯ মার্চ, ১৯৪৯	আকরাম খাঁ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১১ মার্চ, ১৯৫০	আবদুল মতিন
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২	কাজী গোলাম মাহবুব

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়...	
পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিমুদ্দিন
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী	নুরুল আমিন
পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক গর্ভনর	ফিরোজ খান নুন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি	সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন

ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ...

সাল	তারিখ	ঘটনাবলি
১৯৪৭	১৪ ও ১৫ আগস্ট	ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম।
	১৭ মে	'উর্দু সম্মেলন'-এ চৌধুরী খলিকুজ্জামান ঘোষণা করেন- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'।
	জুলাই	আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। এর প্রতিবাদে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'আমাদের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।
	২ সেপ্টেম্বর	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠিত হয়। এ সংগঠনের মুখপত্র- 'সাপ্তাহিক সৈনিক'।
	১৫ সেপ্টেম্বর	'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা: বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকাটির প্রকাশ করে 'তমুদ্দিন মজলিশ'। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকার লেখক তিন জন যথাক্রমে- কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমেদ, অধ্যাপক আবুল কাশেম।
	ডিসেম্বর	রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন।
১৯৪৮	৪ জানুয়ারি	শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠিত।
	২৫ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান হলে তিনি ওয়াক আউট করেন।
	২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি	ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দাবি অগ্রাহ্য হলে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়।
	২ মার্চ	কমরউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' বিলুপ্ত করে দ্বিতীয়বারের মতো 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন শামসুল আলম। এ পরিষদ ১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবীতে হরতাল আহ্বান করে।
	১১ মার্চ (১৯৪৮-৫২)	১১ মার্চ হরতাল চলাকালে পিকেটিং এর সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার হরে। এ দিনটিকে 'ভাষা দিবস' পালনের ঘোষণা দেয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ'।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯৪৮	১৫ মার্চ	পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে ৮ দফা চুক্তি করেন।
	২১ মার্চ	রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন- '.... পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্যকোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে কেউ যদি আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।'
	২৪ মার্চ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনেও জিন্নাহ আবার ঘোষণা করেন, 'Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan'. অর্থাৎ 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ছাত্ররা 'না না' বলে তাৎক্ষণিক এর প্রতিবাদ জানায়।
	১৩-১৫ মার্চ	সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়।
	১১ সেপ্টেম্বর	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং নতুন গভর্নর জেনারেল হন খাজা নাজিমুদ্দীন।
১৯৪৯	৯ মার্চ	মওলানা আকরম খাঁ কে সভাপতি করে পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন।
	২৩ জুন	মওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন।
১৯৫০	১১ মার্চ	আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন।
১৯৫১	১৬ অক্টোবর	পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন।
১৯৫২	২৬ জানুয়ারি	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা দেন- 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'।
	৩০ জানুয়ারি	'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক সভা ও ছাত্র ধর্মঘট পালন।
	৩১ জানুয়ারি	ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের ৪০ জন প্রতিনিধি নিয়ে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।
	১৬ ফেব্রুয়ারি	রাষ্ট্রভাষা ও রাজবন্দি মুক্তির দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমেদ ফরিদপুর কারাগারে আমরণ অনশন করেন।
	২০ ফেব্রুয়ারি	২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সকল সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
	২১ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)।	ভাষা সৈনিক গাজিউল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সকাল ১০ টায় সভার কার্যক্রম শুরু হয়। আব্দুস সামাদের পরামর্শে ১০ জনের একটি করে দল বেরিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম দলের নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্র হাবিবুর রহমান (সাবেক প্রধান বিচারপতি)। পুলিশের সাথে ছাত্র জনতার সংঘর্ষে একপর্যায়ে পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে শহিদ হন- ১. রফিক উদ্দিন আহমেদ, ২. আব্দুল জব্বার, ৩ আবুল বরকত, ৪. আব্দুস সালাম সহ অনেকে।
	২২ ফেব্রুয়ারি	চিকিৎসাধীন অবস্থায় শফিউর রহমান মারা যান। মওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রাদেশিক আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।
১৯৫৩	২১ ফেব্রুয়ারি	দেশব্যাপী 'শহিদ দিবস' পালন। এ ধারা বর্তমানেও প্রবাহমান।
১৯৫৪	৯ মে	পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
১৯৫৬	১৬ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় পরিষদ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
	২৯ ফেব্রুয়ারি	বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে সংবিধানের ২১৪ (১) নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা হয়। অনুচ্ছেদটি ছিল- 'The State Language of Pakistan shall be Urdu and Bengali'
১৯৭৫	১২ মার্চ	সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ জারি করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
১৯৮৭	-	জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিমিত্তে জাতীয় সংসদে আইন পাস হয়।
১৯৯৯	১৭ নভেম্বর	ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
২০০০	২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবস উদযাপন শুরু করা হয় (১৮৮টি দেশ একত্রে পালন করে)।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা	ইউনেস্কো
স্বীকৃতি প্রদানের সময়	১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ৩০তম সম্মেলনে।
উদযাপন শুরু	১৮৮ দেশের অংশগ্রহণে ২০০০ সাল থেকে। প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ: কানাডা।
উদ্যোগ গ্রহণকারী	কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম (এরা ২০১৫ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন)।
উদ্যোক্তা সংগঠন	Mother Language Lover of the World.
জাতিসংঘের স্বীকৃতি প্রদান	২০০৮ সালে।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. দ্বি-জাতি তত্ত্ব খ. সামাজিক চেতনা
গ. অসম্প্রদায়িকতা ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ উ. ঘ

২. বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলো- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯-২০]*
ক. আঞ্চলিকতা খ. ধর্ম
গ. রাজনীতি ঘ. ভাষা ও সংস্কৃতি উ. ঘ

৩. পাকিস্তানে.....% বাংলাভাষী ছিল। *[জাবি: ১৫-১৬]*
ক. ৭ খ. ৫৬
গ. ৪৮ ঘ. ৬৬ উ. খ

৪. ভাষা আন্দোলনের একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে খ্যাত- *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ০৫-০৬]*
ক. জ্যোতিমর্য গুহ ঠাকুরতা খ. জিতেন ঘোষ
গ. মুহম্মদ আবদুল হাই ঘ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উ. ঘ

৫. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলার ইতিহাসে কী জন্য বিখ্যাত? *[শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*
ক. কবি খ. স্বাধীনতা সংগ্রামী
গ. বিশিষ্ট লেখক ঘ. বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ উ. ঘ

৬. পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন? *[২৪তম বিসিএস]*
ক. আবুল হাশেম খ. শেখ মুজিবুর রহমান
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উ. ঘ

৭. পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি কে জানিয়েছিলেন? *[৩৫তম বিসিএস]*
ক. তমিউউদ্দীন খান খ. সৈয়দ আজমত খান
গ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. মনোরঞ্জন ধর উ. গ

৮. ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে কে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন? *[১৩তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন: ১৬]*
ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খ. আবুল কাশেম
গ. মওলানা ভাসানী ঘ. যোগেশচন্দ্র ঘোষ উ. ক

৯. ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*
ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫১ সালে ঘ. ১৯৫২ সালে উ. ক

১০. তমদ্দুন মজলিস সংগঠনটি কিসের সাথে জড়িত? *[মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক: ১৯]*
ক. ভাষা আন্দোলন খ. স্বাধীনতা সংগ্রাম
গ. সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঘ. কোনোটিই নয় উ. ক

১১. তমদ্দুন মজলিস ছিল একটি- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*
ক. সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান
গ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঘ. দাতব্য প্রতিষ্ঠান উ. ক

১২. তমদ্দুন মজলিস কোন সনে প্রতিষ্ঠিত? *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের চিফ ইন্সট্রাক্টর: ০৫]*
ক. ১৯৪৬ সালে খ. ১৯৪৭ সালে
গ. ১৯৪৮ সালে ঘ. ১৯৫০ সালে উ. খ

১৩. ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিস কার নেতৃত্বে গঠিত হয়? *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৬-১৭]*
ক. অধ্যাপক আবুল কাশেম খ. কামরুদ্দিন আহমদ
গ. আবদুল মতিন ঘ. আবদুস সালাম উ. ক

১৪. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট কখন হয়? *[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেকশন অফিসার: ১৭]*
ক. ৭ মার্চ, ১৯৫৭ খ. ১১ মার্চ, ১৯৪৭
গ. ১১ মার্চ, ১৯৪৮ ঘ. ১৭ মার্চ, ১৯৪৯ উ. গ

১৫. ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতি বছর 'ভাষা দিবস' বলে একটি দিন পালন করা হত। দিনটি ছিল কী? *[পি.এস.সির সহকারী পরিচালক: ৯৮]*
ক. ৩০ জানুয়ারি খ. ২৬ ফেব্রুয়ারি
গ. ১১ মার্চ ঘ. ২১ এপ্রিল উ. গ

১৬. ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তৎকালীন পাকিস্তানের একজন নেতা ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' কে এই নেতা? *[সোনালী, অগ্রণী, জনতা এবং রূপালী ব্যাংক এর সিনিয়র অফিসার: ৯৮]*
ক. খাজা নাজিমউদ্দীন খ. লিয়াকত আলী খান
গ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ. আইয়ুব খান উ. গ

১৭. কত সালে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ১৮/ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সমন্বয়কারী: ১৭]*
ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯২০ সালে উ. ক

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন

→ 'যুক্তফ্রন্ট' নামে ঐক্যজোট গঠন করা হয়– ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে।

→ 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের মূল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল- আওয়ামী মুসলিম লীগ।

→ পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৫৪ সালে।

→ 'যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক- নৌকা।

→ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মোট রাজনৈতিক দল- ১৬টি।

রাজনৈতিক দলের নাম	শীর্ষ নেতৃত্ব
আওয়ামী মুসলিম লীগ	মওলানা হামিদ খান ভাসানী
কৃষক-শ্রমিক পার্টি	এ.কে. ফজলুল হক
নেজাম-ই-ইসলামী পার্টি	মওলানা আতাহার আলী
বামপন্থী গণতন্ত্রী দল	হাজী দানেশ
অধিকাংশ বইয়ে দেখা যায়, খেলাফতে রব্বানী যুক্তফ্রন্টের সাথে শরীক হয়। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, খেলাফতে রব্বানী আলাদা দল হিসেবে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ১টি আসন পায় কীভাবে?	

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

এ.কে ফজলুল হক

মওলানা ভাসানী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

→ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল- ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে।

→ ২১ দফা কর্মসূচির মূল রচয়িতা- আবুল মনসুর আহমদ।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার উল্লেখযোগ্য দফাসমূহ:	
নং	দফা
১	বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।
২	বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা ও খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে।
৯	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন।
১৫	শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হবে।
১৭	বাংলা ভাষার জন্য শহিদদের স্মরণে 'শহিদ মিনার' নির্মাণ করা হবে।
১৮	একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হবে।
১৯	লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।

→ ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়- মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির।

→ পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ৮-১২ মার্চ, ১৯৫৪ *[সূত্র: নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা]*

→ সরকারিভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়- ২ এপ্রিল।

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক গণপরিষদের ৩০৯টি আসনের নির্বাচনী ফলাফল		
আসনের প্রকৃতি ও সংখ্যা	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন ২৩৭টি	যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	মুসলিম লীগ	৯
	খেলাফতে রব্বানী	১
	নির্দলীয়/স্বতন্ত্র	৪
	নির্বাচনের পর চট্টগ্রামের একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করার ফলে মুসলিম লীগের সদস্য হয় ১০ জন।	
অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২টি	যুক্তফ্রন্ট	১৩
	তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	কংগ্রেস	২৪
	খ্রিষ্টান	১
	বৌদ্ধ	২
	কম্যুনিস্ট পার্টি	৪
	স্বতন্ত্র	১
সর্বমোট আসন (২৩৭+৭২) = ৩০৯টি।		

[সূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি]

→ প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়– ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা	
নাম	পদবি
এ.কে. ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী
আবু হোসেন সরকার	অর্থমন্ত্রী

আতাউর রহমান খান	খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী
আবুল মনসুর আহমদ	জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী
কফিল উদ্দিন চৌধুরী	বিচার ও আইন মন্ত্রী
সৈয়দ আজিজুল হক	শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন মন্ত্রী
আব্দুস সালাম খান	শিল্প ও শ্রম মন্ত্রী
শেখ মুজিবুর রহমান	কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী
আ. লতিফ বিশ্বাস	রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী
মোয়াজ্জেম উদ্দিন	স্টেট অ্যাকুইজিশন মন্ত্রী
রেজাকুল হায়দার	স্বাস্থ্য ও কারা (জেল) মন্ত্রী
ইউসুফ আলী চৌধুরী	কৃষি, বন ও পাটমন্ত্রী
আশরাফ আলী চৌধুরী	সড়ক ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী
হাশিম উদ্দিন আহমদ	বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন মন্ত্রী

যুক্তফ্রন্ট গঠন	৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩
যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠন	৩ এপ্রিল, ১৯৫৪
যুক্তফ্রন্টের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন	১৫ মে, ১৯৫৪
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য	১৪ জন
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল	৩০ মে, ১৯৫৪
যুক্তফ্রন্ট সরকারের মেয়াদ	৫৬ দিন

→ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন– ৩০ মে, ১৯৫৪ সালে।

→ পূর্ববঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিমুদ্দীন।

→ খাজা নাজিমুদ্দীনের পর মুখ্যমন্ত্রী হন- নুরুল আমিন।

→ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়- ৩০ মে, ১৯৫৪ সালে।

→ যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন- চৌধুরী খালিকুজ্জামান।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট কত সালে গঠন করা হয়? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১২]*

ক. ১৯৫৩ সালে খ. ১৯৫৪ সালে
গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে উ. ক

২. ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দল নয়- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ০২-০৩]*

ক. আওয়ামী লীগ খ. কৃষক শ্রমিক পার্টি
গ. নেজামে ইসলাম ঘ. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি উ. ঘ

৩. যুক্তফ্রন্টের (১৯৫৪) রাজনৈতিক দলের সংখ্যা- *[ঢাবি: ০৯-১০]*

ক. চার খ. পাঁচ
গ. তিন ঘ. ছয় উ. ক

৪. ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের মূলমন্ত্র কী ছিল? *[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬]*

ক. স্বাধীনতা খ. ক্ষমতার পরিবর্তন
গ. পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ঘ. অর্থনৈতিক মুক্তি উ. গ

৫. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]*

ক. ১৯৫২ সালে খ. ১৯৫৪ সালে
গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫৭ সালে উ. খ

৬. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে কয়টি দফা ছিল? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৬-১৭]*

ক. ১০ দফা খ. ১৬ দফা
গ. ২১ দফা ঘ. ২৬ দফা উ. গ

৭. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি কী ছিল? *[২৮তম বিসিএস/ ২১তম বিসিএস]*

ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
খ. পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
গ. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
ঘ. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্ত্বের উচ্ছেদ সাধন উ. গ

৮. ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল- *[৩৭তম বিসিএস]*

ক. ধানের শীষ খ. নৌকা
গ. লাঙ্গল ঘ. বাইসাইকেল উ. খ

৯. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন ছিল? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১২]*

ক. ২৫০টি খ. ২৭৫টি
গ. ৩০০টি ঘ. ৩০৯টি উ. ঘ

১০. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৯]*

ক. ২৮০টি খ. ২২৩টি
গ. ২৯৮টি ঘ. ১৭১টি উ. খ

১১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়লাভ করে? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*

ক. মুসলিম লীগ খ. কংগ্রেস
গ. ন্যাপ ঘ. যুক্তফ্রন্ট উ. ঘ

১২. পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]*

ক. এ.কে. ফজলুল হক খ. চৌধুরী খালিকুজ্জামান
গ. মুহাম্মদ আলী ঘ. ইস্কান্দার মীর্জা উ. ক

১৩. শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হন কত বছর বয়সে? *[জাবি: ১৭-১৮]*

ক. ৩৪ খ. ৩৬
গ. ৪১ ঘ. ৫০ উ. ক

১৪. ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন? *[জাবি: ২০১৫-১৬]*

ক. কৃষি ও খাদ্য খ. শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম
গ. কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
ঘ. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উ. গ

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও গণঅভ্যুত্থান

◆ আগরতলা ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মতিতে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ সালে ভারতের ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় বাংলাদেশের পক্ষে জনাব আলী রেজা এবং ভারতের পক্ষে বিগ্রেডিয়ার মেনন ও মেজর মিশ্র এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রমণের মাধ্যমে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বর্ষপূর্তি উৎসবে আগত সেনাপ্রধানসহ বিশিষ্ট অতিথিদের জিম্মি করে স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিবর্গ বাংলার ক্ষমতা দখল করবেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে বের হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এছাড়াও সম্ভাব্য পাকিস্তানি হামলা মোকাবেলার জন্য বা পাকিস্তানি আক্রমণকে কমপক্ষে তিনদিন ঠেকিয়ে রাখার জন্য ভারত সহযোগিতা করবে। এটাই আগরতলা ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা। ২০১১ সালে এ মামলার অন্যতম আসামী ক্যাপ্টেন এ. শওকত আলী তাঁর রচিত গ্রন্থে এ মামলাকে *'সত্য মামলা'* বলে স্বীকার করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	
মামলার শিরোনাম	রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য
বঙ্গবন্ধু এ মামলার নাম দেন	ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা
প্রধান আসামী	শেখ মুজিবুর রহমান
মোট আসামী	৩৫ জন
মামলা দায়ের	৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ *(সূত্র: কারাগারের রোজনামচা)*
বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ	১৬টি
আগরতলা পরিকল্পনার তথ্য ফাঁস করেন	পাকিস্তান ইন্টার ইন্টেলিজেন্স এর সদস্য আমির হোসেন
২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ আসামী গ্রেফতার	৬ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে
শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার	১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮
বঙ্গবন্ধুকে যে আইনে গ্রেফতার করা হয়	'আর্মি, নেভি অ্যান্ড এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট'
ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় (৩ সদস্যবিশিষ্ট)	২১ এপ্রিল, ১৯৬৮ সালে
মামলার শুনানি কার্যক্রম শুরু	১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান	এস.এ রহমান
আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রীট আবেদন দাখিল করেন	স্যার টমাস উইলিয়াম
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদ শহিদ হন	২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯ (গ্রামের বাড়ী- নরসিংদী জেলার হাতিরদিয়া গ্রামে)
ঢাকা বকশীবাজারের নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান শহিদ হন	২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ (পুলিশের গুলিতে)
মামলার কার্যক্রম সমাপ্ত	৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
মামলা প্রত্যাহার	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
ছাত্র-জনতা কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান	২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
আইয়ুব খানের পদত্যাগ	২৫ মার্চ, ১৯৬৯
ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ	২৫ মার্চ, ১৯৬৯

→ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ১১জন রাজসাক্ষীসহ মোট সাক্ষী- ২২৭ জন।

সংগঠন	প্রতিষ্ঠা	সদস্য
সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ	৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯	ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, ডাকসু
ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি	৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯	ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগসহ ৮টি দল

→ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গণঅভ্যুত্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন– এগার দফার ভিত্তিতে (১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারি)।

→ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ 'বাংলাদেশ' করেন– ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায়।

→ 'আসাদ গেট' নির্মিত হয়– ১৯৬৯ সালে শহিদ আসাদের স্মৃতি রক্ষার্থে।

→ 'স্কুলিঙ্গ' ভাস্কর্য অবস্থিত- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটি অধ্যাপক শামসুজ্জোহার প্রতিকৃতির আদলে তৈরি এবং স্থপতি কনক কুমার পাঠক।

জন্ম	১০ জুন, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ, শিবপুর, নরসিংদী।
শিক্ষা	ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অবদান	২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামীদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে চাঁনখারপুল এলাকায় মিছিল করলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

জন্ম	১ মে, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
পেশা	অধ্যাপক ও প্রক্টর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
অবদান	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গকরলে আন্দোলনরত ছাত্রদের জীবন বাচাঁতে সেনা সদস্যর গুলিতে শহিদ হন। ড. শামসুজ্জোহা

→ ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন– জুলফিকার আলী ভুট্টো।

→ '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল– আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম
০১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
০২	লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন
০৩	স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান
০৪	সুলতান উদ্দিন আহমদ
০৫	নুর মোহাম্মদ বাবুল (ক্যাপ্টেন বাবুল)
০৬	ফজলুর রহমান (সিএসপি)
০৭	ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ
০৮	কর্পোরাল (অব.) এবি আবদুস সামাদ
০৯	হাবিলদার (অব.) দলিল উদ্দিন
১০	রুহুল কুদ্দুস (সিএসপি)
১১	ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক
১২	ভূপতি ভূষণ (মানিক) চৌধুরী
১৩	বিধান কৃষ্ণ সেন
১৪	সুবেদার আব্দুর রাজ্জাক
১৫	মুজিবুর রহমান (ইপিআরটিসি ক্লার্ক)
১৬	ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) আবদুর রাজ্জাক
১৭	সার্জেন্ট জহুরুল হক
১৮	মোহাম্মদ খুরশীদ
১৯	খান শামসুর রহমান (সিএসপি)
২০	রিসালদার এ. কে. এম শামসুল হক
২১	হাবিলদার আজিজুল হক
২২	এস.এ.সি মাহফুজুল বারী
২৩	সার্জেন্ট শামসুল হক
২৪	মেজর শামসুল আলম (এএমসি)
২৫	ক্যাপ্টেন আবদুল মোত্তালিব
২৬	ক্যাপ্টেন (অব.) শওকত আলী
২৭	ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা
২৮	ক্যাপ্টেন এএনএম নুরুজ্জামান (ইবিআর)
২৯	সার্জেন্ট আবদুল জলিল
৩০	মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
৩১	লে এম.এম.এম. রহমান
৩২	সুবেদার (অব.) তাজুল ইসলাম
৩৩	মোহাম্মদ আলী রেজা
৩৪	ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন (এমএমসি)
৩৫	লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ

→ শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়– তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সমাবেশে।

জন্ম	২২ অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ, কোড়ালিয়া, ভোলা
শিক্ষা	মৃত্তিকাবিজ্ঞান, ঢাবি (ভিপি: ১৯৬৮-৬৯)
অবদান	২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান ছিলেন। বর্তমানে ভোলা থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য। তোফায়েল আহমেদ

→ শহিদ আসাদ দিবস- ২০ জানুয়ারি।

→ পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান করার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়- ১০ মার্চ, ১৯৬৯ সালে।

→ ১৯৬৯ সালের, ২৫ মার্চ আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করেন- আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে।

→ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান হয়- আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা এবং 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের' ৮ দফার ভিত্তিতে।

→ আসাদ গেটের পূর্ব নাম ছিল- আইয়ুব গেট।

→ শহিদ আসাদ কে নিয়ে কবিতা রচনা করেন- শামসুর রাহমান (আসাদের শার্ট)।

→ মওলানা ভাসানী গণআন্দোলনে একাত্ম হন- ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।

→ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ১১ দফা প্রণয়ন করে- ছাত্রলীগ (তোফায়েল), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এবং এন এস এফ (বিদ্রোহী)।

দাবী	উত্থাপনকারী
২১ দফা	যুক্তফ্রন্ট
৬ দফা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১১ দফা	ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

→ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর।

→ পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি হয়- ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ সালে।

→ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস- চিলেকোঠার সেপাই (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস)।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কখন? *[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেকশন অফিসার: ১৭/ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১১-১২]*
ক. জানুয়ারি, ১৯৬৮ খ. মার্চ, ১৯৬৮
গ. এপ্রিল, ১৯৬৮ ঘ. মে, ১৯৬৮ উ. ক

২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়- *[ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: ০৩-০৪]*
ক. আগরতলা খ. ঢাকা
গ. লাহোর ঘ. কোনোটিই নয় উ. খ

৩. বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোট আসামী সংখ্যা ছিল কত জন? *[৪০তম বিসিএস/ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৮-১৯]*
ক. ৩৪ জন খ. ৩৫ জন
গ. ৩৬ জন ঘ. ৩২ জন উ. খ

৪. 'এগার দফা' কখন ঘোষণা হয়? *[প্রাথমিক বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন: ১৬]*
ক. ১৯৬৭ খ. ১৯৬৮
গ. ১৯৬৯ ঘ. ১৯৭০ উ. গ

৫. এগার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কে? *[জাবি: ১৩-১৪]*
ক. মুসলিম লীগ খ. আওয়ামী লীগ
গ. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘ. কংগ্রেস উ. গ

৬. আসাদ কবে শহিদ হন? *[প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]*
ক. ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি
খ. ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ. ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি উ. ক

৭. 'শহিদ আসাদ দিবস' পালিত হয় কবে? *[বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী:১৫]*
ক. ১৫ জানুয়ারি খ. ২০ জানুয়ারি
গ. ২৫ জানুয়ারি ঘ. ৩০ জানুয়ারি উ. খ

৮. আসাদ শহিদ হন- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*
ক. ৯০ এর গণ আন্দোলনে খ. ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে
গ. ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলনে
ঘ. ৬৯ এর গণ আন্দোলনে উ. ঘ

৯. আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়? *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৮-১৯/ সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা: ১৫]*
ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন
গ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ. ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান উ. ঘ

১০.'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' আসামীদের মধ্যে প্রথম কাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়? *[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*
ক. আমজাদ খাঁ খ. সার্জেন্ট জহুরুল হক
গ. মকবুল ভূঁইয়া ঘ. কৃষ্ণ দুগার উ. খ

১১.বাংলাদেশের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী কে? *[জাবি: ১৯-২০]*
ক. ড. শামসুজ্জোহা খ. জহির রায়হান
গ. গোবিন্দচন্দ্র দেব ঘ. শহীদুল্লাহ কায়সার উ. ক

১২.শহিদ শামসুজ্জোহা ছিলেন একজন- *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*
ক. সঙ্গীত শিল্পী খ. অভিনেতা
গ. চিত্রকর ঘ. শিক্ষক উ. ঘ

১৩.উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১১-১২]*
ক. রাজশাহী খ. ঢাকা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. জাহাঙ্গীরনগর উ. ক

১৪.রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন- *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৪-১৫]*
ক. ১৯ শে মার্চ, ১৯৬৯ খ. ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
গ. ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ঘ. ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ উ.গ

১৫.জোহা দিবস কোনটি? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*
ক. ১৪ নভেম্বর খ. ১৮ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৪ ডিসেম্বর ঘ. ১৮ মার্চ উ. খ

১৬.পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান কত সালে হয়? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]*
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫২ সালে
গ. ১৯৬৯ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে উ. গ

১৭.'গণ-অভ্যুত্থান দিবস' কবে পালিত হয়? *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী: ১১]*
ক. ২৪ জানুয়ারি খ. ৭ নভেম্বর
গ. ৭ মার্চ ঘ. ৯ ডিসেম্বর উ. ক

১৮.আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়- *[ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন: ১৯]*
ক. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ. ২০ মার্চ, ১৯৬৮
গ. ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ ঘ. ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ উ. ক

১৯.আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন প্রত্যাহার করা হয়েছিল? *[সোনালী ও জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার: ৯৮]*
ক. প্রচণ্ড গণআন্দোলনের জন্য খ. দয়াপরবশ হয়ে

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

◆ অসহযোগ আন্দোলন (১৯৭১):

১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তাই ইতিহাসে 'অসহযোগ আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৯৭০ সালের অপ্রত্যাশিত নির্বাচনি ফলাফল পাকিস্তানি জান্তাকে ভাবনায় ফেলে দেয়। তারা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। ইয়াহিয়ার এই মতের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বিরোধীতা করেন এবং তিনি ঢাকায় আসতে অস্বীকৃতি জানায়। ইয়াহিয়া খান এই রাজনৈতিক বিভক্তির সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে ১ মার্চ আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন। এ হরতালের সমর্থনে মিছিল বের হয়। মিছিলে পুলিশ গুলি করলে শহিদ হন শম্ভু সমজদার। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ। পরবর্তীতে হরতাল, অবরোধ, কলকারখানা বন্ধ, অফিস-আদালত বন্ধ প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়েছিল।

→ অসহযোগ আন্দোলন হলো– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন।

→ অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ছয়দিনে সরকারি প্রেসনোট অনুযায়ী, হতাহতের সংখ্যা– ১৭২ জন নিহত এবং ৩৫৮ জন আহত।

টিক্কা খান

→ অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়– স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে।

→ 'লোকটি এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তাঁরা শাস্তি এড়াতে পারবে না' উক্তিটি কার– জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

→ 'এদেশের মানুষ চাইনা, মাটি চাই।' বলেছেন- টিক্কা খান।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের জান্তা সরকার	
পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি	ইয়াহিয়া খান
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর	টিক্কা খান (৭ মার্চ- ৩ সেপ্টেম্বর)

বঙ্গবন্ধুর ৪ খলিফা	
ছাত্রলীগের সভাপতি	নূরে আলম সিদ্দিকী
ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক	শাহজাহান সিরাজ
ডাকসু'র ভিপি	আ.স.ম আব্দুর রব
ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল কুদ্দুস মাখন

নূরে আলম সিদ্দিকী

শাহজাহান সিরাজ

আ.স.ম আব্দুর রব

আব্দুল কুদ্দুস মাখন

১৯৭১ সালের মার্চের রোজনামচা	
তারিখ	**ঘটনাবলি**
১ মার্চ	'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন।
	ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকারের জন্য স্থগিত ঘোষণা।
২ মার্চ	অসহযোগ আন্দোলন শুরু।
	ডাকসু ভিপি আ.স.ম আবদুর রব কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।
৩ মার্চ	বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর পক্ষে শাহাজাহান সিরাজ কর্তৃক 'স্বাধীনতার ইশতেহার' ঘোষণা।
	ডাকসু ভিপি কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধি প্রদান; বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের 'সর্বাধিনায়ক' ঘোষণা।
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ।

৭ মার্চ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান।
১৩ মার্চ	পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সামরিক আইন জারি।
১৪ মার্চ	বঙ্গবন্ধু ৩৫ দফা ভিত্তিক দাবিনামা জারি করেন।
১৫ মার্চ	অসহযোগ আন্দোলন প্রশমনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার লক্ষ্যে ইয়াহিয়া খানের ঢাকায় আগমন।
১৬ মার্চ	ঢাকায় ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা শুরু।
১৭ মার্চ	টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী ও লে. জে. খাদিম হোসেনের নেতৃত্বে 'অপারেশন সার্চলাইট' এর নীলনকশা প্রণয়ন।
১৯ মার্চ	গাজীপুরে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ।
২২ মার্চ	অসহযোগ আন্দোলন প্রশমনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার লক্ষ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকায় আগমন।
২৩ মার্চ	'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক 'পাকিস্তান দিবসের' পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' পালন এবং পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।
২৪ মার্চ	অপারেশন সার্চলাইটের জন্য 'এমভি সোয়াত' জাহাজের মাধ্যমে পাক বাহিনী কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র আনয়ন।
২৫ মার্চ	রাও ফরমান আলী কর্তৃক ঢাকা শহরে 'অপারেশন সার্চলাইট' (পূর্বনাম- অপারেশন ব্রিজ) নামে গণহত্যা পরিচালনা।
	ঢাকার বাইরে গণহত্যার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন লে. জে. খাদিম হোসেন।
	ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর গোপনে ঢাকা ত্যাগ।
	বর্তমানে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন।
২৬ মার্চ	২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা।
	'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন এম.এ হান্নান।
২৭ মার্চ	বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন মেজর জিয়াউর রহমান।

৭ মার্চের ভাষণ

◆ ৭ মার্চের ভাষণ:

ভাইয়েরা আমার,
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাঙলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান 'মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।
জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন, তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া

হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ মার্চের ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্দুকের মুখে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব।

আমি বলেছি, কিসের বৈঠক বসবে, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহিদের রক্তের উপর পা দিয়ে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছে। আমার দাবি মানতে হবে: প্রথম, সামরিক আইন 'মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।

২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল,- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

এক নজরে ৭ মার্চের ভাষণ	
তারিখ	৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল (রবিবার)।
শুরু	বিকেল ৩ টা ২০ মিনিট।
স্থান	তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা।
ভিডিও রেকর্ডকারি	আবুল খায়ের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাকিস্তান ইন্টান্যাশনাল ফিল্ম কর্পোরেশন। এর জন্য তিনি ২০১৪ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করেন।
সাউন্ড রেকর্ডকারি	এ এইচ খন্দকার
ভাষণের স্থায়িত্ব	১৯ মিনিট
মোট শব্দ	১১০৮টি
অনূদিত হয়েছে	১২টি ভাষায়।
দাবি ছিল	৪টি। যথা- → সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। → সেনাবাহিনীকে ব্যারকে ফিরিয়ে নিতে হবে। → এই গণহত্যার তদন্ত করতে হবে। → নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
মূল বক্তব্য	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
উল্লেখযোগ্য অংশ	'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। তবুও এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
'UNESCO' কর্তৃক স্বীকৃতি	৩০ অক্টোবর ২০১৭ সালে 'UNESCO' কর্তৃক 'Memory of the World Register'এর অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বীকৃতি দেন- ইউনেস্কোর সেক্রেটারি জেনারেল ইরিনা বোকোভা।
ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ডের ভাষণ সংকলন	'The Speech the Inspired History' এ বিশ্বের সেরা ৪১টি ভাষণের মধ্যে স্থান পেয়েছে ৭মার্চের ভাষণ। এই বইয়ে ভাষণটির শিরোনাম- 'The Struggle: This Time is the Struggle to Independence'.
৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে ফিদেল ক্যাস্ত্রোর মন্তব্য	'শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ কেবল একটি ভাষণ নয়, এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল।
এ ভাষণ সম্পর্কে নেলসন ম্যান্ডেলা	৭ মার্চের ভাষণ আসলে ছিল স্বাধীনতার মূল দলিল।
ই-বুক ও মোবাইল অ্যাপে ৭ মার্চের ভাষণ	'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য' শিরোনামে ১৩ নভেম্বর, ২০১৭-তে আইসিটি মন্ত্রণালয় ই-বুক ও মোবাইল অ্যাপের উদ্বোধন করে।

→ অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল- ৭ মার্চের ভাষণের পর।

→ বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ যে ময়দানে দিয়েছিলেন তার বর্তমান নাম– সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (পূর্বনাম- রেসকোর্স ময়দান)।

→ ৭মার্চ ভাষণ প্রদানকালে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল– অসহযোগ আন্দোলন।

→ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উক্তিটি যে ভাষণের অংশ– ৭ মার্চ ভাষণের।

→ অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়– ৭ মার্চের ভাষণে।

→ ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল– স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা।

→ ৭ মার্চের ভাষণকে সংযুক্ত করা হয়- সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে ১৫ তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

→ ৭ মার্চের ভাষণকে তুলনা করা হয়- অব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণের সাথে।

→ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হয়- 'বজ্রকণ্ঠ' নামে।

→ বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন- ২৩ মার্চ, ১৯৭১।

→ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র- 'দ্য স্পিচ' (পরিচালক- ফকরুল আরেফিন)।

→ বঙ্গবন্ধু ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ভবিষ্যৎ নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ করেন- 'বাংলাদেশ' নামে।

♦ বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল (World Documentary heritage)

ইউনেস্কো ১৯৯২ সাল থেকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার' চালু করে। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভার সুপারিশে আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি (আইএসি) ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধুর পাণ্ডুলিপিবিহীন ও অলিখিত ৭ মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত করে।

স্বাধীনতা ঘোষণা
ষষ্ঠ তফসিল ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
কর্তৃক প্রদত্ত
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

Declaration of Independence of Bangladesh

"This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. joy Bangla.

Sk. Mujibur Rahman
26th March, 1971."

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)

"ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও। জয় বাংলা"

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ, ১৯৭১

→ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রেডিও ট্রান্সমিটার তৈরি করেন- প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নুরুল উল্লাহ ও তড়িৎ কৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. জহুরুল হকসহ প্রায় ৯ জন শিক্ষক।

→ বঙ্গবন্ধুর বাসায় স্থাপিত রেডিও ট্রান্সমিটারের সম্প্রচার ক্ষমতা ছিল- প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী।

→ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা করেন- ২৬ মার্চ প্রায় ২টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এম.এ. হান্নান।

এম.এ হান্নান

→ ২৫ মার্চ গণহত্যা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশ করে সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বকে অবহিত করেন- ডেইলি টেলিগ্রাফের বিখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং।

→ বাংলাদেশ ব্যতীত আর যে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আছে- যুক্তরাষ্ট্র।

→ স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের শুরু– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত বারোটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

→ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয়– ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ (স্বাধীনতার ঘোষক– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)।

→ স্বাধীনতার ঘোষণা সংবিধানে সংযোজন হয়– পঞ্চদশ সংশোধনীতে।

→ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন– অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

→ বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করেন– ওয়্যারলেসের মাধ্যমে।

→ বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়- ৬ষ্ঠ তফসিলে।

→ মুজিবনগর সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়- ৭ম তফসিলে।

→ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ সংঘটিত হয়– ১৯ মার্চ, ১৯৭১ সালে গাজীপুরের জয়দেবপুরে।

→ বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন- ২৩ মার্চ, ১৯৭১, নিজবাসভবনে।

→ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর যে হামলা করেছিল তার নাম ছিল– অপারেশন সার্চলাইট।

→ হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি আক্রমণ করেন– ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালের রাত ১২ টার কিছু পর।

জিয়াউর রহমান

→ 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' প্রথম স্থাপন করা হয়– চট্টগ্রামের কালুরঘাটে।

→ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন– ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে।

→ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চরমপত্র পাঠ করেন– এম আর আখতার মুকুল।

→ ২৫ মার্চের বর্বরতা সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমের শিরোনাম ছিল- 'Bangladesh A Thousand My Lai' অর্থাৎ বাংলাদেশে মাইলাইয়ের হাজারগুণ নির্মমতা চালানো হয়েছিল।

অপারেশন সার্চলাইট

→ মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহিদ- শম্ভু সমজদার (রংপুর) ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে।

→ ২৫ মার্চ রাতে পাক-বাহিনী প্রথম আক্রমণ করে- ফার্মগেটের মিছিলরত জনতাকে এবং একই সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও ইপিআর সদর দপ্তরে।

→ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন- ইংরেজিতে (বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বোঝার জন্য)।

→ ২৫ মার্চ, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের জন্য পরিচালিত অপারেশনের নাম- 'অপারেশন বিগ বার্ড'।

→ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে (চট্টগ্রামের কালুরঘাটে)।

→ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল- বৃহস্পতিবার।

→ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস– ২৬ মার্চ।

→ ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়- ১৯৮০ সালে।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়- *[১২তম বিসিএস/ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: ১৪-১৫]*

ক. ২ মার্চ, ১৯৭১ খ. ৭ মার্চ, ১৯৭১
গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ উ. ক

২. বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়- *[বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর: ১৯/ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১০]*

ক. কলকাতায়
খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে এক ছাত্রসভায়
গ. কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে ঘ. চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় উ. খ

৩. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দিবস কবে? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:১৩-১৪]*

ক. ২ মার্চ খ. ৩ মার্চ
গ. ১৬ মার্চ ঘ. ২৬ মার্চ উ. ক

৪. কে প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন? *[সমাজসেবা অফিসার: ০৭]*

ক. জনাব শাহজাহান সিরাজ
খ. তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসু ভিপি আ.স.ম রব
গ. ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী
ঘ. তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন উ. খ

৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার কবে কোথায় পাঠ করা হয়? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ১৮]*

ক. ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর
খ. ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ কুষ্টিয়া
গ. ২ই মার্চ, ১৯৭১ ধানমন্ডি
ঘ. ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দান উ. ঘ

৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কবে 'জাতির জনক' ঘোষণা করা হয়? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক: ১৬]*

ক. ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ. ৩ মার্চ, ১৯৭১ উ. ঘ

৭. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি দেন- *[বাংলাদেশ রেলওয়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী: ১৩]*

ক. পল্টন ময়দানে খ. মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে
গ. সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘ. লালদিঘী ময়দানে উ. গ

৮. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৯]*

ক. ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে
খ. ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে
গ. পার্লামেন্ট ভবনে ঘ. ঢাকার রমনা পার্কে উ. ক

৯. ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয় দফা দাবি পেশ করেন? *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের উচ্চমান সহকারী: ১৮]*

ক. ৬ দফা খ. ৪ দফা
গ. ১১ দফা ঘ. ৭ দফা উ. খ

১০.'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ঘোষণা দিয়েছেন- *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*

ক. ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে, পল্টন ময়দানে
খ. ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে, পল্টন ময়দানে
গ. ৭ মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে
ঘ. ২৬ মার্চ ১৯৭১, ৩২ নম্বর ধানমন্ডির নিজ বাড়িতে উ. গ

১১.৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিখ্যাত ভাষণের মূল বক্তব্য কী? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৬]*

ক. সামরিক আইন জারি করা
খ. স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা
গ. অনশন ধর্মঘট আহ্বান ঘ. পুনরায় নির্বাচন দাবি উ. খ

বীরত্বপূর্ণ খেতাব

→ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন খেতাবে ভূষিত করে– ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

→ মুক্তিযুদ্ধে নারী বীরপ্রতীক খেতাব পান– ২জন (ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম ও তারামন বিবি)।

→ সর্বকনিষ্ঠ খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা– শহীদুল ইসলাম বীরপ্রতীক (মুক্তিযুদ্ধকালে বয়স ছিল- ১২ বছর; ২৫ মে, ২০০৯ সালে মারা যান)।

শহীদুল ইসলাম

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সালে প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব		
ক্রম (মর্যাদানুসারে)	খেতাব	খেতাব প্রাপ্তদের সংখ্যা
প্রথম	বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন
দ্বিতীয়	বীরউত্তম	৬৮ জন
তৃতীয়	বীরবিক্রম	১৭৫ জন
চতুর্থ	বীরপ্রতিক	৪২৬ জন
মোট		৬৭৬ জন

→ বীরপ্রতীক তারামন বিবি যুদ্ধ করেন– ১১ নং সেক্টরে (ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল)।

→ সেতারা বেগম যুদ্ধ করেন- ২ নং সেক্টরে।

ইউ.কে চিং

→ দেশের একমাত্র পাহাড়ী আদিবাসী বীরবিক্রম– ইউ কে চিং।

→ বাংলাদেশে 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত– নারী মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি (সুনামগঞ্জ)।

বাহিনীভিত্তিক খেতাব প্রাপ্তদের সংখ্যা	
বাহিনী	খেতাব প্রাপ্তের সংখ্যা
সেনাবাহিনী	২৮৮ জন
নৌবাহিনী	২৪ জন
বাংলাদেশ রাইফেল্‌স	১৪৯ জন
পুলিশ	৫ জন
মুজাহিদ/আনসার	১৪ জন
গণবাহিনী	১৭৫ জন
খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা মনে রাখার সহজ উপায়- ***০১ ৭ ৬৮ ১৭৫ ৪২৬***	

প্রথম বীরউত্তম	লে. কর্নেল এম.এ রব
সর্বশেষ বীরউত্তম	ব্রি. জে. জামিল উদ্দিন
প্রথম বীরবিক্রম	মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা
প্রথম বীর প্রতীক	মেজর আবদুল মতিন
প্রথম নারী বীর প্রতীক	ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম
একমাত্র বিদেশি বীর প্রতীক	ডব্লিউ এ.এস ওডারল্যান্ড
একমাত্র উপজাতীয় বীর প্রতীক	ইউকে চিং মারমা
সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক	শহিদুল ইসলাম

→ 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেন- বঙ্গবন্ধু।

→ জাতীয়ভাবে বীরত্বসূচক খেতাব প্রাপ্তদের পদক ও রিবন প্রদান করা হয়- ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে।

→ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক পুরস্কার এবং সনদ প্রদান করা হয়- ৭মার্চ, ২০০১ সালে।

◆ বীরশ্রেষ্ঠদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

মুন্সি আবদুর রউফ	কর্মস্থল ও পদবি	ইপিআর, ল্যান্স নায়েক। **(১ম শহিদ)**
	জন্মসাল ও স্থান	৮ মে, ১৯৪৩ সালামতপুর (রউফ নগর), কামারখালী, মধুখালী, ফরিদপুর।
	শহিদ হন	৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে রাঙ্গামাটির নানিয়ার চর উপজেলার বুড়িঘাট এলাকায় চিংড়ি খালের পাড়ে।
	যুদ্ধের সেক্টর	১ নং সেক্টর, রাঙ্গামাটি।
	কবর	নানিয়ার চর, রাঙ্গামাটি।
মোস্তফা কামাল	কর্মস্থল ও পদবি	সেনাবাহিনী, সিপাহি। **(২য় শহিদ)**
	জন্মসাল ও স্থান	১৯৪৯ সালে পশ্চিম হাজীপাড়া, দৌলতখান, ভোলা।
	শহিদ হন	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে দরুইল, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
	যুদ্ধের সেক্টর	২ নং সেক্টর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।
	কবর	মোগড়া, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মতিউর রহমান	কর্মস্থল ও পদবি	বিমানবাহিনী, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।
	জন্মসাল ও স্থান	২৯ অক্টোবর, ১৯৪১ সালে আগা সাদেক রোড, ঢাকা (পৈতৃক নিবাস: রায়পুরা, নরসিংদী)।
	শহিদ হন	২০ আগস্ট, ১৯৭১ সালে ভারতীয় সীমান্তের বিন্দাগ্রামের থাট্টায়।
	কবর	প্রথমে মাসরুর বিমান ঘাঁটি করাচি, পাকিস্তান। পরে ২০০৬ সালে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, ঢাকা।
নূর মোহাম্মদ শেখ	কর্মস্থল ও পদবি	ইপিআর, ল্যান্স নায়েক।
	জন্মসাল ও স্থান	২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ সালে মহিষখোলা, সদর, নড়াইল।
	শহিদ হন	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে যশোরের গোয়ালহাটি গ্রামে।
	যুদ্ধের সেক্টর	৮ নং সেক্টর (যশোর)।
	কবর	কাশিপুর, শার্শা, যশোর।
হামিদুর রহমান	কর্মস্থল ও পদবি	সেনাবাহিনী, সিপাহি।
	জন্মসাল ও স্থান	২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ সালে খর্দখালিশপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।
	শহিদ হন	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ সালে ধলই, মাধবপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
	যুদ্ধের সেক্টর	৪ নং সেক্টর (মৌলভীবাজার)।
	কবর	প্রথমে হাতিমারাছড়া, আমবাসা, ধলই ত্রিপুরা, ভারত। পরে ২০০৭ সালে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, ঢাকা।
রুহুল আমিন	কর্মস্থল ও পদবি	নৌবাহিনী, ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার।
	জন্মসাল ও স্থান	জুন, ১৯৩৫ সালে বাঘচাপড়া, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।
	শহিদ হন	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে রূপসা, খুলনা (রূপসা নদীতে)।
	যুদ্ধের সেক্টর	১০ নং সেক্টর (নৌবাহিনী)।
	কবর	বাগমারা, রূপসা, খুলনা।
মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর	কর্মস্থল ও পদবি	সেনাবাহিনী, ক্যাপ্টেন।
	জন্মসাল ও স্থান	৭ মার্চ, ১৯৪৯ সালে রহিমগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
	শহিদ হন	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে রেহাইচর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
	যুদ্ধের সেক্টর	৭ নং সেক্টর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)।
	কবর	ছোট সোনা মসজিদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (সর্বশেষ শহিদ)।

- বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জনের মধ্যে সেনাবাহিনীর ৩ জন, নৌবাহিনীর ১ জন, বিমানবাহিনীর ১ জন এবং ইপিআর ২ জন।
- বীর শ্রেষ্ঠদের নাম কে চিরস্মরণীয় করে রাখতে তাঁদের নিজ গ্রাম ও ইউনিয়নের নাম তাঁদের নামে করা হয়- ২০০৭ সালে।

বীরশ্রেষ্ঠদের নামে গ্রাম

বীরশ্রেষ্ঠ	বর্তমান নাম	পূর্ব নাম	উপজেলা	জেলা
ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ	রউফ নগর	সালামতপুর	মধুখালী	ফরিদপুর
সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল	মোস্তফা কামাল নগর	পশ্চিম হাজীপাড়া	দৌলতখান	ভোলা
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	মতিউর নগর	রামনগর	রায়পুরা	নরসিংদী
ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	নূর মোহাম্মদ নগর	মহিষখোলা	সদর	নড়াইল
সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	হামিদ নগর	খদ্দ খালিশপুর	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন	রুহুল আমিন নগর	বাঘচাপড়া	সোনাইমুড়ি	নোয়াখালী

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের গ্রামের নাম তার দাদার নামে হওয়ায় তার ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করে আগরপুর-এর স্থলে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন করা হয়েছে।

নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত, প্রয়োজনীয় ছক ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ কমনের জন্য পড়ুন-
'অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি'

নারী মুক্তিযোদ্ধা

তারামন বিবি	জন্মস্থান	১৯৫৭ সালে শংকর মাধবপুর গ্রাম, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
	মাতা-পিতা	কুলসুম বিবি, আবদুস সোবহান। স্বামী: আবদুল মজিদ।
	যুদ্ধ করেন	১১ নং সেক্টরে, উপাধি: বীরপ্রতীক।
	বীরত্বের পুরস্কার প্রদান	১৯৯৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর।
	তারামনকে নিয়ে সাহিত্য	'বীর প্রতীকের খোঁজে'- আনিসুল হক, নাটক- 'করিমন বেওয়া' (আনিসুল হক)।
	মৃত্যু	১ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে।
ডা. সেতারা বেগম	জন্মস্থান	১৯৪৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, কিশোরগঞ্জ।
	মাতা-পিতা	হাকিমুন নেসা, মোহাম্মদ ইসরাইল।
	পেশা	ক্যাপ্টেন, সেনাবাহিনী (কুমিল্লা সেনানিবাস)। উপাধি: বীরপ্রতীক।
	অবদান	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মেঘালয়ে বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল নামে ৪৮০ শয্যার একটি হাসপাতাল ছিল। তিনি এখানে ২ নং সেক্টরের অধীনে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
কাকন বিবি	প্রকৃত নাম	কাঁকাত হেনিনচিতা
	জন্মস্থান	১৯১৫ সালে মেঘালয়, ইন্ডিয়া। বসবাস: জিরারগাঁও, সুনামগঞ্জ।
	বসবাস	খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে।
	অবদান	বীরমুক্তিযোদ্ধাদের, বীরাঙ্গনা, গুপ্তচর (মুক্তিবাহিনী)।
	উপাধি	তাকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়; তবে সরকারিভাবে কোন গেজেট প্রকাশিত হয়নি।
	মৃত্যু	২১ মার্চ, ২০১৮ সালে।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৮]*

ক. বীর শ্রেষ্ঠ খ. বীর প্রতীক
গ. বীর বিক্রম ঘ. বীর উত্তম উ. ক

২. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানসূচক সর্বোচ্চ খেতাব কী? *[ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ: ১৮-১৯]*

ক. বীর প্রতীক খ. বীর উত্তম
গ. বীর বিক্রম ঘ. বীর শ্রেষ্ঠ উ. ঘ

৩. বাংলাদেশে মোট রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কত? *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী-১৭/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৬-১৭]*

ক. ৬৮ জন খ. ১৭৫ জন
গ. ৪২৬ জন ঘ. ৬৭৬ জন উ. ঘ

৪. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' আনুষ্ঠানিকভাবে কবে ঘোষিত হয়? *[বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: ১১-১২]*

ক. ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ খ. ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩
গ. ২০ মার্চ, ১৯৭২ ঘ. ২০ মার্চ, ১৯৭৩ উ. খ

৫. বাংলাদেশের বীরত্বসূচক উপাধিগুলোর মধ্যে কোনটির স্থান মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয়? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৮]*

ক. বীর বিক্রম খ. বীর উত্তম
গ. বীর প্রতীক ঘ. বীর শ্রেষ্ঠ উ. খ

৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কত জনকে 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? *[২৪তম বিসিএস]*

ক. ২৫৭ জন খ. ১৬৩ জন
গ. ৪৪ জন ঘ. ৬৮ জন উ. ঘ

৭. বাংলাদেশের কোনো জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক কী? *[ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬]*

ক. বীর শ্রেষ্ঠ খ. বীর উত্তম
গ. বীর প্রতীক ঘ. বীর বিক্রম উ. খ

৮. বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব- *[৩৭তম বিসিএস/ প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক: ০৯]*

ক. বীর প্রতীক খ. বীরশ্রেষ্ঠ
গ. বীর উত্তম ঘ. বীর বিক্রম উ. ঘ

৯. বাংলাদেশের বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব দেওয়া হয়? *[১৮তম বিসিএস/ ১৩তম বিসিএস]*

ক. ৯ জন খ. ৭ জন
গ. ৮ জন ঘ. ১০ জন উ. খ

১০. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে কতজন 'বীর বিক্রম' উপাধি লাভ করেছিলেন? *[প্রয়োদশ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন: ১৬]*

ক. ১০০ জন খ. ১২৫ জন
গ. ১৫০ জন ঘ. ১৭৫ জন উ. ঘ

Android Application "Job Circular"

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষার সময়সূচী, ফলাফল, প্রবেশপত্র ও অন্যান্য নোটিশ এবং নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি সহ নিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্য নিয়ে এই অ্যাপ।

সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য

- দৈনিক পত্রিকা এবং অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিদিনের চাকরির বিজ্ঞপ্তি
- পরীক্ষা সময়সূচী এবং ফলাফল সহ পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল নোটিশ
- সাপ্তাহিক চাকরির পত্রিকা (HD Picture এবং PDF আকারে)
- আবেদনের ফরম ডাউনলোড এবং চালান/ব্যাংক ড্রাফট ফরম পূরণ ও আবেদনের নিয়ম এবং অনলাইনে আবেদনের ঠিকানা
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি, মডেল টেস্ট সহ পরীক্ষা প্রস্তুতি সহায়ক সকল তথ্য
- Favorite (Bookmark) system: এর মাধ্যমে আপনি আপনার পছন্দের বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক বিভিন্ন বিষয় Save করে রাখতে পারবেন।
- আবেদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ চাকরির বিজ্ঞপ্তি ও প্রবেশ পত্র ডাউনলোড এবং অন্যান্য নোটিশ এর Reminder

বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য

নতুন/গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষার নোটিশের "Notification"

এর মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের Notification বার এ জানতে পারবেন গুরুত্বপূর্ণ চাকরির খবর এবং পরীক্ষার নোটিশ।

Notification Category

কোন ধরণের নোটিফিকেশন পেতে চান সেটি বাছাই করতে পারবেন এবং আপনার অপছন্দের ক্যাটাগরি/নোটিফিকেশন বন্ধ রাখতে পারবেন।

জব ক্যাটাগরি

বিজ্ঞপ্তিগুলো সহজে খুজে পাবার জন্য আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি। যেমন -

General Job Category:

➲ সরকারি চাকরি	➲ ব্যাংক জব	➲ এনজিও জবস
➲ শিক্ষক নিয়োগ	➲ মার্কেটিং / সেলস	➲ রেলওয়ে জব
➲ ডিফেন্স এ চাকরি	➲ সাপ্তাহিক চাকরির পত্রিকা	➲ অন্যান্য বেসরকারি চাকরি

Special Job Category:

➲ Hot Jobs	➲ Date Wise Jobs
➲ Part Time Jobs	➲ Under Graduate Jobs
➲ Graduates Jobs	➲ Post Graduate Jobs
➲ Deadline Today Jobs	➲ Deadline Tomorrow Jobs
➲ Any Other Deadline Jobs	➲ Archive / Expired Job

জব এক্সাম নোটিশ ক্যাটাগরি

নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল নোটিশ পাবেন এই ক্যাটাগরিতে।

পরীক্ষার সময়সূচী	পরীক্ষার ফলাফল	প্রবেশপত্র	অন্যান্য নোটিশ

Reminder

আবেদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও প্রবেশ পত্র ডাউনলোড এবং অন্যান্য নোটিশ এর Reminder

ক্যারিয়ার গাইড

চাকরির পরীক্ষা সহায়ক বিভিন্ন তথ্য এবং Article ও পরামর্শ। বিষয়ভিত্তিক চাকরির প্রস্তুতি, শর্টকাট টেকনিক, মোটিভেশন সহ আরো অনেক কিছু।

প্রতিদিনের তথ্য

বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইনে থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞানমূলক তথ্য।

অনুবাদ চর্চা

দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ Article এর Vocabulary ও অনুবাদ। এবং এই Vocabulary গুলোর আলোকে মডেল টেস্ট/কুইজ।

সাম্প্রতিক তথ্য

বিভিন্ন পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস থেকে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সাম্প্রতিক তথ্য।

ডাউনলোড জোন

চাকরির প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন বই এবং অনলাইনে প্রকাশিত সকল বিষয়ের তথ্যের PDF।

ইন্টারভিউ টিপস

ইন্টারভিউ এর জন্য কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন সেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ।

ভাইভা অভিজ্ঞতা

চাকরির ভাইভাতে কিধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেই সকল তথ্য নিয়ে এই ক্যাটাগরি। বিসিএস, ব্যাংক সহ অন্যান্য নিয়োগ ভাইভা অভিজ্ঞতা এখানে পাবেন।

প্রশ্ন ব্যাংক এবং সাম্প্রতিক পরীক্ষার প্রশ্ন - উত্তর

বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা- BCS, NTRCA, Primary সহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্ন এবং সমাধান। এবং প্রতিনিয়ত যে সকল নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার প্রশ্ন-সমাধান।

মডেল টেস্ট

এই ক্যাটাগরিতে "ব্যাখ্যা সহ/ছাড়া" মডেল টেস্ট পাবেন। (With timer /Without timer আপনার পছন্দ মত মডেল টেস্ট দিতে পারবেন)। বিষয়ভিত্তিক সহ আরো অনেক ক্যাটাগরির মডেল টেস্ট।

National University News

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল খবরাখবর নিয়ে আছে আলাদা ক্যাটাগরি।

Job Age Calculator

চাকরির বয়স বের করার ক্যালকুলেটর। এই Job Age Calculator এর মাধ্যমে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত বয়স বের করতে পারবেন।

Search Option

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বা পরীক্ষার নোটিশ খুজে পাওয়ার জন্য আছে সার্চ অপশন।

Day-Night Mode

সহজে এবং দীর্ঘক্ষণ অ্যাপ ব্যবহার উপযোগী ডে/নাইট মুড অপশন।

এছাড়াও Notification Sound and Vibration Control, Keep Screen On, Dim Light mode Option, National University News সহ আরো অনেক ফিচার।

এক কথায় চাকরির প্রস্তুতি/খোঁজা থেকে শুরু করে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত সকল তথ্য পাবেন এই অ্যাপটিতে।

এই আপস এর বৈশিষ্ট্য গুলো যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে আজই ডাউনলোড করুন।

App Download Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careerguidebd.jobcircular

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বদ্বীপ। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কর্কটক্রান্তি রেখা এ দেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।

অবস্থান	বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে। এটির অবস্থান ২০°৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যবর্তী স্থানে।
আয়তন	বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। ৩১ জুলাই মধ্যরাতে বা ১ আগস্ট ২০১৫ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ডে ১০,০৪১.২৫ একর জমি যোগ হয়।

◆ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের অবস্থান:

প্রান্ত	স্থান	উপজেলা	জেলা
উত্তর	বাংলাবান্ধা/জায়গীরজোত	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
দক্ষিণ	ছেঁড়াদ্বীপ/ সেন্টমার্টিন	টেকনাফ	কক্সবাজার
পূর্ব	আখাইনঠং	থানচি	বান্দরবান
পশ্চিম	মনাকশা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

◆ বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সীমানা আছে। যথা: ভারত এবং মিয়ানমার।

সীমারেখার নাম	আয়তন *(বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ)*	আয়তন *(মাধ্যমিক ভূগোল)*
বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা	৫,১৩৮ কি.মি.	৪,৭১১ কি.মি.
বাংলাদেশের সর্বমোট স্থলসীমা	৪,৪২৭ কি.মি.	৩,৯৯৫ কি.মি.
বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য	৭১১ কি.মি.	৭১৬ কি.মি.
বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখার দৈর্ঘ্য	৪,১৫৬ কি.মি.	৩,৭১৫ কি.মি.
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য	২৭১ কি.মি.	২৮০ কি.মি.

→ বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৫ উত্তর অক্ষরেখা) অতিক্রম করেছে।

→ কর্কটক্রান্তি রেখা বা ট্রফিক অব ক্যান্সার বাংলাদেশের যে সকল জেলার ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে- ফরিদপুর, রাজবাড়ী, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও কুমিল্লা।

→ ৯০° দ্রাঘিমা রেখা বাংলাদেশের যে সকল জেলার ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে- শেরপুর, জামালপুর, ফরিদপুর, মাদারিপুর, ফিরোজপুর, বরিশাল, বরগুনা, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ।

→ বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম অংকন করেন- জেমস্ রেনেল।

→ ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন কী নামে পরিচিত- র‍্যাডক্লিফ কমিশন।

→ সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে আয়তনে বাংলাদেশের অবস্থান- ৪র্থ।

আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান	
অবস্থান	**তথ্যসূত্র**
৯০তম	এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ছোটদের বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৫৯৯।
৯১তম	ওয়ার্ল্ড এটলাস।
৯৫তম	সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি।

→ ভারতের সাথে বাংলাদেশের জলসীমা আছে– ১৮০ কি.মি.।

→ বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলের আয়তন- ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কি.মি.।

→ সুন্দরবনে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা নির্ধারণকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা নদী (সাতক্ষীরায়)।

→ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীপ- ভোলা।

→ বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্বীপ- সুন্দরবন।

বাংলাদেশের কৌণিক শীর্ষ থানা ও জেলা	
কৌণিক শীর্ষ	থানা ও জেলা
উত্তর-পশ্চিম কোণ	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়
উত্তর-পূর্ব কোণ	জকিগঞ্জ, সিলেট
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
দক্ষিণ-পূর্ব কোণ	টেকনাফ, কক্সবাজার

বাংলাদেশের সীমা	
সমুদ্রসীমা	১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.
রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা	১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২.২২ কি.মি.
অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা	২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪০ কি.মি.
মহীসোপান	৩৫০ নটিক্যাল মাইল

বাংলাদেশের চারদিকে অবস্থিত স্থান	
উত্তরে	পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় প্রদেশ।
পূর্বে	আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম প্রদেশ ও মিয়ানমার
পশ্চিমে	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ।
দক্ষিণে	বঙ্গোপসাগর, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ভারত)।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত রাজ্য- ৫টি		
আসাম	মিজোরাম	ত্রিপুরা
মেঘালয়	পশ্চিমবঙ্গ	

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের জেলা- ৯টি		
উত্তর দিনাজপুর	কুচবিহার	মালদহ
দক্ষিণ দিনাজপুর	নদীয়া	দার্জিলিং
উত্তর চব্বিশ পরগনা	মুর্শিদাবাদ	জলপাইগুড়ি

→ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাজ্য- ২টি (রাখাইন রাজ্য ও চিন রাজ্য)।

→ পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ১৫টি।

→ আসামের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৪টি। যথা: কুড়িগ্রাম, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।

→ ত্রিপুরা ও মিজোরামের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ১টি। যথা: রাঙ্গামাটি।

→ ভারতের সেভেন সিস্টার্স এর ৭টি রাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্য- ৪টি। যথা: আসাম, মিজোরাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা।

ভারতের সেভেন সিস্টার্স			
রাজ্য	রাজধানী	রাজ্য	রাজধানী
মিজোরাম	আইজল	আসাম	দিসপুর
নাগাল্যান্ড	কোহিমা	ত্রিপুরা	আগরতলা
অরুণাচল	ইটানগর	মেঘালয়	শিলং
মনিপুর	ইম্ফল		

→ যে বিভাগের সব জেলাই সীমান্তবর্তী স্থানের সাথে সংযুক্ত- সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ।

→ বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত পরস্পরের সাথে সংযোগ ঘটেছে– রাঙ্গামাটি জেলায়।

→ বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা- ৩২টি (ভারতের সাথে ৩০টি ও মিয়ানমারের সাথে ৩টি এবং রাঙ্গামাটি জেলার সাথে উভয় দেশেরই সীমান্ত রয়েছে)।

→ ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত- ভারত মহাসাগরে।

বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তি	
স্বাক্ষরিত হয়	১৬ মে, ১৯৭৪
স্বাক্ষরের স্থান	নয়াদিল্লী, ভারত
স্বাক্ষরকারী	শেখ মুজিবুর রহমান (বাংলাদেশ)
	ইন্দিরা গান্ধী (ভারত)
সংসদে পাশ	২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪ (৩য় সংশোধনী)
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রথম সীমান্ত হাট চালু হয়- ২৩ জুলাই, ২০১১ সালে (কুড়িগ্রামের রৌমারির বালিয়ামারীতে)।	

→ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির নাম- JBWG (Joint Boundary Working Group).

→ ভারতের সাথে বাংলাদেশের অচিহ্নিত সীমান্ত দৈর্ঘ্য- ২ কিলোমিটার। (এ অচিহ্নিত ২ কিলোমিটার ফেনীর মুহুরীর চরে অবস্থিত)।

♦ ছিটমহল:

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভূ-খন্ডের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত অন্যকোন স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে ছিটমহল বলা হয়। ২০১৫ সালের ১ আগস্টের পূর্বে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৬২টি ছিটমহল বিদ্যমান ছিল। দীর্ঘ ৪১ বছর পর ২০১৫ সালের ৬ মে (রাজ্যসভা) ও ৭ মে (লোকসভায়) ছিটমহল বা সীমান্ত চুক্তি পাস হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাত (১২: ০১) অর্থাৎ ১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ ভারতকে ৫১টি এবং ভারত বাংলাদেশকে ১১১টি ছিটমহল হস্তান্তর করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের সর্ববৃহৎ ছিটমহল ছিল দাশিয়ার ছড়া। এটি কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত।

♦ বেরুবাড়ি ও তিনবিঘা করিডোর:

১৯৭৪ সালের ১৬ই মে ইন্দিরা গান্ধী- শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তি অনুসারে ভারত ও বাংলাদেশ তিনবিঘা করিডোর (১৭৮ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮৫ মিটার প্রস্থ) বা (৫৮৪ ফুট × ২৭৯ ফুট) এবং দক্ষিণ বেরুবাড়ির ৭.৩৯ বর্গ কিলোমিটার বা (২.৮৫ বর্গমাইল) সার্বভৌমত্ব পরস্পরের কাছে হস্তান্তর করে। এর ফলে উভই দেশেই তাদের ছিটমহলে যথাক্রমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ও দক্ষিণ বেরুবাড়ির যাতায়াত সুবিধা তৈরি হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ চুক্তি অনুসারে সাথে সাথেই দক্ষিণ বেরুবাড়ি হস্তান্তর করলেও ভারত তিনবিঘা করিডোর করেনি। পরবর্তীতে ২৬ জুন, ১৯৯২ ভারত ইজারার মাধ্যমে তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশকে প্রদান করে এবং সর্বশেষ ৬ মে, ২০১১ তারিখে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হাসিনা-মনমোহন বৈঠকে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ভারত তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়।

ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা-উপজেলা ও স্থানসমূহ

জেলা	উপজেলা	সীমান্তবর্তী স্থান
রংপুর বিভাগ		
কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ি, রৌমারি, রাজিবপুর	কলাবাড়ি, বড়াইবাড়ি, ভন্দরচর, ইতালামারী, সোনাহাট
লালমনিরহাট	পাটগ্রাম, আদিতমারী, কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা	দহগ্রাম, বুড়িমারি, মোগলহাট
পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া, অটোয়ারী	বেরুবাড়ি, বাংলাবান্ধা, মাঝিপাড়া
নীলফামারী	ডোমার, ডিমলা	চিলাহাটি, ডালিয়া
ঠাকুরগাঁও	রানীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গি, হরিপুর, পীরগঞ্জ	ডাবরী, জগদল, মলানী
দিনাজপুর	বিরল, হাকিমপুর, বিরামপুর, ফুলবাড়ী	হিলি, বাসুদেবপুর
রাজশাহী বিভাগ		
জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি	চেঁচড়া, আটপাড়া
নওগাঁ	পোরশা, ধামইরহাট, সাপাহার, পত্নীতলা	নীতপুর, পাতাড়ী
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট	সোনা মসজিদ, জামিনপুর, কুপিতলা, মনাকষা, কিরনগঞ্জ
রাজশাহী	বাঘা, মোহনপুর, চারঘাট, গোদাগাড়ী, পবা	চর খানপুর, চর মাজারদিয়ার
খুলনা বিভাগ		
মেহেরপুর	মুজিবনগর, গাংনী	দরিয়াপুর, মাছপাড়া
কুষ্টিয়া	দৌলতপুর, ভেড়ামারা	প্রাগপুর, চল্লিশপাড়া, ছলিমের চর
চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা, জীবননগর	দর্শনা, দৌলতগঞ্জ, আটকবর, মাজদিয়া
ঝিনাইদহ	মহেশপুর	শ্রীনাথপুর, শ্যামকুড়, বাঘাডাঙ্গা
যশোর	শর্শা, চৌগাছা	বেনাপোল, ঝিকরগাছা, দৌলতপুর
সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ, দেবহাটা, শ্যামনগর, কলারোয়া	কুশাখালী, বৈকারী, কৈখালী, পদ্মশাখরা, তলুইগাছা, ভোমরা
ময়মনসিংহ বিভাগ		
জামালপুর	বকশীগঞ্জ	ডাংধরা, আমখাওয়া, ধানুয়া

শেরপুর	শ্রীবর্দি, নালিতাবাড়ি	নাকুগাঁও, হলদীগ্রাম
ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া	কড়ইতলী, গোবরা কুড়া
নেত্রকোনা	কলমাকান্দা, দুর্গাপুর	বাদামবাড়ি
সিলেট বিভাগ		
সিলেট	গোয়াইনঘাট, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট	তামাবিল, পাদুয়া, সোনারহাট, প্রতাপপুর, গোয়াইনঘাট, মীনাটুলা, আংকি, শেওলা, ভোলাগঞ্জ
সুনামগঞ্জ	ছাতক, তাহিরপুর, দোয়ারাবাজার	চেলা, ইছামতি, বড়ছড়া, বগলী, ও চারাগাঁও
মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, বড়লেখা, কমলগঞ্জ	ডোমাবাড়ি, মুড়ি ও চাতলাপুর
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট, মাধবপুর	শাল্লা
চট্টগ্রাম বিভাগ		
চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি, মিরসরাই	
রাঙ্গামাটি	বরকল, বাঘাইছড়ি, জুড়াইছড়ি	থেগামুখ
খাগড়াছড়ি	পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়	সাব্রুম, মহামুনি
ফেনী	ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, ফুলগাজী	মহুরীগঞ্জ, বিলোনিয়া, মির্জানগর, পাঠাননগর
কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, ব্রাহ্মণপাড়া	বিবির বাজার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আখাউড়া, কসবা, আজমপুর	

মিয়ানমারের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা-উপজেলা-স্থান

জেলা	উপজেলা	সীমান্তবর্তী স্থান
চট্টগ্রাম বিভাগ		
রাঙ্গামাটি	বিলাইছড়ি	
বান্দরবান	নাইখ্যংছড়ি, আলীকদম, থানচি	ঘুমঘুম, তুমব্রু, আশারতলী
কক্সবাজার	উখিয়া, টেকনাফ	হ্নীলা, ঝিমংখালী, নাইট্যংপাড়া

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান

জেলা	সীমান্তবর্তী স্থান	জেলা	সীমান্তবর্তী স্থান
কুড়িগ্রাম	কলাবাড়ি, রৌমারী, বড়াইবাড়ি, ভন্দরচর, ইতলামারী, ভুরুঙ্গামারী, রাজিবপুর, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সোনামসজিদ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট, জামিনপুর, কুপিতলা, মনাকশা, কিরনগঞ্জ
দিনাজপুর	বিরল, হিলি, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর, বাসুদেবপুর	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম, দহগ্রাম, বুড়িমারী, আদিতমারী, মোগলহাট
পঞ্চগড়	বেরুবাড়ী, তেঁতুলিয়া, বাংলাবান্ধা, মাঝিপাড়া	নীলফামারী	চিলাহাটি, ডোমার, ডালিয়া
জয়পুরহাট	চেঁচড়া, পাঁচবিবি, আটপাড়া	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গি, হরিপুর
রাজশাহী	পবা, গোদাগাড়ি, চারঘাম	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
নওগাঁ	সাপাহার, পোরশা, পত্নীতলা	মেহেরপুর	গাংনী, মুজিবনগর
যশোর	বেনাপোল, শার্শা, ঝিকরগাছা	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা, জীবননগর, দর্শনা
কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম, বিবির বাজার, বুড়িচং	শেরপুর	নালিতাবাড়ি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আজমপুর, কসবা, আখাউড়া	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি
ফেনী	মুহুরীগঞ্জ, বিলোনিয়া, ফুলগাজী	নেত্রকোনা	দুর্গাপুর, বাদামবাড়ি
হবিগঞ্জ	বাল্লা, চুনারুঘাট, মাধবপুর	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট, কড়ইতলী
মৌলভীবাজার	বড়লেখা, ডোমাবাড়ি	সুনামগঞ্জ	দুয়ারবাজার
সিলেট	তামাবিল, জৈন্তাপুর, পাদুয়া, সোনারহাট, প্রতাপপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, মীনাটুলা, আংকি	সাতক্ষীরা	কুশখালী, বৈকারী, কলারোয়া, কৈখালী, পদ্মশাখরা, দেবহাটা, কালীগঞ্জ, তলুইগাছা, ভোমরা
		কক্সবাজার	হ্নীলা, উখিয়া, ঝিমংখালী, নাইটংপাড়া

◆ সীমান্তবর্তী জেলা:

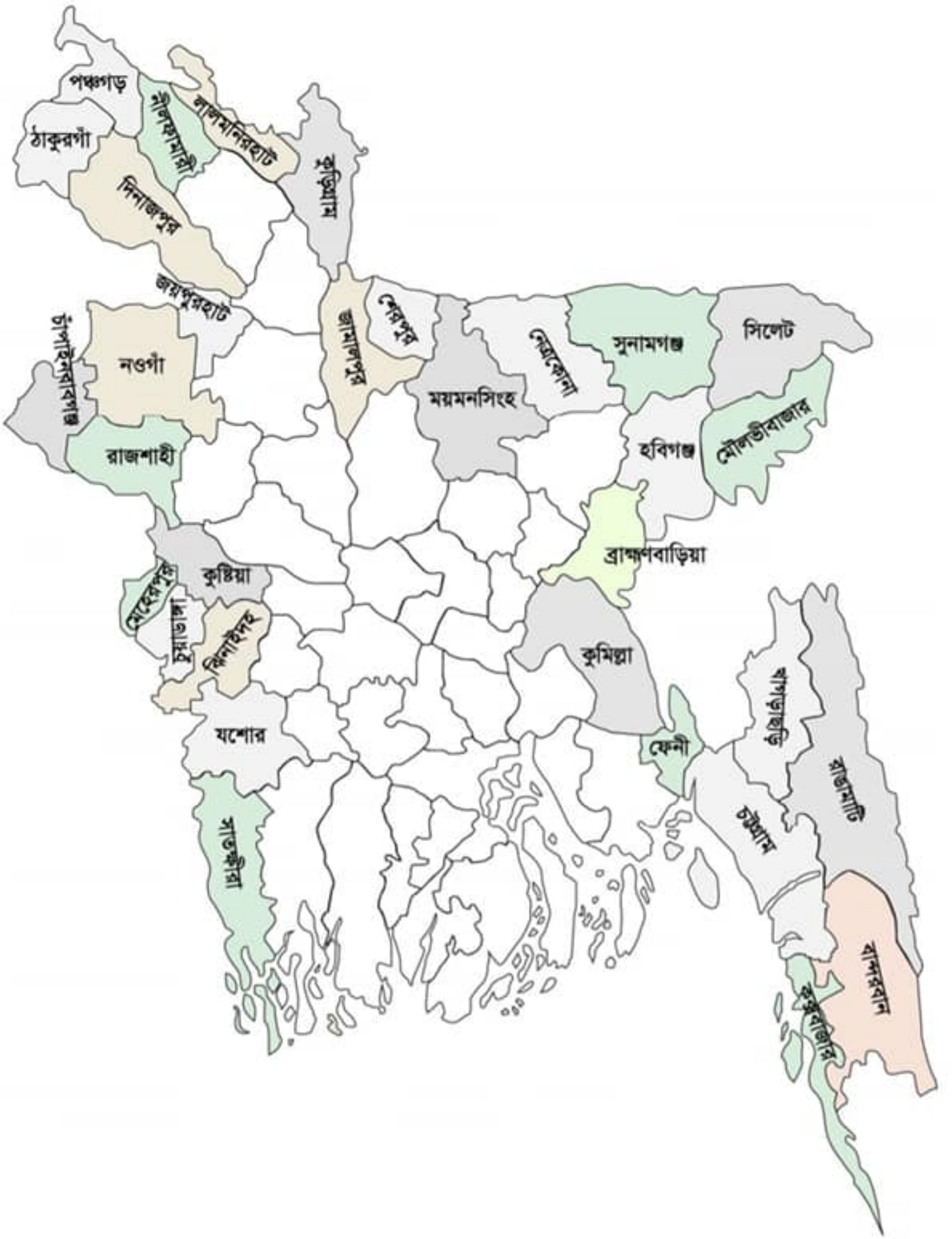
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁ
নীলফামারী
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
জয়পুরহাট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
নওগাঁ
জামালপুর
শেরপুর
ময়মনসিংহ
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
রাজশাহী
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
কুমিল্লা
যশোর
ফেনী
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
চট্টগ্রাম
সাতক্ষীরা
বান্দরবান
কক্সবাজার

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. ২০°৩০ থেকে ২০°৩৪ দক্ষিণ অক্ষাংশে
খ. ৮০°৩১ থেকে ৪০°৯০ দ্রাঘিমাংশে
গ. ৩৪°২৫ থেকে ৩৮° উত্তর অক্ষাংশে
ঘ. ৮০°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে উ. ঘ

২. বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের- *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক: ০৩]*
ক. ২০°৩৪ - ২৬°৩৮' খ. ২১°৩১ - ২৬°৩৩
গ. ২২°৩৪ - ২৬°৩৮' ঘ. ২০°২০ - ২৫°২৬ উ. ক

৩. বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত? *[এনএসআই এর সহকারী পরিচালক: ১৭]*
ক. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খ. দক্ষিণ এশিয়া
গ. মধ্য এশিয়া ঘ. দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া উ. খ

৪. বাংলাদেশের মোট আয়তন- *[উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা: ১০/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ০৩-০৪]*
ক. ১,৪৭,৭৭০ বর্গ কি.মি.
খ. ১,৪৬,৭৮০ বর্গ কি.মি.
গ. ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.
ঘ. ১,৪৬,৮৫০ বর্গ কি.মি. উ. গ

৫. আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? *[আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অফিসার: ০৭]*
ক. ৯০তম খ. ৯৫তম
গ. ১০০তম ঘ. ১০৫তম উ. ক

৬. ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাল্পনিক রেখা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গিয়েছে, সেটি হচ্ছে- *[১২তম বিসিএস/ ১০ম বিসিএস]*
ক. মূল মধ্যরেখা খ. কর্কট ক্রান্তি রেখা
গ. মকর ক্রান্তি রেখা ঘ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা উ. খ

৭. নিম্নলিখিত কোনটির ওপর বাংলাদেশ অবস্থিত? *[২০তম বিসিএস/ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: ০৫-০৬]*
ক. ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকন খ. ট্রপিক অব ক্যানসার
গ. ইকুয়েটর ঘ. আর্কটিক সার্কেল উ. খ

৮. কর্কটক্রান্তি রেখা- *[১৬তম বিসিএস/ উপজেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার: ০৫]*
ক. বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত দিয়ে গিয়েছে
খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে গিয়েছে
গ. বাংলাদেশের মধ্যখান দিয়ে গিয়েছে
ঘ. বাংলাদেশ হতে অনেক দূরে অবস্থিত উ. গ

৯. ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের কোন জেলার ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর: ১৯]*
ক. শেরপুর খ. টাঙ্গাইল
গ. গোপালগঞ্জ ঘ. মুন্সিগঞ্জ উ. ঘ

১০. বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত? *[চতুর্দশ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন: ১৭/ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ০৮]*
ক. ৫১৩৮ কিলোমিটার খ. ৫১৪০ কিলোমিটার
গ. ৫১৪৪ কিলোমিটার ঘ. ৫১৫০ কিলোমিটার উ. ক

১১. বাংলাদেশের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য (জল ও স্থলসহ) কত? *[থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার: ৯৯]*
ক. ৫৫০০ মাইল খ. ৪৪২৪ মাইল
গ. ৩২২০ মাইল ঘ. ২৯২৮ মাইল উ. ঘ

১২. বাংলাদেশের স্থল সীমার দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ৯৭-৯৮]*
ক. ৫১১১ খ. ৪৪২৭
গ. ২৯৮০ ঘ. ৮২৫০ উ. খ

১৩. বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য কত? *[প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক: ০৫]*
ক. ৬০০ কিলোমিটার খ. ৬৫০ কিলোমিটার
গ. ৭১১ কিলোমিটার ঘ. ৮০০ কিলোমিটার উ. গ

১৪. বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য কত? *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ০৭-০৮]*
ক. ৭১৫ কি.মি. খ. ৭২৪ কি.মি.
গ. ৭৮০ কি.মি. ঘ. ৮৬৫ কি.মি. উ. ক

১৫. বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য কত? *[শ্রম অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার: ০০/ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ৯৯]*
ক. ৪৫০ মাইল খ. ৪৬০ মাইল
গ. ৪৪৫ মাইল ঘ. ৪৩৫ মাইল উ. গ

১৬. বাংলাদেশের সাথে কয়টি দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে? *[পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী: ১৬/ ত্রয়োদশ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন: ১৬]*
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি উ. খ

১৭. যে দুটি দেশে সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে সে দুটির নাম কী? *[স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর: ১৯/ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৬]*
ক. ভারত ও ভুটান খ. ভারত ও মালদ্বীপ
গ. ভারত ও নেপাল ঘ. ভারত ও মিয়ানমার উ. ঘ

১৮. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত? *[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: ১৪-১৫/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ০৫-০৬]*
ক. ৩৩০০ কিলোমিটার খ. ৩৫৩৭ কিলোমিটার
গ. ৩৭১৫ কিলোমিটার ঘ. ৩৯৩৫ কিলোমিটার উ. গ

১৯. বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমানা কত? *[৩৬তম বিসিএস/ শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক: ০৬]*
ক. ৫১৩৮ কি.মি. খ. ৪৩৭১ কি.মি.
গ. ৪১৫৬ কি.মি. ঘ. ৩৯৭৮ কি.মি. উ. গ

২০. মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত কত কি.মি.? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯-২০]*
ক. ২৫০ কি.মি. খ. ২৫১ কি.মি.
গ. ২৬১ কি.মি. ঘ. ২৭১ কি.মি. উ. ঘ

২১. বর্তমানে বাংলাদেশের মোট সমুদ্র অঞ্চল কত বর্গ কিলোমিটার? *[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: ১৪-১৫]*

গ. রাঙ্গামাটি ঘ. বান্দরবান উ. খ

৩২.'আলুটিলা' পাহাড় কোথায় অবস্থিত? *[রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়:১১-১২]*

ক. বান্দরবান খ. রাঙ্গামাটি

গ. চট্টগ্রাম ঘ. খাগড়াছড়ি উ. ঘ

৩৩.বাংলাদেশের কোন পাহাড়কে পাহাড়ের রানি বলা হয়? *[কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী অ্যাকাউন্টস অফিসার: ১৯]*

ক. তাজিংডং খ. হিমছড়ি

গ. গারো পাহাড় ঘ. চিম্বুক পাহাড় উ. ঘ

৩৪.বাংলাদেশের কোন জেলা সমুদ্র সমতল থেকে সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত? *[কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*

ক. দিনাজপুর খ. রংপুর

গ. পঞ্চগড় ঘ. ঠাকুরগাঁও উ. ক

৩৫.সমুদ্র সমতল থেকে দিনাজপুর জেলার গড় উচ্চতা কত মিটার? *[খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক: ১১]*

ক. ৩৭.৫০ মিটার খ. ৩৫ মিটার

গ. ৩০ মিটার ঘ. ২১.৫০ মিটার উ. ক

৩৬.নিচের কোন ভূমিরূপটি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ০৬]*

ক. মালভূমি খ. প্লাবন সমভূমি

গ. পাহাড় ঘ. দ্বীপ উ. ক

৩৭.'Halda Valley' is located in- *[জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট): ২০]*

ক. Khagrachari খ. Rangamati

গ. Bandorban ঘ. Cox's Bazar উ. ক

বাংলাদেশের নদ-নদী

নদীমাতৃক দেশ ও পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। মানুষের জীবনযাত্রা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতির উপর নদীর প্রভাব অপরিসীম।

→ বাংলাদেশে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৮ সালে (হারুকান্দি, ফরিদপুর)।

→ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।

→ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়- ২৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে। এ কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো: পানিসম্পদ, সেচ, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ আগ্রহ ও যৌথ ব্যাবহারের উদ্দেশ্যে দুইটি দেশ (বাংলাদেশ-ভারত) একত্রে কাজ করার অঙ্গীকার।

→ পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত- মিনরোড, ঢাকায়।

বাংলাদেশের মোট নদী	৭০০টি *(ভূগোল, ৯-১০ শ্রেণি)*
বাংলাদেশের মোট নদ	৪টি (ব্রহ্মপুত্র, কপোতাক্ষ, আড়িয়াল খাঁ ও কুমার)
উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশের মোট নদীর দৈর্ঘ্য	২২১৫৫ কি.মি *(ভূগোল, ৯ম-১০ম শ্রেণি)* ২৪১৪০ *কি.মি (বাংলাপিডিয়া)*
মোট আন্তঃসীমান্ত (অভিন্ন) নদী	৫৭টি
ভারত থেকে আসা বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী	৫৪টি
মিয়ানমার থেকে আসা বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী	৩টি (সাঙ্গু, মাতামুহুরি ও নাফ)
অভিন্ন ৫৪টি নদীর উৎপত্তিস্থল	ভারত
অভিন্ন ৩টি নদীর উৎপত্তিস্থল	মিয়ানমার
দেশে নদীপথের দৈর্ঘ্য	৯৮৩০ কি.মি.
সারাবছর নাব্য নদীপথের দৈর্ঘ্য	৩৮৬৫ কি.মি.
বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী	১টি (কুলিখ)
বাংলাদেশে উৎপত্তি ও সমাপ্ত নদী	হালদা
বাংলাদেশে থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে	আত্রাই
বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী	হাড়িয়াভাঙ্গা
বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী	নাফ

→ বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী প্রণালি হলো- মেঘনা-সুরমা নদী প্রণালি (দৈর্ঘ্য ৬৭০ কি.মি.)।

→ যেসকল নদীর নাম স্ত্রীবাচক তাদেরকে বলে- নদী।

→ যেসকল নদীর নাম পুরুষবাচক তাদেরকে বলে- নদ। যেমন: ব্রহ্মপুত্র, কপোতাক্ষ, কুমার, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।

→ বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী- মেঘনা।

→ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী- নীলনদ।

বিভিন্ন নদ-নদীর বর্তমান ও পুরাতন নাম

পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম
জোনাই	যমুনা	লৌহিত্য	ব্রহ্মপুত্র
দোলাই	বুড়িগঙ্গা	কীর্তিনাশা	পদ্মা

নদ-নদীর দৈর্ঘ্য

নদী	দৈর্ঘ্য	নদী	দৈর্ঘ্য
কর্ণফুলী	৩২০ কি.মি	সাঙ্গু	২৯৪ কি.মি
তিস্তা	১৭৭ কি.মি	পশুর	১৪২ কি.মি.
মাতামুহুরী	১২০ কি.মি.	নাফ	৫৬ কি.মি.
ব্রহ্মপুত্র	২৮৯৭ কি.মি.		

◆ মেঘনা:

আসামের বরাক নদী নাগাল্যান্ড-মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয়ে সিলেট জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জের নিকট উত্তর সিলেটের সুরমা এবং দক্ষিণ সিলেটের কুশিয়ারা ও কালনী নদী একত্রে মিলিত হয়ে কালনী নাম ধারণ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে 'মেঘনা' নাম ধারণ করেছে। মেঘনা কিশোরগঞ্জের ভৈরববাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে। পরবর্তীতে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

→ বাংলাদেশের বৃহত্তম, দীর্ঘতম, প্রশস্ততম ও গভীরতম নদী- মেঘনা।

→ চাঁদপুরের পর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পদ্মা ও মেঘনার মিলিত ধারার নাম- মেঘনা।

→ উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম- বরাক নদী।

→ বাংলাদেশে মেঘনা বিধৌত অঞ্চল- ২৯,৭৮৫ বর্গকি.মি।

বৈশিষ্ট্য	নদ/নদী	বৈশিষ্ট্য	নদ/নদী
বৃহত্তম নদী	মেঘনা	দীর্ঘতম নদ	ব্রহ্মপুত্র
দীর্ঘতম নদী		ক্ষুদ্রতম নদী	গোবরা
প্রশস্ততম নদী		নাব্য নদী	মেঘনা
গভীরতম নদী		খরস্রোতা নদী	কর্ণফুলী

◆ পদ্মা:

হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৪৫ কি.মি. পর্যন্ত অতিক্রম করে রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কুষ্টিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে দৌলতদিয়ার নিকট যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা ও যমুনার মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এই তিন নদীর মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

→ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য- ২৪০ কি.মি.।

→ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর একমাত্র উপনদীর নাম- মহানন্দা।

→ বাংলাদেশের গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন- ৩৪,১৮৮ বর্গ কি.মি.।

◆ ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা:

আন্তর্জাতিক নদী ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা অঞ্চল চীন (তিব্বত), ভারত ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। আসামে এটি দিহাঙ নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকট মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জের নিকট দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কিশোরগঞ্জের ভৈরববাজারের নিকট মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। ১৭৮৭ সালে ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী সৃষ্টি হয়। এ শাখাটি দক্ষিণ দিকে যমুনা নামে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দে (দৌলতদিয়া) গঙ্গা/পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে।

নদ-নদীর মিলনস্থল	
নদ-নদী	মিলিত স্থান
পদ্মা+যমুনা	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র+মেঘনা	ভৈরব বাজার
হালদা+কর্ণফুলি	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
পদ্মা+মেঘনা	চাঁদপুর
বাঙ্গালি+যমুনা	বগুড়া
কুশিয়ারা+সুরমা	আজমিরিগঞ্জ
তিস্তা+ব্রহ্মপুত্র	চিলমারি, কুড়িগ্রাম

নদ/নদী	উৎপত্তিস্থল	প্রবেশপথ
পদ্মা	হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
সুরমা	আসামের লুসাই পাহাড়	সিলেট
মেঘনা	আসামের নাগা-মণিপুর অঞ্চলের দক্ষিণ লুসাই পাহাড়	সিলেট
যমুনা	তিব্বতের মানস সরোবর	কুড়িগ্রাম
ব্রহ্মপুত্র	তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর	কুড়িগ্রাম
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল	পঞ্চগড় ও দিনাজপুর
তিস্তা	সিকিমের পাবর্ত্য অঞ্চল	নীলফামারী
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড়	রাঙ্গামাটি
সাঙ্গু	আরাকান পাহাড়	বান্দরবান
ফেনী	খাগড়াছড়ির পার্বত্য মাটিরাঙা ও পানছড়ির মধ্যবর্তী ভগবান টিলা	-
গোমতি	ত্রিপুরা পাহাড়	কুমিল্লা
নাফ	আরাকান পাহাড়	কক্সবাজার
মাতামুহুরী	লামার মইভার পর্বত	পার্বত্য চট্টগ্রাম
হালদা	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বত	

নদী তীরবর্তী স্থান ও শহর

নদী	স্থান	নদী	স্থান
বুড়িগঙ্গা	ঢাকা	সুরমা	সিলেট
কর্ণফুলী	চট্টগ্রাম	পদ্মা	মাদারীপুর
	চন্দ্রঘোনা		রাজশাহী
গোমতী	কুমিল্লা		শরীয়তপুর
রূপসা	খুলনা		রাজবাড়ী
মেঘনা	ভৈরব	করতোয়া	মহাস্থানগড়
	নরসিংদী		বগুড়া
	চাঁদপুর		পঞ্চগড়
কীর্তনখোলা	বরিশাল	আত্রাই	নাটোর
মহানন্দা	বাংলাবান্ধা	নাফ	টেকনাফ
সুরমা	সুনামগঞ্জ	পত্তর	মংলা
তিস্তা	রংপুর	যমুনা	টাঙ্গাইল
তুরাগ	টংগী		মানিকগঞ্জ
	গাজীপুর	গড়াই	কুষ্টিয়া
মধুমতি	গোপালগঞ্জ	তিতাস	বি-বাড়িয়া
চিত্রা	নড়াইল	চেঙ্গী	খাগড়াছড়ি
সাঙ্গু	বান্দরবান	মনু	মৌলভীবাজার
ধরলা	কুড়িগ্রাম		

নদ-নদীর বিচিত্রতা

কুমিল্লার দুঃখ	গোমতী নদী
চট্টগ্রামের দুঃখ	চাকতাই খাল
পশ্চিমা বাহিনীর নদী	বিল ডাকাতিয়া
উত্তরাঞ্চলের লাইফ লাইন	তিস্তা নদী
পশ্চিমবঙ্গের লাইফ লাইন	গড়াই নদী
মহিলা নদী	দিনাজপুরে
কারখানা নদী	পটুয়াখালীতে
সবচেয়ে বেশি চরবিশিষ্ট নদী	যমুনা
দীর্ঘতম পথ অতিক্রমকারী নদী	ব্রহ্মপুত্র (২৮৯৭ কি.মি)
দীর্ঘতম নদ	ব্রহ্মপুত্র (বিশ্বে ২২তম)
ভূমিকম্পের (১৭৮৭) কারণে গতিপথ পরিবর্তনকারী নদী	ব্রহ্মপুত্র
বন্যার কারণে গতিপথ পরিবর্তনকারী নদী	তিস্তা
মানুষের নামে নামকরণ নদী	রূপসা (রূপলাল সাহা)
আন্তর্জাতিক নদী	পদ্মা (ভারতে নাম- গঙ্গা)

নদীতে নির্মিত বাঁধ

ফারাক্কা বাঁধ	গঙ্গা/পদ্মা নদীতে
বাকল্যান্ড বাঁধ	বুড়িগঙ্গা নদীতে
টিপাইমুখ বাঁধ	বরাক নদীতে

→ বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র- হালদা নদী (চট্টগ্রাম)। এ নদী থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রেণু পোনা সংগ্রহ করা হয়।

→ গোবরা নদীর অবস্থান- তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

→ এগারসিন্ধুর গ্রাম নামকরণের কারণ– পূর্বে সেখানে এগার নদীর সংযোগস্থল ছিল।

→ নদী সিকস্তি হলো- নদীর ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণ।

→ নদী পয়স্তি হলো- নদীতে চর জাগার পর যারা চাষাবাদ করে বা বসবাস করে।

♦ নদীর উপনদী ও শাখা নদী:

→ বিভিন্ন স্থানে উৎপত্তি হয়ে কোনো বড় নদীতে এসে পতিত হলে সেসব নদীকে বলে- উপনদী।

→ মূল নদীর প্রবাহ নিষ্কাশনে সহায়তা করে অর্থাৎ বড় কোনো নদী থেকে উৎপত্তি হয় যেসব নদী- শাখা নদী।

→ যেসব নদীর নিজস্ব অববাহিকা আছে, অন্যকোনো বড় নদীতে না পড়ে সরাসরি সমুদ্রে পতিত হয়– স্বাধীন নদী।

নদীর নাম	উপনদী	শাখা নদী
পদ্মা	মহানন্দা, কপোতাক্ষ, পুনর্ভবা	মাথাভাঙ্গা, গড়াই, দুধকুমার, মধুমতী, ভৈরব, আড়িয়াল খাঁ
মেঘনা	গোমতী, তিতাস, মনু, বাউলাই	-
যমুনা	করতোয়া, আত্রাই, তিস্তা, ধরলা	ধলেশ্বরী
ব্রহ্মপুত্র	তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, করতোয়া, আত্রাই	বংশী, শীতলক্ষ্যা, বানার, শ্রীকালী, সাতিয়া
মাথাভাঙ্গা	-	চিত্রা, নবগঙ্গা
ধলেশ্বরী	ধরলা, তিস্তা, করতোয়া।	বুড়িগঙ্গা
কর্ণফুলী	হালদা, বোয়ালখালী, কাসালং, মাইনি, কাপ্তাই	-
মহানন্দা	পুনর্ভবা, নাগর, টাঙ্গন, কুলিখ, পাগলা	-
ভৈরব	-	কপোতাক্ষ, শিবসা, পত্তর

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের উচ্চমান সহকারী: ১৮]*

ক. ১৯৫৯ সালে খ. ১৯৬৭ সালে
M ১৯৭৪ সালে ঘ. কোনোটিই নয় উ. ক

২. বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? *[৩০তম বিসিএস]*

ক. ফরিদপুর খ. চাঁদপুর
গ. চট্টগ্রাম ঘ. নারায়ণগঞ্জ উ. ক

৩. বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী গবেষণা কমিশন (JRC) গঠিত হয় কবে? *[তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী প্রোগ্রামার: ১৭/ শ্রম অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক: ০১]*

ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৮৫ সালে ঘ. ১৯৯১ সালে উ. ক

৪. ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য- *[১২তম বিসিএস]*

ক. দু'দেশের নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি
খ. দু'দেশের নদীগুলোর পলিমাটি অপসারণ
গ. বন্যা নিয়ন্ত্রণে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা
ঘ. দু'দেশের নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন উ. গ

৫. গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সম্মিলিত নদী অববাহিকার কত শতাংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত? *[১৫তম বিসিএস]*

ক. ৪ খ. ১৪
গ. ৭ ঘ. ৩৩ উ. ঘ

৬. ভূমিকম্পের জন্য বাংলাদেশের কোন নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে? *[কুবি: ১৩-১৪]*

ক. যমুনা খ. ব্রহ্মপুত্র
গ. সুরমা ঘ. তিস্তা উ. খ

৭. বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদীর সংখ্যা কয়টি? *[রাবি: ১২-১৩]*

ক. ৫৪টি খ. ৫৫টি
গ. ৫৬টি ঘ. ৫৭টি উ. ঘ

৮. ভারত-বাংলাদেশ অভিন্ন নদী কয়টি?? *[প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পিটিআই ইন্সট্রাক্টর: ১৯/ চাবি: ১৮-১৯]*

ক. ৩৪টি খ. ৪০টি
গ. ৫০টি ঘ. ৫৪টি উ. ঘ

৯. উপনদী ও শাখা নদীসহ বাংলাদেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায়- *[জাবি: ১২-১৩]*

ক. ৩০২৫ কি.মি. খ. ২০১৫ কি.মি.
গ. ২২,১৫৫ কি.মি. ঘ. ২৭৩২ কি.মি. উ. গ

১০. ভারত থেকে কতগুলি আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে? *[চতুর্দশ কোস্টগার্ড শিক্ষক নিবন্ধন: ১৭]*

ক. ৫৪টি খ. ১টি
গ. ৩টি ঘ. ২৮টি উ. ক

১১. মিয়ানমার হতে কটি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে? *[কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৮-১৯/ দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক: ১০]*

ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি উ. গ

১২. কোন নদী বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশ করেছে? *[পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত ১২টি পদ: ০১]*

ক. যমুনা খ. তিস্তা
গ. আত্রাই ঘ. মহানন্দা উ. গ

১৩. কোন নদীটি বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে? *[রাবি: ১২-১৩/ চাবি: ১০-১১]*

ক. হাড়িয়াভাঙ্গা খ. কুলিখ
গ. আত্রাই ঘ. তিস্তা উ. গ

১৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী কোনটি? *[১১তম বিসিএস]*

ক. পদ্মা খ. মেঘনা
গ. যমুনা ঘ. গোমতী উ. খ

১৫. বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী- *[৩৭তম বিসিএস]*

ক. মেঘনা খ. যমুনা
গ. কর্ণফুলী ঘ. পদ্মা উ. ক

১৬. বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ১২/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ০৬]*

ক. যমুনা খ. মেঘনা

জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

◆ জনসংখ্যা ও আয়তনে ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তমঃ

প্রশাসনিক স্তর	জনসংখ্যা অনুসারে		আয়তন অনুসারে	
	বৃহত্তম	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম	ক্ষুদ্রতম
বিভাগ	ঢাকা	বরিশাল	চট্টগ্রাম	ময়মনসিংহ
জেলা	ঢাকা	বান্দরবান	রাঙ্গামাটি	নারায়ণগঞ্জ
উপজেলা	গাজীপুর সদর	থানচি (বান্দরবান)	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)	বন্দর (নারায়ণগঞ্জ)
থানা	গাজীপুর সদর	বিমানবন্দর (ঢাকা)	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)	ওয়ারী (ঢাকা)
পৌরসভা	বগুড়া সদর (বগুড়া)	কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ)	বগুড়া সদর (বগুড়া)	ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর)
ইউনিয়ন	ধামসানী (সাভার, ঢাকা)	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)	সাজেক (বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি)	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)

→ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (NIPORT) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।

→ জনসংখ্যার আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা নীতি' প্রণীত হয়- ১৯৭৬ সালে।

→ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে- ১৯৭৬ সালে।

→ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা যে ১ নম্বর সমস্যা তা বাংলাদেশের প্রথম প্রণীত জনসংখ্যা নীতিতে চিহ্নিত করা হয়।

→ একটি দেশের জনসংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা করাকে বলে- আদমশুমারি।

→ উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়- ১৮৭২ সালে (লর্ড মেয়োর সময়)।

→ অবিভক্ত বাংলায় প্রথম আদমশুমারি শুরু হয় -১৮৭২ সালে।

→ স্বাধীনতার পর প্রথম আদমশুমারি হয়- ১৯৭৪ সালে।

→ বাংলাদেশে প্রথম দশ বছর ভিত্তিক আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১৮৭২ সালে।

→ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত মোট আদমশুমারি- ৫টি (১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং সর্বশেষ ১৫-১৯ মার্চ, ২০১১)।

→ পরবর্তী ৬ষ্ঠ আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হবে- ২০২১ সালে (এটি জনশুমারি নামে পরিচিত হবে)।

→ আদমশুমারি পরিচালনা করে- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS).

→ বাংলাদেশে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১০ বছর পর পর।

◆ স্বাধীন বাংলাদেশের আদমশুমারিঃ

তম	সাল	জনসংখ্যা (জন)	বৃদ্ধির হার
১ম	১৯৭৪	৭,৬৩,৯৮,০০০	২.৪৮%
২য়	১৯৮১	৮,৯৯,১২,০০০	২.৩১%
৩য়	১৯৯১	১১,১৪,৫৫,১৮৫	২.১৭%
৪র্থ	২০০১	১৩,০৫,২২,৫৯৮	১.৪৮%
৫ম	২০১১	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪*	১.৩৭%

* অনুমিত

◆ আদমশুমারি রিপোর্ট- ২০১১

সময়কাল	১৫-১৯ মার্চ, ২০১১
চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ	১৬ জুলাই, ২০১২
জনসংখ্যা	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন
বৃদ্ধির হার	১.৩৭%
ঘনত্ব [বর্গ কি.মি]	১০১৫ জন
ঘনত্ব [বর্গমাইল]	২,৫২৮ জন
পুরুষ ও নারীর ঘনত্ব	১০০.৩ ঃ ১০০
বৃদ্ধির হার বেশি (বিভাগ)	সিলেট- ২.২১%
বৃদ্ধির হার কম (বিভাগ)	বরিশাল- .০০%
জেলা হিসেবে ঘনত্ব বেশি	ঢাকা- ৮,২২৯ জন
জেলা হিসেবে ঘনত্ব কম	বান্দরবান- ৮৭ জন
বৃদ্ধির হার বেশি (জেলা)	গাজীপুর- (৫.২১%)
বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম (জেলা)	বাগেরহাট- (০.৪৭%)
খানা প্রতি পরিবারের গড় সদস্য	৪.৪ জন

◆ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২০

জনসংখ্যা	১৬.৬৫ কোটি
বৃদ্ধির হার	১.৩৭%
ঘনত্ব	১১২৫ জন
গড় আয়ু	৭২.৬ বছর
পুরুষের গড় আয়ু	৭১.১ বছর

নারীদের গড় আয়ু	৭৪.২ বছর
দারিদ্র্যের হার	২০.৫%
চরম দারিদ্র্যের হার	১০.৫%
পুরুষ ও মহিলার অনুপাত	১০০.২ ঃ ১০০
স্থূল জন্মহার (১০০০ জনে)	১৮.১ জন
স্থূল মৃত্যুহার (১০০০ জনে)	৪.৯ জন
শিশু মৃত্যুহার (১০০০ জনে)	২১ জন
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা	১৭২৪ জন
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৯৮.১%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী	৮১.৫%
সাক্ষরতার হার	৭৪.৪%
মোট শ্রম শক্তি	৬.৩৫ কোটি
কৃষিখাতে নিয়োজিত	৪০.৬%
শিল্পখাতে নিয়োজিত	২০.৪%
সেবাখাতে নিয়োজিত	৩৯%
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৫.২৪%
মাথাপিছু জাতীয় আয়	২০৬৪ ডলার
মাথাপিছু জিডিপি	১৯৭০ ডলার

◆ বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট- ২০১৯-এ বাংলাদেশ:

মোট জনসংখ্যা	১৬.৮১ কোটি
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.১%
প্রত্যাশিত গড় আয়ষ্কাল	৭৩ বছর
দেশে মোট প্রজননের হার	২%
জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান	৮ম
জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে	৪র্থ
জনসংখ্যায় এশিয়ায়	৫ম
সার্কভুক্ত দেশে	৩য়

◆ বাংলাদেশের জনসংখ্যা (১৯৪১-২০১১):

বছর	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার
১ মার্চ, ১৯৪১	৪,১৯,৯৭,২৯৭	১.৭০
১ মার্চ, ১৯৫১	৪,৪১,৬৫,৭৪০	০.৫০
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১	৫,৫৫,২২,৬৬৩	২.২৬
১ মার্চ, ১৯৭৪	৭,৬৩,৯৮,০০০	২.৪৮
৫ মার্চ, ১৯৮১	৮,৯৯,১২,০০০	২.৩৫
১১ মার্চ, ১৯৯১	১১,১৪,৫৫,১৮৫	২.১৭
২২ জানুয়ারি, ২০০১	১২,৯২,৪৭,২৩৩	১.৪৮
১৬ জুলাই, ২০১১	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪	১.৩৭

◆ ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হার:

ধর্ম	শতকরা
মুসলমান	৯০.৪%
হিন্দু	৮.৫%
বৌদ্ধ	০.৬%
খ্রিষ্টান	০.৩%
অন্যান্য	০.১%

→ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত 'জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ-২০১৭' অনুসারে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা- ২৭ লাখ প্রায় (৪.২ শতাংশ)।

→ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় স্লোগান- দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয়।

→ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক- ৪টি জেলায়। যথা: খুলনা (-০.২৫%), বাগেরহাট (-০.৪৭%), বরিশাল (-০.১৩%) ও ঝালকাঠী (-০.১৭%)।

◆ মেগাসিটি ও মেটাসিটি:

→ মেগাসিটি হলো- এককোটি বা ১০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।

→ বিশ্বের মেগাসিটির তালিকায় বাংলাদেশ প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯৮০ সালে।

→ জাতিসংঘের তথ্যানুসারে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্বের- নবম মেগাসিটি (বিশ্বে বর্তমানে মেগাসিটি ২৮টি)।

→ বর্তমান বিশ্বে শীর্ষ মেগাসিটি- টোকিও (জাপান)।

→ মেটাসিটি হলো- ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।

→ বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ মেগাসিটি ও মেটাসিটি- টোকিও জাপান।

→ জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে বর্তমানে বিশ্বে মেটাসিটি- ৭টি। যথা: ১. টোকিও (জাপান), ২. নয়াদিল্লি (ভারত), ৩. সাংহাই (চীন), ৪. মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো), ৫. সাওপাওলো (ব্রাজিল), ৬. মুম্বাই (ভারত) ও ৭. ওসাকা (জাপান)।

নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত, প্রয়োজনীয় ছক ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনা এবং
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ কমনের জন্য পড়ুন-
'অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি'

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সামাজিক সমস্যা কোনটি? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইন্সট্রাক্টর: ০৫]*
ক. খাদ্য সমস্যা খ. নিরক্ষরতা সমস্যা
গ. মাদকাসক্তি সমস্যা ঘ. জনসংখ্যা সমস্যা উ. ঘ

২. জনসংখ্যার আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে কবে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়? *[আইন, বিচার, ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব: ০৫]*
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে উ. ঘ

৩. আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি- *[সেবা পরিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স:১৬]*
ক. ৫ বছর পর খ. ৮ বছর পর
গ. ১০ বছর পর ঘ. ১২ বছর পর উ. গ

৪. বাংলাদেশে কয়টি আদমশুমারি হয়েছে? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ৯৯]*
ক. দুইটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি উ. ঘ

৫. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়? *[৪০তম বিসিএস]*
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৩
গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৫ উ. গ

৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক: ১১]*
ক. কুমিল্লা খ. ঢাকা
গ. ময়মনসিংহ ঘ. চট্টগ্রাম উ. খ

৭. বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে? *[ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: ০৩-০৪]*
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. কুমিল্লা ঘ. খুলনা উ. ক

৮. প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সবচেয়ে কম লোক বাস করে? *[বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ০৫]*
ক. চাঁপাইনবাবগঞ্জে খ. খাগড়াছড়িতে
গ. রাঙ্গামাটিতে ঘ. বান্দরবানে উ. ঘ

৯. সবচেয়ে কম বসতি কোন জেলায়? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ০২-০৩]*
ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. ময়মনসিংহ উ. গ

১০.জনসংখ্যার দিক থেকে ঢাকার পরেই যে বিভাগের স্থান- *[পরিবার পরিকল্পনা মেডিকেল অফিসার: ৯৪]*
ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম
গ. খুলনা ঘ. বরিশাল উ. খ

১১.পঞ্চম আদমশুমারীর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত? *[স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী: ১৬]*
ক. ১৫,৪০,৩৬,১০০ জন খ. ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন
গ. ১৬,০১,০২,১০০ জন ঘ. ১৫,৯০,১২,৩৬৪ জন উ. খ

১২.পঞ্চম আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা কত? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:১২-১৩]*
ক. ২.৪ জন খ. ৪.৪ জন
গ. ৬.৪ জন ঘ. কোনোটিই নয় উ. খ

১৩.পঞ্চম আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম কোন বিভাগে? *[৮ম শিক্ষক নিবন্ধন: ১১]*
ক. ঢাকা খ. কুমিল্লা
গ. বরিশাল ঘ. সিলেট উ. গ

১৪.বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারি কোন সালে করা হয়েছিল? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১০-১১]*
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৮
গ. ২০০১ ঘ. ২০১১ উ. ঘ

১৫.বাংলাদেশের পরবর্তী আদমশুমারি হবে কত সালে? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর: ১৯]*
ক. ২০১৯ খ. ২০২০
গ. ২০২১ ঘ. ২০২২ উ. গ

১৬.'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০' অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? *[জাবি: ১৭-১৮]*
ক. ১৫.১৭ কোটি খ. ১৬.৬৫ কোটি
গ. ১৫.৮৯ কোটি ঘ. ১৬.০৮ কোটি উ. খ

১৭.সর্বশেষ আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত জন? *[সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ০৭]*
ক. ১০৩৪ জন খ. ৯৩৪ জন
গ. ৮৩৪ জন ঘ. ১০১৫ জন উ. ঘ

১৮.বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ১৮]*
ক. ৯৯০ জন খ. ১১২৫ জন
গ. ১০৫৩ জন ঘ. ১০৯০ জন উ. খ

১৯.বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী জনগণের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল কত? *[জাবি: ১৫-১৬]*
ক. ৬০.৫ খ. ৭২.৬
গ. ৭১.৬ ঘ. ৮০ উ. খ

২০.সরকারি হিসেব মতে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু- *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. ৬৫.৪ বছর খ. ৬৭.৫ বছর
গ. ৭২.৬ বছর ঘ. ৭৩.৭ বছর উ. গ

২১.বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে- *[জাবি: ১৪-১৫]*
ক. ১.৪৭% খ. ১.৩৭%
গ. ১.৫% ঘ. ১.৩৫% উ. খ

২২.২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী-পুরুষের অনুপাত- *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. ১০০ : ১০৬ খ. ১০০ : ১০০.৬
গ. ১০০ : ১০০.৩ ঘ. ১০০ : ১০০ উ. গ

২৩.বাংলাদেশের জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের অনুপাত- *[জাবি: ০৫-০৬]*

ক. ১০০ : ১০২ খ. ১০০ : ১০০.৩
গ. ১০০ : ১০৪ ঘ. ১০০ : ১০০.২ উ. ঘ

২৪.আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিভাগ কোনটি? *[চাবি: ১২-১৩; রাবি: ০৫-০৬]*
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট উ. খ

২৫.আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট বিভাগ কোনটি? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক: ১৬]*
ক. ময়মনসিংহ খ. বরিশাল
গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট উ. ক

২৬.বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা কোনটি? *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মচারী: ১৭]*
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. দিনাজপুর উ. গ

২৭.আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা কোনটি? *[সহকারী থানা শিক্ষা কর্তকর্তা: ১৬]*
ক. রাঙ্গামাটি খ. কক্সবাজার
গ. ঢাকা ঘ. বান্দরবান উ. ক

২৮.বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি? *[সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশলী: ১৯]*
ক. মেহেরপুর খ. নারায়ণগঞ্জ
গ. নওয়াবগঞ্জ ঘ. সাতক্ষীরা উ. খ

২৯.বাংলাদেশে আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট জেলা কোনটি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মচারী: ১৫]*
ক. ঝালকাঠি খ. হবিগঞ্জ
গ. বরগুনা ঘ. নারায়ণগঞ্জ উ. ঘ

৩০.জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি? *[ডিবিএল এর অফিসার: ১০]*
ক. বান্দরবান খ. লালমনিরহাট
গ. পটুয়াখালী ঘ. ফেনী উ. ক

৩১.বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজেলা কোনটি? *[মোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন: ১৯]*
ক. শ্যামনগর খ. ঘাটাইল
গ. সাভার ঘ. বরকল উ. ক

৩২.জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশের ছোট উপজেলা কোনটি? *[রাবি: ১৭-১৮]*
ক. থানচি খ. শিবগঞ্জ
গ. শ্যামনগর ঘ. কোনোটিই নয় উ. ক

৩৩.বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন কোনটি? *[২৯তম বিসিএস]*
ক. সেন্টমার্টিন খ. লালপুর
গ. হিলি ঘ. লালমোহন উ. ক

৩৪.বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী গড় সাক্ষরতার হার- *[৩৫তম বিসিএস]*
ক. ৬১.১% খ. ৬৩.৬%
গ. ৭৪.৪% ঘ. ৭১% উ. গ

৩৫.২০১১ এর আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার- *[চাবি: ৯৫-৯৬]*
ক. ৪১% খ. ৫০.৫%
গ. ৬৫.৫% ঘ. ৫১.৮% উ. ঘ

৩৬.বাংলাদেশে শিক্ষার হার কোন বিভাগে সবচেয়ে বেশি? *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম
গ. বরিশাল ঘ. খুলনা উ. গ

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

◆ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়:

২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ১৫ জুলাই, ১৯৯৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠিত হয়।

→ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত জেলা- ৩টি (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান)।

→ পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন- ১৩,২৯৫ বর্গকি.মি।

পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'	
আত্মপ্রকাশ	১৯৭৩ সালে।
সামরিক শাখা	শান্তি বাহিনী
শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা	মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
শান্তিবাহিনীর বর্তমান চেয়ারম্যান	জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)
শান্তি চুক্তি সম্পাদিত	২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
স্বাক্ষরকারী	পাহাড়ি জনগণের পক্ষে- জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
	সরকারের পক্ষে- আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	
প্রতিষ্ঠা	১৯৯৮ সালে।
কার্যক্রম শুরু	২৭ মে, ১৯৯৯ সালে।
প্রধান	চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান	জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মোট সদস্য ২২ জন	
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা)	১ জন

উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ)	১২ জন
উপজাতীয় সদস্য (মহিলা)	২ জন
অ-উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ)	৬ জন
অ-উপজাতীয় সদস্য (মহিলা)	১ জন

◆ **পার্বত্য জেলা পরিষদঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ রয়েছে। যথা:

১. বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।
২. রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
৩. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

◆ **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডঃ** এটি ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন।

◆ আদিবাসী

→ মোট উপজাতি (আদমশুমারি- ২০১১)- ১৫,৮৬,১৪১ জন।
→ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী- ১.১০%।
→ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পুরুষ ও নারী জনসংখ্যা- পুরুষ ৭,৯৭,৪৭৭ (৫০.২৮%) ও নারী ৭,৮৮,৬৬৪ (৪৯.৭২%)।
→ উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কথা উল্লেখ আছে সংবিধানের- ২৩ (ক) অনুচ্ছেদে।

আদিবাসীর সংখ্যা	সূত্র
৫০টি	সরকারি গেজেট (২৩ মার্চ, ২০১৯)
৪৮টি	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪৫টি	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
২৭টি	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতি	
সংখ্যা	সূত্র
১১টি	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১২টি	সরকারি হিসাব
১৩টি	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা	৩২টি
বাংলাদেশে মুসলিম উপজাতি-	২টি (পাঙন, লাউয়া)
উপজাতিদের নিয়ে সর্বাধিক সাহিত্য রচনা করেছেন-	আব্দুস সাত্তার (অরণ্য জনপদে, অরণ্য সংস্কৃতি)
বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র উপজাতি	ইউ কে চিং (মারমা)

→ জুম চাষ- পাহাড়ের ঢালু জায়গায় গাছ পুড়িয়ে বা পরিষ্কার করে ছোট দা দিয়ে গর্ত করে বীজ লাগানো।
→ জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি- সল্ট।
→ ভারতে জুমচাষ- পোডু, বীরা, পোনম নামে পরিচিত।

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভক্ত ৩টি সার্কেলে	
সার্কেলের নাম	প্রধান কার্যালয়
চাকমা সার্কেল	রাঙামাটি
বোমাং সার্কেল	বান্দরবান
মং সার্কেল	খাগড়াছড়ি

উপজাতি	আবাসস্থল
চাকমা	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবান
সাঁওতাল	রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও
ত্রিপুরা/ টিপরা	খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা
গারো	ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
মারমা	বান্দরবান, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি
ওঁরাও	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মণিপুরী	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ
খাসী/খাসিয়া	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
হাজং	শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ
তঞ্চঙ্গ্যা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার
পাংখোয়া	বান্দরবান, রাঙামাটি
বম	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি
রাখাইন	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, বরগুনা, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার।
লুসাই	বান্দরবান, রাঙামাটি
পলিয়া	রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী
ভূঁইমালী	জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ
মাহাতো	জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মাহালী	জয়পুরহাট, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া
রবিদাস	সিলেট, হবিগঞ্জ, নওগাঁ
রাজবংশী	রংপুর, শেরপুর
কুর্মি	সিলেট, মৌলভীবাজার
বর্মণ	টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ
বোনাজ	সিলেট, মৌলভীবাজার।
ভূমিজ	সিলেট, মৌলভীবাজার।
পাহান	মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মধ্যবর্তী স্থানে

উপজাতি	আবাসস্থল	উপজাতি	আবাসস্থল
নুনিয়া	মৌলভীবাজার	খ্রো	বান্দরবান
পাঙন		খিয়াং	
কন্দ		খুমি	
খাড়িয়া		চাক	
পাঙন		রানা কর্মকার	জয়পুরহাট
শবর		রাঁজোয়াড়	
রাজবংশী	রংপুর	লহরা	
মুন্ডা	সিলেট	মুশহর	হবিগঞ্জ
পাত্র		হালাম	
বীন		কোচ	শেরপুর

◆ চাকমা:

→ বাংলাদেশে চাকমা উপজাতির সংখ্যা- প্রায় ৪ লাখ ৪৫ হাজার।

→ চাকমারা হলো- আর্য ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

→ জুম্মিয়া বা জুম্মা বলে আখ্যায়িত করা হয়- চাকমাদের।

→ 'মদপিলাল গছানো' হলো- চাকমাদের বিয়ের চূড়ান্ত দিন তারিখ স্থির করার অনুষ্ঠান।

→ চাকমাদের বর-কনের সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানের অনুষ্ঠান হলো- 'জদন বাদাহ' বা 'জোড়া বালা'।

→ চাকমাদের বিয়ের দেবতা হলেন- পরমেশ্বরী, কালাইয়া বা সদাগর এবং নেইনাঙ্গা।

→ চাকমাদের বর্ষবরণ উৎসবের নাম- বিজু (৩ দিনব্যাপী পালন হয়)।

→ নিজস্ব বর্ণমালা ও ভাষা আছে- চাকমাদের।

বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি	চাকমা
চাকমা সমাজের প্রধান (বংশানুক্রমিক)	চাকমা রাজা
চাকমারা গ্রামকে বলে	আদাম বা পাড়া
চাকমাদের কয়েকটি পাড়া নিয়ে গঠিত	মৌজা
চাকমা গ্রামের প্রধান হলেন	কারবারি
চাকমা মৌজার প্রধান হলেন	হেডম্যান
চাকমাদের প্রধান উৎসব	বিজু বা বিঝু
চাকমারা কন্যা পণকে বলে	দাভা
চাকমাদের শিক্ষার হার	৭২%
চাকমারা হলো	পিতৃপ্রধান
চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস	ফেবো
চাকমাদের প্রধান পেশা	কৃষি
চাকমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ	ত্রিপিটক

◆ সাঁওতাল:

→ সাঁওতাল হলো- অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

→ সাঁওতালদের- নিজস্ব ধর্ম আছে কিন্তু ধর্ম গ্রন্থ নেই।

→ বিবাহ বিচ্ছেদ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত আছে- সাঁওতালদের সমাজে।

→ সাঁওতালদের অনুষ্ঠানগুলো হলো- 'সালসেই', চৈত্রমাসে, 'বোঙ্গাবুঙ্গি' বৈশাখ মাসে, 'হোম' আষাঢ় মাসে।

→ সাঁওতালরা মূলত- ১২টি গোত্রে বিভক্ত।

→ সাঁওতালদের বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত- ল'বীর বা জঙ্গল মহাসভা।

→ পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য 'মাঝি পরাণিক' থাকে- ৫জন।

→ 'মাঝি পারাণিক' হলেন- মাঝি হারাম (গ্রাম মোড়ল), জগমাঝি, জগ পারাণিক, গোড়েত ও নায়কে।

সাঁওতালরা বাংলাদেশে বসবাস করে	উত্তর-পশ্চিমে
সাঁওতাল সমাজের মূলভিত্তি	গ্রাম-পঞ্চায়েত
সাঁওতালরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে	১৮৫৫ সালে
সাঁওতালদের আদি দেবতা	সিং বোঙ্গা
সাঁওতালদের গ্রাম প্রধানকে বলা হয়	মাঞ্জঝি (মাঝি)
সাঁওতালদের প্রধান উৎসব হলো	সোহরাই
জনপ্রিয় ঝুমুর নাচ হলো	সাঁওতালদের
সাঁওতালদের সমাজ হলো	পিতৃতান্ত্রিক
লিখিত বর্ণমালা নেই	সাঁওতালদের
সাঁওতালি ভাষায় বিধবাকে বলা হয়	রাণ্ডি
সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক	সিধু ও কানু
সাঁওতালদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আয়োজিত নাচ	দোন ও ঝিকা

◆ গারো:

→ গারোরা হলো- মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

→ গারোদের দেবতা হলেন- সালজং (সূর্য), ছোছুম (চন্দ্র), মেন (পৃথিবী), নবং (মৃতের রক্ষক)।

→ গারো জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে পরিচয় দেয়- 'আচিকমান্দি' বা পাহাড়ী মানুষ নামে।

গারোদের সমাজ হলো	মাতৃপ্রধান
গারোদের ভাষার নাম	মান্দি
বাংলাদেশি গারোদের ভাষার নাম	আচিক খুসিক
গারোদের দেবতার নাম	তাতারা রাবুকা
গারোদের আদিধর্মের নাম	সাংসারেক
গারোরা 'পুরোহিত' কে বলে	কামাল
গারোদের উৎসবের নাম হলো	ওয়ানগালা
গারো নৃ-গোষ্ঠী এসেছে	তিব্বত থেকে
একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ	গারো সমাজে
গারোদের ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতি	জুমচাষ

◆ টিপারা/ত্রিপুরা

→ ত্রিপুরা সম্প্রদায় হলো- মঙ্গোলীয় মহাজাতির অংশ।

→ 'জুম চাষ'কে ত্রিপুরাদের ভাষায় বলা হয়- 'হোজ'।

ত্রিপুরাদের ভাষার নাম	ককবরক
ত্রিপুরাদের সমাজব্যবস্থা	পিতৃতান্ত্রিক
ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসব	নববর্ষ বা বৈসুক
ত্রিপুরাদের প্রধান নৃত্য হলো	কাথারক ও চমলাই
ত্রিপুরাদের ভোজানুষ্ঠান হলো	সামৌং
ত্রিপুরাদের দলকে বোঝায়	দফা

◆ মুরং বা ম্রো:

→ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি- পাসিংপাড়া (কেওক্রাডং পর্বতে মুরং আদিবাসী অধ্যুষিত জনবসতি)।

ইহকালে বিশ্বাস করে	ম্রো সম্প্রদায়
ম্রোদের ধর্মের নাম	তোরাই
ম্রো সম্প্রদায়ের দেবতার নাম	রো
ম্রো সম্প্রদায়ের সমাজব্যবস্থা হলো	পিতৃতান্ত্রিক
ম্রো দের পরিহিত কাপড়ের নাম	ওয়াং লাই
ম্রো সম্প্রদায়ের অন্যতম সুস্বাদু খাবার	নাপ্পী
ম্রো বসবাসের বাড়িকে বলে	কিম
ম্রো সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা	কৃষি

◆ খাসিয়া:

→ খাসিয়ারা বাস করে- বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে এবং ভারতের আসামে।

→ খাসিয়াদের ভাষার নাম- মনখেমে (লিখিত বর্ণমালা নেই)।

→ বাড়িতে অতিথি এলে খাসিয়ারা আপ্যায়ন করে- পান-সুপারি ও চা দিয়ে।

খাসিয়া সমাজ হলো	মাতৃতান্ত্রিক
খাসিয়া গ্রামগুলো পরিচিত	পুঞ্জি নামে
পুঞ্জি প্রধান	সিয়েম
খাসিয়াদের প্রধান দেবতার নাম	উ্রাই নাংথই

◆ ওঁরাও:

→ ওঁরাওদের প্রধান উৎসব- 'ফাগুয়া' (ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখ পালন করা হয়)।

ওঁরাওদের সমাজ ব্যবস্থা	পিতৃতান্ত্রিক
ওঁরাওদের গ্রাম প্রধান	মাহাতো
ওঁরাওদের ভাষার নাম	কুড়ুখ

◆ মণিপুরী ও রাখাইন:

→ মণিপুরীদের মধ্যে শ্রেণি আছে- দুটি (ক. বিষ্ণুপ্রিয়া খ. মৈ তৈ)।

→ মণিপুরী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রথম বাংলাদেশে আসে- ১৭৬৫ সালে।

→ মৈ তৈ মণিপুরী বংশের আদি পুরুষ ও প্রথম রাজা- পাখংবা।

→ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা হলো- ইন্দো-এরিয়ান ভাষাভাষী।

→ মৈ তৈ মণিপুরী হলো- মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক।

→ মণিপুরীদের প্রধান উৎসব- রাসোৎসব (মহারাসলীলা)।

→ ভানুবিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কৃষক প্রজা আন্দোলন সংঘটিত হয়- ১৯৪০ সালে (কমলগঞ্জ, সিলেট)।

→ রাখাইন সম্প্রদায় হলো- মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর।

রাখাইনদের স্থানীয়ভাবে বলা হয়	মগ
রাখাইনদের আদি নিবাস ছিল	আরাকান
রাখাইনদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব	বুদ্ধপূর্ণিমা
রাখাইনদের ধর্মীয় ভাষা	পালি
রাখাইনদের সাংগ্রাই উৎসব	জলকেলি
রাখাইনদের বর্ষবরণ উৎসবের নাম	সাংক্রে

→ উপজাতীয় বর্ষবরণ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয়- বৈসাবি (বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিঝুর সংক্ষিপ্ত রূপ]

→ পুরুষদের চেয়ে বেশি বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করে- [তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি।

→ মগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের পাহাড়ি এলাকায় বলে- মারমা এবং সমতলে বলে- রাখাইন ।

→ মগরা যে নামে পরিচিত- মঙ্গোলীয় উপজাতি (আদি নিবাস- আরাকান)।

→ মগরা 'মারমা' নাম ধারণ করে- ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি	মারমা
মারমা সম্প্রদায়ের প্রশাসনিক স্তর	৩ স্তর বিশিষ্ট
মারমা গ্রামকে বলে	রোয়া
মারমাদের গ্রাম প্রধানকে বলে	রোয়াজা/কারবারি
মারমাদের মৌজা প্রধান	হেডম্যান
মারমাদের সার্কেল প্রধান	বোমাং রাজা
মারমাদের প্রধান পেশা	কৃষি

উপজাতি	ভাষা	উপজাতি	ভাষা
মারমা	পালি	গারো	আচিক খুসিক
সাঁওতাল	সাঁওতালি	ত্রিপুরা	ককবরক
রাখাইন	পালি	খাসিয়া	মনখেমে
ওঁরাও	কুরুক/সাদ্রি	মনিপুরী	বিষ্ণুপ্রিয়া

উপজাতি	উৎসব	উপজাতি	উৎসব
চাকমা	বিঝু	ত্রিপুরা	বৈসুক
সাঁওতাল	সোহরাই	মারমা	সাংগ্রাই
গারো	ওয়ানগালা	রাখাইন	জলকেলি
খিয়াং	সাংলানা	তঞ্চঙ্গ্যা	বিঝু

ম্রো	ক্রুবপাই	ওরাওঁ	কারাম
পলিয়া	দূর্গা পূজা	মাহাতো	সহরায়
রবিদাস	মাঘি পূর্ণিমা	মণিপুরি	রসযাত্রা, দোলযাত্রা

→ পাঙনরা কথা বলে- মৈ তৈ মনিপুরীদের ভাষায়।

→ খিয়াংরা ঈশ্বরকে বলে- হ্লাদাগা

উপজাতি	ধর্ম
চাকমা, মারমা, খিয়াং, রাখাইন, খুমি, চাক তঞ্চঙ্গ্যা।	বৌদ্ধ
হাজং, ত্রিপুরা, খাড়িয়া, কোচ, ডালু, নুনিয়া, পলিয়া, পাহান, ভূঁইমালী, মাহাতো, মুশহর, রবিদাস, রানা কর্মকার, লহরা, কুর্মি, কোচ, খাড়িয়া, নায়েক, পাত্র, বর্মণ, বীন, বোনাজ, শবর, হাজং, হালাম।	সনাতন
খাসিয়া, গারো, লুসাই, বম, মাহালী।	খ্রিষ্টান
পাঙন	মুসলিম
মণিপুরী, ডালু	বৈষ্ণব
মুন্ডা, রাজবংশী	প্রকৃতি পূজা
ওঁরাও	জড়োপাসক

→ হাজং উপজাতির মধ্যে- বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে (এদের বসবাস ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা)।

→ হাজং নারীরা যে কাপড় পরিধান করে সেটিকে তারা বলে- পাথিন।

→ পাঙন উপজাতির পরিবার- পিতৃতান্ত্রিক।

→ বাংলাদেশের বিখ্যাত মনিপুরী নাচ- সিলেট অঞ্চলের।

→ মারমা উপজাতিরা বসবাস করে- চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে।

→ খিয়াং সম্প্রদায় বসবাস করে- পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং টিপরা উপজাতি বাস করে- খাগড়াছড়ি।

→ বাওয়ালি বলা হয়- সুন্দরবনের গোলপাতা সংগ্রহকারীদের।

→ খাগড়াছড়ির আদিবাসী রাজা পরিচিত- বোমাং রাজা নামে।

উপজাতি	দেবতা
খাসিয়া/খাসি	উব্লাই নাংথউ, উব্লাউ মতং, উব্লাউ সংসপাহ, উরিং কেউ, কায়িহ।
সাঁওতাল	সিং বোংগা বা সূর্য, মারাং বুরু, ওরাক, মোরেইকো।
হাজং	হিন্দুদের প্রায় সব দেবদেবী
ত্রিপুরা/টিপরা	হিন্দুদের কিছু কিছু দেবতা
মুরং	ওরেং, থুরাং, সুংতিয়াং

→ 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে।

→ উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষা- কুরুক।

◆ বাংলাদেশের উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি (প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র)	বিরিশিরি, নেত্রকোনা	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান	১৯৮৮
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কক্সবাজার	১৯৯৪
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	রাজশাহী	১৯৯৫
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জাদুঘর	রাঙ্গামাটি	১৯৯৯
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি	২০০৩
রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার	২০০৭

[সূত্র: সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট- www.moca.gov.bd]

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি জেলা আছে? *[২৯তম বিসিএস]*

ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৯টি উ. ক

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা মোটামুটি বাংলাদেশের..... ভাগের এক ভাগ। *[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*

ক. ১২ খ. ৮
গ. ১৫ ঘ. ১০ উ. ঘ

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়? *[৩৮তম বিসিএস]*

ক. ১২ নভেম্বর, ১৯৯৭ খ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ উ. খ

৪. ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর আমাদের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা কী? *[পিএসসি এর ১২টি পদ: ০১]*
ক. যমুনা সেতু উদ্বোধন
খ. কুয়ালালামপুরে কেনিয়াকে ক্রিকেট খেলায় পরাজিত করা
গ. মাগুরছড়ায় গ্যাস বিস্ফোরণ
ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি উ. ঘ

৫. পাহাড়ি জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন- *[কুবি: ০৮-০৯]*
ক. মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
খ. রাজা দেবাশীষ রায়
গ. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
ঘ. মনি স্বপন দেওয়ান উ. গ

৬. উপজাতিদের প্রতিনিধি হিসেবে কে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন? *[জাবি: ০৬-০৭]*
ক. মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাখ. রাজা দেবাশীষ রায়
গ. সন্তু লারমা ঘ. বীণা চাকমা উ. গ

৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের নাম কী? *[চাবি: ১৯-২০]*
ক. বীর বাহাদুর খ. এম.এন. লারমা
গ. দেবাশীষ রায় ঘ. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা উ. ঘ

৮. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) এর সংখ্যা কতটি? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ১৯/ কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়: ০৮-০৯]*
ক. ৩০টি খ. ৩১টি
গ. ৩৮টি ঘ. ৫০টি উ. ঘ

৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি উপজাতি বাস করে? *[নির্বাচন কমিশনে সচিবালয়ে নির্বাচন অফিসার: ০৪]*
ক. ১১ খ. ১২
গ. ১৩ ঘ. ১৫ উ. ক

১০. বাংলাদেশের কোন উপজাতির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি- *[বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক: ২০]*
ক. গারো খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. মুরং উ. খ

১১. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এথনিক গোষ্ঠী- *[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়:০৩-০৪]*
ক. চাকমা খ. হাজং
গ. রোহিঙ্গা ঘ. গারো উ. ক

১২. চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক- *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. রাঙ্গামাটি জেলায় খ. খাগড়াছড়ি জেলায়
গ. বান্দরবান জেলায় ঘ. সিলেট জেলায় উ. ক

১৩. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজাতি গোষ্ঠী কোনটি? *[চতুর্দশ বেসরকারি নিবন্ধন: ১৭]*
ক. সাঁওতাল খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. রাখাইন উ. গ

১৪. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি কোনটি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৩]*
ক. গারো খ. হাজং
গ. সাওতাল ঘ. মগ উ. ঘ

১৫. মগরা বাংলাদেশের কোথায় বাস করে? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপজেলা সমাজসেবা অফিসার: ০৬]*
ক. বান্দরবান খ. খাগড়াছড়ি
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. ময়মনসিংহ উ. ক

১৬. 'মারমা' উপজাতিরা কোন পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে? *[জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-সহকারী পরিচালক: ০৭]*
ক. চিম্বুক পাহাড় খ. লালমাই পাহাড়
গ. গারো পাহাড় ঘ. কুলাউড়া পাহাড় উ. ক

১৭. 'টিপরা' উপজাতিরা বাংলাদেশের কোন স্থানে বাস করে? *[চাবি: ০৮-০৯]*
ক. খাগড়াছড়ি খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. ফেনী উ. ক

১৮. খিয়াং সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করে- *[জাবি: ০৭-০৮]*
ক. সিলেট খ. দিনাজপুর
গ. কুয়াকাটা ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম উ. ঘ

১৯. 'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে? *[৪০তম বিসিএস]*
ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল উ. গ

২০. গারো উপজাতি কোথায় বাস করে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ০৩]*
ক. রাঙ্গামাটি জেলায় খ. ময়মনসিংহ জেলায়
গ. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায়
ঘ. সিলেট জেলায় উ. গ

২১. গারো উপজাতি প্রধানত কোন অঞ্চলের বাসিন্দা? *[জাবি: ১৬-১৭]*
ক. সিলেট খ. রাঙ্গামাটি
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বান্দরবান উ. গ

২২. ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জনগোষ্ঠীর প্রকৃত নাম- *[বিসিআইসির সহকারী ব্যবস্থাপক: ১১]*
ক. কান্দি খ. নান্দি
গ. মান্দি ঘ. তান্দি উ. গ

২৩. 'রাখাইন' উপজাতিরা বাংলাদেশের কোন জেলায় বাস করে? *[অগ্রণী ব্যাংকের অফিসার: ১৫]*
ক. রাঙ্গামাটি খ. বান্দরবান
গ. পটুয়াখালী ঘ. রাজশাহী উ. গ

২৪. কোন জেলায় রাখাইন জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী: ১১]*
ক. বান্দরবান খ. কক্সবাজার
গ. নেত্রকোণা ঘ. রাঙ্গামাটি উ. খ

২৫. বাংলাদেশের উপজাতি কোনটি? *[জাবি: ০৭-০৮]*
ক. হস্ খ. রাখাইন
গ. হটেনটট ঘ. না উ. খ

২৬. বাংলাদেশে সাঁওতাল প্রধানত বাস করে- *[শাবিপ্রবি: ০৭-০৮]*
ক. সিলেট ও চট্টগ্রামে
খ. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে
গ. রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে
ঘ. রাজশাহী ও দিনাজপুরে উ. ঘ

২৭. সাঁওতালরা কোথায় বসবাস করে না? *[জাবি: ০৯-১০]*
ক. চট্টগ্রাম খ. রাজশাহী
গ. বরিশাল ঘ. বগুড়া উ. ক,গ

২৮. হাজংদের অধিবাস কোথায়? *[২৮তম বিসিএস]*
ক. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা খ. কক্সবাজার ও বান্দরবান
গ. রাঙ্গামাটি ও দিনাজপুর ঘ. সিলেট ও রাঙ্গামাটি উ. ক

চাকরির খবর
Job Circular
CareerGuideBD
Contains ads
4.7★ 15K reviews | 6.2 MB | 3+ Rated for 3+ | 1M+ Downloads
Install

ব্যাংক ব্যবস্থাপনা

চীনে খ্রিষ্টপূর্বে ৬০০ অব্দে 'সানচী ব্যাংক' নামে বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যাংক চালু হয়। মুঘল শাসনামলে ১৭০০ সালে 'হিন্দুস্তান ব্যাংক' নামে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় উপমহাদেশের প্রথম ব্যাংক। ১২০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইতালির সরকার যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক শতকরা ৫% গণঋণ প্রচলন করে। এ ঋণ 'স্তুপীকৃত ঋণ' নামে পরিচিত। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বে ব্যাংক ব্যবস্থার জন্ম হয়। বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৫৭ সালে ইতালির ভেনিসে 'ব্যাংক অব ভেনিস ' নামে। এরপর ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' (১৬৯৪)। ১৯৩৫ সালে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' নামে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।

◆ বাংলাদেশ-ব্যাংক:

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১২৭ নং আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সকল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় এবং বাংলাদেশের সরকারি মুদ্রা ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের শীর্ষে অবস্থান করে সেই দেশের আর্থিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাংলাদেশে নতুন নোট চালু করার ক্ষমতা আছে একমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান করে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক	
প্রতিষ্ঠা	১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১২৭ নং আদেশে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' এর সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত হয়।
পূর্বনাম	স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান
স্থপতি	শফিউল কাদের
প্রধান কার্যালয়	মতিঝিল (ঢাকা)
শাখা	১০টি (প্রধান কার্যালয়সহ)
প্রথম গভর্নর	এএনএম হামিদুল্লাহ
বর্তমান গভর্নর	ফজলে কবির (১১তম)
গভর্নরের মেয়াদ	৪ বছর
গভর্নরের বয়সসীমা	৬৭ বছর (পূর্বে ছিল ৬৫ বছর)
পরিচালনা পর্ষদ	৮ জন
প্রথম নারী পরিচালক	অধ্যাপক হান্নানা বেগম
কাজ	দেশের সব ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করা, নতুন নোট চালু, আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	মেয়াদকাল
১. এ এন হামিদুল্লাহ	১৯৭২-১৯৭৪
২. এ কে এন আহমেদ	১৯৭৪-১৯৭৬
৩. এম নূরুল ইসলাম	১৯৭৬-১৯৮৭
৪. শেওফতা বখত চৌধুরী	১৯৮৭-১৯৯২
৫. খোরশেদ আলম	১৯৯২-১৯৯৬
৬. লুৎফর রহমান সরকার	১৯৯৬-১৯৯৮
৭. ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন	১৯৯৮-২০০১
৮. ড. ফখরুদ্দীন আহমদ	২০০১-২০০৫
৯. ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ	২০০৫-২০০৯
১০. ড. আতিউর রহমান	২০০৯-২০১৬
১১. ফজলে কবির	২০ মার্চ, ২০১৬-

◆ বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা (প্রধান কার্যালয় ব্যতীত):

শাখার নাম	কার্যক্রম শুরু	স্বাধীনতা-উত্তর কার্যক্রম
মতিঝিল, ঢাকা	-	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
সদরঘাট, ঢাকা	১৯৫৬	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
চট্টগ্রাম	১২ জুলাই, ১৯৪৮	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
খুলনা	১৯৫৪	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
রাজশাহী	-	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
বগুড়া	-	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
সিলেট	১৯৬৪	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩
বরিশাল	১৭ নভেম্বর, ১৯৯১	১৬ নভেম্বর, ১৯৯১
রংপুর	২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১	২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১
ময়মনসিংহ	-	১৬ জানুয়ারি, ২০১৩

◆ বাংলাদেশের মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা:

মুদ্রা হলো বিনিময়ের মাধ্যম। বাংলাদেশের মুদ্রার নাম টাকা। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশগণ উপমহাদেশে প্রথম মুদ্রা আইন চালু করে। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে প্রথম কাগজের মুদ্রার প্রচলন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নোট চালু হয় ৪ মার্চ, ১৯৭২ সালে।

→ বাংলাদেশে প্রথম ধাতব মুদ্রা চালু হয়- ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সালে।

→ বাংলাদেশে ব্যাংক নোট- ৭টি (গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে)।

→ সরকারি নোট- ৩টি (অর্থসচিবের স্বাক্ষর থাকে)।

→ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম নোট-১০ টাকা।

→ বাংলাদেশের প্রথম টাকা ও মুদ্রার নকশাকার- কে জি মুস্তফা।

বাংলাদেশের সরকারি নোট ও ব্যাংক নোট	
সরকারি নোট	ব্যাংক নোট
১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট	১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

নোট	অঙ্কিত ছবি
১ টাকা	হরিণের ছবি
২ টাকা	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ
৫ টাকা	কুসুম্বা মসজিদ (নওগাঁ) ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ
১০ টাকা	বায়তুল মোকাররম মসজিদ (ঢাকা)
২০ টাকা	ষাটগম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট)
৫০ টাকা	বাঘা মসজিদ (রাজশাহী)
১০০ টাকা	তারা মসজিদ, ঢাকা ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ
২০০ টাকা	গ্রামবাংলার বহমান নদী ও নদীর পাড়ের দৃশ্য
৫০০ টাকা	বাংলাদেশের কৃষি কাজের দৃশ্য ও স্মৃতিসৌধ
১০০০ টাকা	জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় সংসদ ভবন

→ নোটের বিপরীতে নিরাপত্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ রাখে- স্বর্ণ (৩০%)।

→ বাংলাদেশে কাগজের মুদ্রার মুদ্রণের একমাত্র প্রেস হলো- সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (টাকশাল)।

→ বাংলাদেশের টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৯ সালে, গাজীপুরে।

→ টাকা মুদ্রণের কাগজ আমদানি করা হয়- সুইজারল্যান্ড হতে।

→ কয়েন আমদানি করা হয়- কানাডা থেকে।

→ বাংলাদেশে মুদ্রা ব্যবস্থায় কাগজের নোটের সংখ্যা- ১০টি।

বাংলাদেশে কয়েকটি নোট প্রবর্তনের তারিখ	
মুদ্রা	প্রবর্তনের তারিখ
১ টাকার ধাতব মুদ্রা	৯ মে, ১৯৯৩ সালে
২ টাকার ধাতব মুদ্রা	২৬ অক্টোবর, ২০০৪ সালে
৫ টাকার ধাতব মুদ্রা	১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে
১ টাকার কাগজের নোট	৪ মার্চ, ১৯৭২ সালে
২ টাকার কাগজের নোট	২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ সালে
১০ টাকার কাগজের নোট	২ জুন, ১৯৭২ সালে
১০ টাকার পলিমার নোট	১৪ ডিসেম্বর, ২০০০ সালে
২০ টাকার নোট	২০ আগস্ট, ১৯৭৯ সালে
৫০ টাকার নোট	১ মার্চ, ১৯৭৬ সালে
১০০ টাকার নোট	৪ মার্চ, ১৯৭২ সালে
২০০ টাকার নোট	১৭ মার্চ, ২০২০ সালে
৫০০ টাকার নোট	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ সালে
১০০০ টাকার নোট	২৭ অক্টোবর, ২০০৮ সালে

→ বাংলাদেশে Floating Exchange Rate of Money (ভাসমান মুদ্রা বিনিময়) হার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে- ৩১ মে, ২০০৩ হতে।

• মুদ্রা ছাপানো বা তৈরি:

মুদ্রা	ছাপানো/ তৈরি
১ টাকা ও ধাতব নোট তৈরি হয়	কানাডায়
১০ টাকার পলিমার ছাপানো হয়	অস্ট্রেলিয়ায়
৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়	জার্মানি

→ বাংলাদেশে প্রচলিত উচ্চতর মূল্যমানের ব্যাংক নোট হলো- ১০০০ টাকার নোট।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:১৮-১৯]*
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. সোনালী ব্যাংক
গ. রূপালী ব্যাংক ঘ. পূবালী ব্যাংক উ. ক

২. বাংলাদেশ ব্যাংক একটি- *[সোনালী, জনতা, রূপালী ও অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার: ৯০]*
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ. শিল্প ব্যাংক উ. গ

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব নাম কী? *[বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক: ০৬]*
ক. State Bank of Pakistan
খ. Reserve Bank of Pakistan
গ. National Bank of Pakistan
ঘ. Federal Bank of Pakistan উ. ক

৪. বাংলাদেশ ব্যাংক কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? *[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়:১৪-১৫]*
ক. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ. ২৬ মার্চ, ১৯৭২ উ. ক

৫. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানার ধরন- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ০৪-০৫]*
ক. বিদেশি খ. বেসরকারি
গ. সরকারি ঘ. স্বায়ত্বশাসিত উ. গ

৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তার পদবি কী? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৭-১৮/ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪]*

বাংলাদেশের সংবিধান

→ সংবিধান হলো- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন (দর্পণস্বরূপ)।

→ বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান- ভারতের (৪৪৮টি অনুচ্ছেদ)।

→ বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান- যুক্তরাষ্ট্রের (৭টি অনুচ্ছেদ)।

→ বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়- ভারত ও যুক্তরাজ্যের সংবিধানের আলোকে।

→ অলিখিত সংবিধান আছে- ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, স্পেন ও নিউজিল্যান্ডের।

→ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান- মদিনা সনদ।

● অস্থায়ী সংবিধান আদেশঃ

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। এ আদেশের মাধ্যমে ইতোপূর্বে এপ্রিল, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দ্বারা যে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল তা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রূপদান করা হয়। ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ পর্যন্ত 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' কার্যকর ছিল। উল্লেখ্য, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রাক্তন বিচারপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিয়োগ দেয়া হয়।

● গণপরিষদ আদেশঃ

রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ২৩ মার্চ, ১৯৭২ সালে 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন এবং এ আদেশ ২৬ মার্চ, ১৯৭১ থেকে কার্যকর করা হয়। ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ১৬৯ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ জনসহ মোট ৪৬৯ জনের মধ্যে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। [নির্বাচিত ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন, দুর্নীতির জন্য আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত হন ৪৬ জন, দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত হন ৫ জন, পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন ২ জন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি নেন ১ জন]।

গণপরিষদ আদেশ	
অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন	শেখ মুজিবুর রহমান (১১ জানুয়ারি, ১৯৭২)
গণপরিষদ আদেশ জারি	সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে
গণপরিষদ আদেশ জারি করেন	রাষ্ট্রপতি আবু সাইদ চৌধুরী
গণপরিষদ আদেশ জারি	২৩ মার্চ, ১৯৭২
গণপরিষদ আদেশ কার্যকর	২৬ মার্চ, ১৯৭১ থেকে
গণপরিষদের মোট সদস্য	৪০৩ জন
প্রথম অধিবেশন বসে	১০ এপ্রিল, ১৯৭২
দ্বিতীয় অধিবেশন বসে	১২ অক্টোবর, ১৯৭২
প্রথম অধিবেশনের সভাপতি	আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
প্রথম স্পীকার	শাহ আবদুল হামিদ
প্রথম ডেপুটি স্পীকার	মোহাম্মদ উল্লাহ
গণপরিষদ গঠন হয়েছে	কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরে

● খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিঃ

১১ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির প্রধান ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এ কমিটির একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (ন্যাপ, মোজাফফর) এবং একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু (নারী আসন, জাতীয় পরিষদ)।

● খসড়া সংবিধান প্রস্তুতঃ

১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি'র প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধান সম্পর্কে জনগণের মতামত আহ্বান করা হয় এবং সংগৃহীত মতামত থেকে ৯৮টি সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। কমিটি মোট ৪৭টি বৈঠকে ৩০০ ঘন্টা ব্যয়ের মাধ্যমে কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে ১০ জুন, ১৯৭২ সালে। ১১ জুন, ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রস্তুত কমিটি খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করেন। এ খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করেন ব্রিটিশ আইনসভার খসড়া আইন প্রণেতা আই গাথরি।

● গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপনঃ

১১ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনা কমিটি ভারত ও যুক্তরাজ্যের সংবিধানকে অনুসরণ করে 'খসড়া সংবিধান' চূড়ান্ত করেন। ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে ড. কামাল হোসেন

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'খসড়া সংবিধান' উত্থাপন করেন।

• গণপরিষদে সংবিধান গ্রহণ:

সংবিধানের ভাষারূপ পর্যালোচনার জন্য ড. আনিসুজ্জামানকে আহ্বায়ক, সৈয়দ আলী আহসান ও মযহারুল ইসলামকে ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কমিটি গঠন করা হয়। খসড়া সংবিধানে ৬৫টি সংশোধনী সংযুক্ত করে সংশোধনীসহ ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে (১৮ কার্তিক, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ) গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

• সংবিধান কার্যকর:

১৪-১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে ৯৩ পাতার হস্তলিখিত সংবিধানে ৩০৯ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (ন্যাপ সদস্য) হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল থেকে সংবিধান কার্যকর হয়।

সংবিধান প্রণয়ন	
সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন	১১ এপ্রিল, ১৯৭২
সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান	ড. কামাল হোসেন
সংবিধানের রূপকার	ড. কামাল হোসেন
সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য	৩৪ জন
একমাত্র মহিলা সদস্য	বেগম রাজিয়া বানু
একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন	১২ অক্টোবর, ১৯৭২
সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত	৪ নভেম্বর, ১৯৭২
হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষর করেন	৩০৯ জন
হস্তলিখিত সংবিধানে প্রথম স্বাক্ষর করেন	শেখ মুজিবুর রহমান
হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
হস্তলিখিত সংবিধান ছিল	৯৩ পৃষ্ঠা
স্বাক্ষরসহ হস্তলিখিত সংবিধান	১০৮ পৃষ্ঠা
হস্তলিখি সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২
সংবিধান কার্যকর	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর
সংবিধানের প্রচ্ছদ / অঙ্গসজ্জা করেন	জয়নুল আবেদিন
হস্তলিখিত সংবিধানের মূল লেখক	আব্দুর রউফ
সংবিধান অলংকরণ করেন	শিল্পী হাসেম খান
সংবিধান ছাপাতে ব্যয় হয়েছে	১৪ হাজার টাকা
মূল সংবিধান সংরক্ষিত আছে	জাতীয় জাদুঘরে
সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

→ বাংলাদেশের সংবিধান একটি– লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

→ বাংলাদেশের সংবিধান হলো– গণপ্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন।

→ বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য- ১২টি।

[বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম
(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে) / পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।]

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতির মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধানে আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত উনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

◆ বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যঃ

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনা মূল দলিল। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারঃ** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হবে।

২. **লিখিত সংবিধানঃ** বাংলাদেশ সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এ সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ৪টি মূলনীতি ও ৭টি তফসিল রয়েছে।

৩. **রাষ্ট্রীয় মূলনীতিঃ** সংবিধানের ২য় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতি (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. **রাষ্ট্রধর্মঃ** বাংলাদেশ সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। একইসাথে অন্যান্য ধর্মেরও সমান মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫. **জাতি ও জাতীয়তাঃ** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ব্যতীত জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ 'বাঙালি' এবং বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' হিসেবে পরিচিত হবে।

৬. **জনগণের সার্বভৌমত্বঃ** সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ক্ষমতা পরিচালনা করবে।

৭. **মৌলিক অধিকারঃ** সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও তা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

৮. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতাঃ** সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

৯. **সংসদীয় পদ্ধতির সরকারঃ** বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু থাকবে।

১০. **এককেন্দ্রিক সরকারঃ** বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকবে।

১১. **এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাঃ** বাংলাদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন এবং তাদের দ্বারা নির্বাচিত ৫০ জন মহিলা সাংসদ নিয়ে 'জাতীয় সংসদ' গঠিত হবে।

১২. **সর্বজনীন ভোটাধিকারঃ** জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ১৮ বছরের সকল নাগরিক ভোটাধিকার প্রদান করবে।

১৩. **নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ** কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে বা অবলুপ্ত হলে সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. **সংবিধান সংশোধনঃ** বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। তাই মোট সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কী?** *[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৮-১৯/ ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর: ১৬]*
ক. রাষ্ট্রপতির আদেশ খ. সংবিধান
গ. সুপ্রিম কোর্ট ঘ. স্পিকার উ. খ

২. **বাংলাদেশে কবে প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়?** *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ০৮-০৯]*
ক. ১৯৯১ সালে খ. ১৯৭২ সালে
গ. ২০০১ সালে ঘ. ১৯৮২ সালে উ. খ

৩. **বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন কে?** *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী: ১৭]*
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ. খন্দকার মোস্তাক ঘ. মুহম্মদুল্লাহ উ. ক

৪. **বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ কত তারিখে জারি করা হয়?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৯]*
ক. ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ
খ. ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর
গ. ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর
ঘ. ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি উ. ঘ

৫. **গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়-** *[জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা: ১৫]*
ক. ২৩ মার্চ, ১৯৭২ খ. ১৩ এপ্রিল, ১৯৭২
গ. ২৩ মে, ১৯৭২ ঘ. ২৪ জুন, ১৯৭২ উ. ক

৬. **বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কত তারিখে শুরু হয়?** *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী: ১৭]*
ক. ৭ এপ্রিল, ১৯৭২ খ. ১০ এপ্রিল, ১৯৭২
গ. ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩ ঘ. ১০ এপ্রিল, ১৯৭৩ উ. খ

৭. **বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়-** *[ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়:০৩-০৪]*
ক. সাধারণ আইন পরিষদের মাধ্যমে
খ. গণপরিষদের মাধ্যমে গ. গণবিপ্লবের মাধ্যমে
ঘ. রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে উ. খ

৮. **বাংলাদেশ গণপরিষদের সংসদ নেতা কে ছিলেন?** *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী: ১১]*
ক. জনাব তাজউদ্দিন আহমদ
খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী উ. গ

৯. বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম স্পীকার ছিলেন- *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩/ ৪র্থ বিজেএস: ০৯]*
ক. মোহাম্মদ উল্লাহ খ. শাহ আব্দুল হামিদ
গ. ড. কামাল হোসেন
ঘ. মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ উ. খ

১০.বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিলেন কত জন? *[স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী: ১০]*
ক. ৩১ খ. ৩২
গ. ৩৩ ঘ. ৩৪ উ. ঘ

১১.বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন- *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার: ০৫]*
ক. মীর্জা গোলাম হাফিজ খ. ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ
গ. ড. কামাল হোসেন
ঘ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী উ. গ

১২.বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯-২০/ ষোড়শ প্রভাষক নিবন্ধন: ১৯]*
ক. হামিদা বানু খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. বেগম রাজিয়া বানু ঘ. সেলিনা হোসেন উ. গ

১৩.১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি কে তৈরি করেছিলেন? *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৪-১৫]*
ক. ড. কামাল হোসেন খ. আব্দুর রউফ
গ. শাহ আব্দুল হামিদ ঘ. মোহাম্মদ উল্লাহ উ. খ

১৪.বাংলাদেশ সংবিধান গ্রন্থের লিপিকার কে? *[মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১১]*
ক. শিল্পী কামরুল হাসান খ. শিল্পী আব্দুর রউফ
গ. আনোয়ারুল হক ঘ. শফিউদ্দিন আহমেদ উ. খ

১৫.বাংলাদেশ সংবিধান সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদে উত্থাপিত হয়? *[১৪তম বিসিএস/ দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক: ১৩]*
ক. ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে
খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে
গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭৩ সালে
ঘ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সালে উ. ক

১৬.বাংলাদেশের সংবিধান কোন তারিখে গণপরিষদে গৃহীত হয়? *[মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা: ১৬]*
ক. ২ অক্টোবর, ১৯৭১ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
গ. ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ ঘ. ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩ উ. গ

১৭.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দিবস কত তারিখে? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬/ ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার: ১০]*
ক. ১৬ ডিসেম্বর খ. ২৩ অক্টোবর
গ. ৭ মার্চ ঘ. ৪ নভেম্বর উ. ঘ

১৮.বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: ১৩-১৪/ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: ০৫-০৬]*
ক. মোহাম্মদ উল্লাহ খ. শেখ মুজিবুর রহমান
গ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ঘ. বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী উ. গ

১৯.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়- *[৪০তম বিসিএস/ ২০তম বিসিএস]*
ক. ২৫ মার্চ, ১৯৭১ খ. ২৫ মার্চ, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ উ. ঘ

২০.বাংলাদেশের সংবিধান কোন সনে প্রণীত হয়? *[রাবি: ১৯-২০]*
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৫ সালে
গ. ১৯৮০ সালে ঘ. ১৯৫২ সালে উ. ক

২১.১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি- *[বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: ১৪-১৫]*
ক. ১০টি খ. ৫টি
গ. ৪টি ঘ. ৩টি উ. গ

২২.১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতিগুলোর একটি হলো- *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬]*
ক. ধনতন্ত্র খ. একনায়কতন্ত্র
গ. গণতন্ত্র ঘ. রাজতন্ত্র উ. গ

২৩.কোনটি ১৯৭২ সালের 'বাংলাদেশ সংবিধান' এর মূলনীতি ছিল না? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৭-১৮]*
ক. সামাজিক ন্যায়বিচার খ. গণতন্ত্র
গ. ধর্ম নিরপেক্ষতা ঘ. জাতীয়তাবাদ উ. ক

২৪.মানুষের মৌলিক চাহিদা কয়টি? *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক: ১৫]*
ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৩টি ঘ. ৭টি উ. ক

২৫.বাংলাদশে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় কেন? *[সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ০৭]*
ক. পরিবর্তন সহজ নয় বলে
খ. লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ বলে
গ. পরিবর্তনে দক্ষতার অভাব ঘ. নাতিদীর্ঘ বলে উ. ক

২৬.বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি ভাগ আছে? *[চাবি: ১৭-১৮]*
ক. ৯ খ. ১০
গ. ১১ ঘ. ১২ উ. গ

২৭.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ আছে? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯-২০]*
ক. ১৫৬ খ. ১৫৩
গ. ১৫৫ ঘ. ১৫২ উ. খ

২৮.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে কতটি তফসিল রয়েছে? *[৩৯তম বিসিএস/ বিআরটিএ'র মোটরযান পরিদর্শক: ১৭]*
ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি উ. গ

২৯.বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনার ওপর কী লেখা আছে? *[পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক: ০৪]*
ক. জনগণই ক্ষমতার মালিক
খ. সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা
গ. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
ঘ. সংবিধানই সকল ক্ষমতার উৎস উ. গ

৩০.'Constitutional Law of Bangladesh'- এর রচয়িতা হলেন- *[টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক: ১৩]*
ক. মাহমুদুল ইসলাম খ. সাহাবুদ্দীন আহমেদ
গ. ব্যারিস্টার আ. হালিম ঘ. মো. জসিম আলী উ. ক

♦ বাংলাদেশের সংবিধানের ভাগ ও অনুচ্ছেদঃ

প্রথম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ ১-৭খ) মোট- ০৭টি			
অনুচ্ছেদ	বর্ণনা		
১	**প্রজাতন্ত্র (The Republic):** বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' (The People's Republic of Bangladesh) নামে পরিচিত হইবে।		
২	**প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা**		
২ক	**রাষ্ট্রধর্মঃ** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।		
৩	**রাষ্ট্রভাষাঃ** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।		
৪	**জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীকঃ** ১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম ১০ চরণ। ২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত। ৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশ পাটগাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।		
৪ক	**জাতির পিতার প্রতিকৃতিঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি-আধাসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।		
৫	**রাজধানীঃ** ১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।		
৬	**নাগরিকত্বঃ** ২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।		
৭	**সংবিধানের প্রাধান্যঃ** ১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ,.... ।		
৭ক	**সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ**	৭খ	**সংবিধানের মৌলিক বিধানবলি সংশোধন অযোগ্য**

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

২. বাংলাদেশ একটি- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ০১-০২]*
ক. ইসলামী প্রজাতন্ত্র খ. গণপ্রজাতন্ত্র
গ. প্রজাতন্ত্র ঘ. গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র উ. গ

১. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম হলো- *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট: ১৯/ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ০৫]*
ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ খ. বাংলাদেশ
গ. বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র
ঘ. বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র উ. ক

৩. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নামের ইংরেজি পাঠ কী? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ০৭-০৮/ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ০৫-০৬]*
ক. People Republic of Bangladesh
খ. Bangladesh People's Republic
গ. The Republic of Bangladesh
ঘ. The People's Republic of Bangladesh উ. ঘ

৪. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৪-১৫]*
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ উ. গ

৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে, তা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে? *[ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ডাক অধিদপ্তরের বিভিং ওভারশিয়ার: ১৮/ ১১তম বিজেএস প্রাথমিক পরীক্ষা: ১৪]*
ক. ৪(১) খ. ৪ক
গ. ৪(২) ঘ. ৪(৩) উ. খ

৬. বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে কী নামে পরিচিত? *[পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা: ১৭]*
ক. বঙ্গবাসী খ. বাঙালী
গ. বাঙ্গাল ঘ. বাংলাদেশী উ. খ

৭. বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় কোনটি? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক: ১৭]*
ক. বাংলা খ. বাঙালি
গ. বাংলাদেশের বাঙালি ঘ. বাংলাদেশী উ. ঘ

৮. বাংলাদেশের জাতীয়তা- *[সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা: ১৫]*
ক. বাঙালী খ. বাংলাদেশী
গ. উভয়ই ঘ. কোনোটিই নয় উ. খ

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার। একটি রাষ্ট্রের মুখপাত্র হলো সেই দেশের সরকার। সরকার গঠিত হয় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ কে নিয়ে। একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়েছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে। বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন এবং অস্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কমপক্ষে পাঁচ বার পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির, সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকারের প্রধান ক্ষমতা ন্যাস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হন জনগণের সরাসরি ভোটে।

♦ আইন বিভাগঃ

গণতন্ত্রের সোপান হলো আইন বিভাগ। রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা অনুসারে আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন করে থাকে আইন বিভাগ। বাংলাদেশের আইনসভা হলো জাতীয় সংসদ। এটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ববস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

→ আইন পরিষদের কাজ– আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইনের রদবদল করা এবং কিছু ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ করা।

→ বাংলাদেশের আইনবিভাগ বা আইন পরিষদের নাম– জাতীয় সংসদ (House of the Nation).

জাতীয় সংসদ ভবন	
অবস্থান	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
স্থপতি	লুই আই কান (যুক্তরাষ্ট্র)
ডিজাইনার	হেনরি এন. উইলকট
ছাঁদ ও দেয়ালের স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার	হ্যারি এম প্যামব্যাম
প্রতীক	শাপলা
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন	আইয়ুব খান (১৯৬২)
উদ্বোধন	২৮ জানুয়ারি, ১৯৮২
উদ্বোধক	রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার
সংসদ এলাকার আয়তন	২১৫ একর
সংসদ ভবনের আয়তন	৩.৪৪ একর
সংসদ ভবনের উচ্চতা	১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি (৯তলা)
নির্মাণ ব্যয়	১৯৭ কোটি টাকা
সংসদ ভবন সংলগ্ন লেক	ক্রিসেন্ট লেক
সংসদের মেয়াদ	৫ বছর
সংসদীয় আসন সংখ্যা	৩৫০টি
সংরক্ষিত নারী আসন	৫০টি
বেশি সংসদীয় আসন	ঢাকা জেলায় (২০টি)
ঢাকা মহানগরে সংসদীয় আসন	১৫টি
জাতীয় সংসদের ১ নং আসন	পঞ্চগড়
জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন	বান্দরবান
১টি করে আসন রয়েছে	৩টি জেলায় (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি)
সংসদীয় আসনে সীমানা নির্ধারিত হয়	জিআইএস পদ্ধতিতে

সংসদের আসন ব্যবস্থা	
সংসদ সদস্যদের জন্য আসন	৩৫৪টি
বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য আসন	৫৬টি
কর্মকর্তাদের জন্য আসন	৪১টি
সাংবাদিকদের জন্য আসন	৮০টি
দর্শকদের জন্য আসন	৪৩০টি
পার্টি কক্ষ ৩টিতে মোট আসন	১৫,৪৪০টি
সর্বমোট আসন সংখ্যা	১৬,৩৬১টি

→ জাতীয় সংসদে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসন- ৩০০টি (সংরক্ষিত আসন ৫০টি)।

→ সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সংসদের অধিবেশন বসে– ৩০ দিনের মধ্যে।

→ ৮ম জাতীয় সংসদে নিজেই নিজের নিকট সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন- স্পীকার আবদুল হামিদ।

প্রথম জাতীয় সংসদ	
নির্বাচন	৭ মার্চ, ১৯৭৩
মোট আসন সংখ্যা	৩০০+১৫ (মহিলা)= ৩১৫
সংখ্যা গরিষ্ঠ দল	আওয়ামী লীগ
অধিবেশন শুরু	৭ এপ্রিল, ১৯৭৩
মোট কার্যদিবস	১৩৪
সংসদ নেতা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ ও আবদুল মালেক উকিল

সংসদ নেতা	শেখ মুজিবুর রহমান ও এম. মনসুর আলী
সংবিধানের সংশোধনী	৪টি (প্রথম থেকে চতুর্থ)
স্থায়িত্ব	২ বছর ৬ মাস ২৯ দিন
বিলুপ্তি	৬ নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে।

→ সংসদের প্রথম বৈঠকের স্থান ও সময় নির্ধারণ করেন– রাষ্ট্রপতি।

→ প্রতি বছর রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন– বছরের প্রথম অধিবেশনে (শীতকালীন অধিবেশন)।

→ সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসনগুলোকে বলে– ট্রেজারি বেঞ্চ বা ফ্রন্ট বেঞ্চ।

→ কোনো মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাবকে গণ্য করা হয়– সরকারি কার্যাবলি হিসেবে।

→ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যায় না– অর্থ বিল।

→ সংসদ ভেঙ্গে গেলে বা মেয়াদ শেষ হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়– ৯০ দিনের মধ্যে।

→ কোনো দেশের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না– জাতীয় সংসদের সম্মতি ছাড়া।

→ বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ জবাবদিহি করেন– জাতীয় সংসদের নিকট।

→ বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ১১ বার।

→ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোরাম হয়– ৬০ জনে।

→ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন– রাষ্ট্রপতি।

→ বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক– রাষ্ট্রপতি (সংবিধানের ৬১ ধারা অনুযায়ী)।

→ সংসদে পাশ হওয়া কোনো বিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি দেওয়ার সময়সীমা– ১৫ দিন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ	এক কক্ষ বিশিষ্ট
মন্ত্রিসভার অভিভাবক	জাতীয় সংসদ
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ভাষা	বাংলা
স্বল্পস্থায়ী জাতীয় সংসদ	৬ষ্ঠ (১২ দিন)
সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়	৭ম সংসদে
আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে বলে	বিল
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত আইন	অধ্যাদেশ
সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন	ঢাকায় (২০টি)
জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস	বৃহস্পতিবার

→ জাতীয় সংসদের সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হয়– সর্বোচ্চ ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে।

→ সংসদের অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর পরবর্তী অধিবেশন ডাকা বাধ্যতামূলক- ৬০ দিনের মধ্যে।

→ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সংসদীয় আসন- ১৫টি (দক্ষিণে ৮টি ও উত্তরে ৭টি)।

→ দেশে যুদ্ধ বাধলে আইনসভার মেয়াদ অনধিক বৃদ্ধি করা যায়– এক বছর।

কতিপয় সংসদীয় পরিভাষা

বিল	আইনের প্রস্তাব বা খসড়া।
সরকারি বিল	সংসদে মন্ত্রীদের উত্থাপিত বিল।
বেসরকারি বিল	সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল।
অধ্যাদেশ	রাষ্ট্রপতি যে আইন জারি করেন।
ফ্লোর ক্রসিং	অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান।
কাস্টিং ভোট	স্পিকারের ভোট।
ট্রেজারি বেঞ্চ	সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসন।
ওয়াকআউট	অধিবেশন চলাকালীন সংসদ বর্জন বা সংসদ থেকে বেরিয়ে আসা।

→ যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না- সংসদ সদস্যদের সম্মতি ব্যতীরেখে।

→ সংসদের বিশেষ অধিকার কমিটি হলো- সাংবিধানিক স্থায়ী কমিটি।

→ সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা আছে- রাষ্ট্রপতির।

→ বছরে কমপক্ষে কতটি অধিবেশন আবশ্যকীয়- দুইটি।

→ সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলীয় নেতা যে ধরনের মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন- একজন পূর্ণমন্ত্রীর সমান।

→ প্রধানমন্ত্রী ও সরকারি দল সংসদে বসেন- স্পিকারের ডান দিকে।

→ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বাতিল' বিল পাশ করা হয়- ১৯৯২ সালে।

→ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বয়স- ন্যূনতম ২৫ বছর।

→ সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করেন- স্পিকার।

→ স্পীকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন- সংসদ সদস্যগণের দ্বারা।

→ রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা তাঁর অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন– স্পিকার।

→ জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয়– সংবিধানের ৭৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।

→ সংসদ সদস্যের শপথবাক্য পড়ান– জাতীয় সংসদের স্পিকার।

→ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপের মর্যাদা– পূর্ণমন্ত্রীর সমান।

→ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন- মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ।

→ জাতীয় সংসদের প্রথম নারী স্পিকার- ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

→ স্পিকার সংসদ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন- রাষ্ট্রপতি অভিশংসন হলে।

→ স্পিকার পদে প্রার্থী হওয়ার ন্যূনতম বয়স- পঁচিশ বছর।

→ জাতীয় সংসদের হুইপের কাজ- শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

প্রথম সংসদ নেতা	শেখ মুজিবুর রহমান
বর্তমান সংসদ নেতা	শেখ হাসিনা
বর্তমান সংসদ উপনেতা	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা	রওশন এরশাদ
বিরোধী দলীয় নেতা ছিলনা	প্রথম ও ষষ্ঠ সংসদে
জাতীয় সংসদের সভাপতি	স্পিকার
সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করেন	
জাতীয় সংসদের প্রধান নির্বাহী	
রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতে দায়িত্ব পালন করে	
গণপরিষদের প্রথম স্পিকার	শাহ আবদুল হামিদ
গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ
জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ
জাতীয় সংসদের বর্তমান স্পিকার	শিরীন শারমিন চৌধুরী
স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়	সংবিধানের ৭৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী
বর্তমান ডেপুটি স্পিকার	ফজলে রাব্বি মিয়া
প্রথম চিফ হুইপ	শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন
বর্তমান চিফ হুইপ	নূর-ই আলম চৌধুরী লিটন
বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ	মসিউর রহমান রাঙ্গা
এ যাবৎ নির্বাচিত নারী হুইপ	২ জন
প্রথম নারী হুইপ	খালেদা খানম (১৯৯৬)
দ্বিতীয় নারী হুইপ	সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি

→ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ দেন– ২ জন।

নাম	দেশ	সময়কাল
মার্শাল জোসেফ টিটো	যুগোশ্লাভিয়া	৩১ জানুয়ারি, ১৯৭৪
ভি ভি গিরি	ভারত	১৮ জুন, ১৯৭৪

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যকাল

সংসদ	অধিবেশন শুরু	অধিবেশন শেষ	সময়কাল
প্রথম সংসদ	৭ এপ্রিল, ১৯৭৩	৬ নভেম্বর, ১৯৭৫	২ বছর ৬ মাস
দ্বিতীয় সংসদ	২ এপ্রিল, ১৯৭৯	২৪ মার্চ, ১৯৮২	২ বছর ১১ মাস
তৃতীয় সংসদ	১০ জুলাই, ১৯৮৬	৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৭	১ বছর ৫ মাস
চতুর্থ সংসদ	১৫ এপ্রিল, ১৯৮৮	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০	২ বছর ৭ মাস
পঞ্চম সংসদ	৫ এপ্রিল, ১৯৯১	২৪ নভেম্বর, ১৯৯৫	৪ বছর ৮ মাস
ষষ্ঠ সংসদ	১৯ মার্চ, ১৯৯৬	৩০ মার্চ, ১৯৯৬	১২ দিন
সপ্তম সংসদ	১৪ জুলাই, ১৯৯৬	১৩ জুলাই, ২০০১	৫ বছর
অষ্টম সংসদ	২৮ অক্টোবর, ২০০১	২৭ অক্টোবর, ২০০৬	৫ বছর
নবম সংসদ	২৫ জানুয়ারি, ২০০৯	২৪ জানুয়ারি, ২০১৪	৫ বছর
দশম সংসদ	২৯ জানুয়ারি, ২০১৪	২৪ অক্টোবর, ২০১৮	৫ বছর
একাদশ সংসদ	৩০ জানুয়ারি, ২০১৯	-	-

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচন	সময়কাল	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি
প্রথম	৭ মার্চ, ১৯৭৩	বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন।
দ্বিতীয়	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯	বহুদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
তৃতীয়	৭ মে, ১৯৮৬	পূর্বের নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি এ নির্বাচন বর্জন করেছিল।
চতুর্থ	৩ মার্চ, ১৯৮৮	বাংলাদেশের অধিকাংশ দলই এ নির্বাচন বর্জন করেছিল।
পঞ্চম	২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
ষষ্ঠ	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬	বাংলাদেশের অধিকাংশ দলই এ নির্বাচন বর্জন করেছিল।
সপ্তম	১২ জুন, ১৯৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নির্বাচন।
অষ্টম	১ অক্টোবর, ২০০১	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নির্বাচন।
নবম	২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ নির্বাচন।
দশম	৫ জানুয়ারি, ২০১৪	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চারটি নির্বাচন হওয়ার পর সংবিধানের ১৫ তম সংশোধনীর আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি নেতৃত্বাধীন অনেক বিরোধী রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন করে।

একাদশ	৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮	২৯৯টি আসনের নির্বাচন হয়। ০১টি আসনের প্রার্থী মৃত্যুবরণ করায় নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হয়। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬টি পূর্ণ আসনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহার করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ এর মন্ত্রিসভা	
মন্ত্রিসভার মোট সদস্য	৪৮ জন (প্রধানমন্ত্রীসহ)
মন্ত্রী বা পূর্ণমন্ত্রী	২৫ জন একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে (প্রধানমন্ত্রী বাদে)
প্রতিমন্ত্রী	১৯ জন
উপমন্ত্রী	৩ জন
টেকনোক্রাট মন্ত্রী	২ জন
নারী মন্ত্রী	৪ জন (প্রধানমন্ত্রীসহ)

মন্ত্রী	
নাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
আকম মোজাম্মেল হক	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ওবায়দুল কাদের	সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়
আবদুর রাজ্জাক	কৃষি মন্ত্রণালয়
আসাদুজ্জামান খান কামাল	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ড. হাছান মাহমুদ	তথ্য মন্ত্রণালয়
আনিসুল হক	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আ হ ম মুস্তফা কামাল	অর্থ মন্ত্রণালয়
তাজুল ইসলাম	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
দীপু মনি	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
এ কে আবদুল মোমেন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এম এ মান্নান	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন	শিল্প মন্ত্রণালয়
গোলাম দস্তগীর গাজী	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
জাহিদ মালেক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সাধন চন্দ্র মজুমদার	খাদ্য মন্ত্রণালয়
টিপু মনশি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
নুরুজ্জামান আহমেদ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
শ ম রেজাউল করিম	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
মো. শাহাব উদ্দিন	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বীর বাহাদুর উশৈ সিং	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সাইফুজ্জামান চৌধুরী	ভূমি মন্ত্রণালয়
নুরুল ইসলাম সুজন	রেলপথ মন্ত্রণালয়
ইয়াফেস ওসমান (টেকনোক্র্যাট)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ইমরান আহমেদ	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক
মোস্তফা জব্বার (টেকনোক্র্যাট)	ডাক, টেলিযোগাযোগ

প্রতিমন্ত্রী	
নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
কামাল আহমেদ মজুমদার	শিল্প মন্ত্রণালয়
ইমরান আহমদ	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
জাহিদ আহসান রাসেল	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
নসরুল হামিদ	বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
আশরাফ আলী খান খসরু	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
খালিদ মাহমুদ চৌধুরী	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
জাকির হোসেন	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাহরিয়ার আলম	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জুনায়েদ আহমেদ পলক	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ফরহাদ হোসেন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
স্বপন ভট্টাচার্য	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
জাহিদ ফারুক	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মো. মুরাদ হাসান	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আশরাফ আলী খসরু	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
কে এম খালিদ	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এনামুর রহমান	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
মাহবুব আলী	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
ফরিদুল হক খান	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শরীফ আহমেদ	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

উপমন্ত্রী	
নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
হাবিবুন নাহার	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
এ কে এম এনামুল হক শামীম	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল	শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির ওপর নির্মিত? *[২১তম বিসিএস]*

ক. ৩২০ একর খ. ২১৫ একর গ. ১৮৫ একর ঘ. ১২২ একর উ. খ

২. জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে? *[২১তম বিসিএস]*

ক. লুই কান খ. মাজহারুল হক

গ. এফ রহমান খান ঘ. এফ আর খান উ. ক

৩. নিম্নের কোনটির স্থপতি লুই আই কান? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:১৭-১৮]*

ক. শহিদ মিনার খ. হাইকোর্ট

গ. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ঘ. কার্জন হল উ. গ

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলে একসময় সংসদের কার্যক্রম চলতো? *[ইবি: ০৩-০৪]*

ক. এফ রহমান হল খ. জগন্নাথ হল

গ. ফজলুল হক হল ঘ. সলিমুল্লাহ হল উ. খ

৫. তৎকালীন পূর্ব বাংলার আইনসভা অবস্থিত ছিল? *[চাবি: ০৮-০৯]*

ক. শেরে বাংলা নগরে খ. জগন্নাথ হলে

গ. তেজগাঁয়ে ঘ. জগন্নাথ কলেজে উ. খ

৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন কবে উদ্বোধন করা হয়? *[তথ্য সংকেত পরিদপ্তরের সাইফার অফিসার: ০৫]*

ক. ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮০ খ. ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮২

গ. ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮৪ ঘ. ২৯ জানুয়ারি, ১৯৮৪ উ. খ

৭. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনটি কত তলা বিশিষ্ট? *[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: ১০-১১]*

ক. ৭ তলা খ. ৮ তলা

গ. ৯ তলা ঘ. ১০ তলা উ. গ

৮. জাতীয় সংসদ ভবনে দর্শকের আসন কতটি? *[ইবি: ১৩-১৪]*

ক. ৮০টি খ. ৪২০টি

গ. ৪৩০টি ঘ. ৩৫৪টি উ. গ

৯. ক্রিসেন্ট লেক কোথায়? *[জাতীয় কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*

ক. রাঙ্গামাটি খ. সিলেট

গ. ঢাকা ঘ. চট্টগ্রাম উ. গ

১০. জাতীয় সংসদের প্রতীক কী? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ০৯-১০]*

ক. পাট খ. মসজিদ

গ. ধানের শীষ ঘ. শাপলা ফুল উ. ঘ

১১. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সর্বপ্রথম কোন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ প্রদান করেন? *[সোনালী, জনতা, অগ্রণী এবং রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার: ৯৮]*

ক. ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান খ. যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান

গ. শ্রীলংকার রাষ্ট্রপ্রধান ঘ. মালদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধান উ. খ

১২. কোন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন? *[ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার: ১০]*

ক. পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু খ. মার্শাল জোসেফ টিটো

গ. লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘ. রিচার্ড নিক্সন উ. খ

১৩. জাতীয় সংসদের ১নং আসনটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৮-১৯]*

ক. কক্সবাজার খ. পঞ্চগড়

গ. বরগুনা ঘ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ উ. খ

১৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৩০০তম আসন কোনটি? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১০-১১]*

ক. নেত্রকোনা খ. ঝিনাইদহ

গ. নীলফামারী ঘ. বান্দরবান উ. ঘ

১৫. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন রয়েছে? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট: ১০]*

ক. সিলেট খ. খুলনা

গ. ঢাকা ঘ. রংপুর উ. গ

১৬. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জাতীয় সংসদের মোট কয়টি আসন আছে? *[যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ০৬]*

ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৭টি ঘ. ১৫টি উ. ঘ

১৭. মাত্র ১টি সংসদীয় আসন রয়েছে- *[৩৭তম বিসিএস]*

ক. লক্ষ্মীপুর জেলায় খ. মেহেরপুর জেলায়

গ. ঝালকাঠী জেলায় ঘ. রাঙ্গামাটি জেলায় উ. ঘ

১৮. ময়মনসিংহ বিভাগে সংসদীয় আসন কতটি? *[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫-১৬]*

ক. ২৪ খ. ২৩

গ. ২২ ঘ. ২১ উ. ক

১৯. বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য কটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে? *[গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক: ০৩]*

ক. ২০টি খ. ৩০টি

গ. ৩৯টি ঘ. ৫০টি উ. ঘ

২০. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে উত্থাপিত সরকারি বিল বলতে বোঝায়- *[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ০৬-০৭]*

ক. কেবলমাত্র মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত বিল

খ. সরকার দলীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিল

গ. ক ও খ উভয়ই সঠিক

ঘ. সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক কেবলমাত্র বৃহস্পতিবারের উত্থাপিত বিল উ. ক

২১. বেসরকারি বিল কাকে বলে? *[২৬তম বিসিএস]*

ক. স্পীকার যে বিলকে বেসরকারি বলে ঘোষণা দেন

খ. সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল

গ. বিরোধী দলের সদস্যদের উত্থাপিত বিল

ঘ. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত কোনো বিল উ. খ

২২. জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস কোনটি? *[ইবি: ১৫-১৬]*

ক. বৃহস্পতিবার খ. শনিবার

গ. শুক্রবার ঘ. রবিবার উ. ক

২৩. 'সংসদ বর্জন আইন প্রণয়ন আবশ্যক' মন্তব্যটি কোন সংস্থার? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*

ক. গ্রামীণ ব্যাংক খ. মানবাধিকার কমিশন

গ. দুদক ঘ. টিআইবি উ. ঘ

২৪. দেশের কোন এলাকাতেই ভোটার হননি এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে- *[৩৮তম বিসিএস]*

ক. নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন

খ. আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন

গ. সংশ্লিষ্ট দলীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন

ঘ. কোনোক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না উ. ঘ

২৫. বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- *[জাবি:১৭-১৮]*

ক. ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ খ. ৪ নভেম্বর, ১৯৭৪

গ. ৭ মার্চ, ১৯৭৩ ঘ. ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩ উ. গ

২৬. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে হয়? *[৪০তম বিসিএস/ ৩৪তম বিসিএস]*

জাতীয় পদক ও পুরস্কার

বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কার	
পুরস্কারের নাম	প্রবর্তনের সময়
বাংলা একাডেমি পুরস্কার	১৯৬০
বীরত্বসূচক খেতাব	১৯৭৩
বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক	১৯৭৩
একুশে পদক	১৯৭৬
জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার	১৯৭৬
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার	১৯৭৫
স্বাধীনতা পদক	১৯৭৭
নজরুল পুরস্কার	১৯৮৫
প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার	১৯৯৩
শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার	১৯৮৯
রবীন্দ্র পুরস্কার	২০১০

◆ বাংলা একাডেমি পুরস্কার:

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে সামগ্রিক অবদানের জন্য লেখদের সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়। ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এ বছর ১০ জনকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমি পুরস্কার- ২০১৯	
ক্ষেত্র	লেখক
কবিতা	মাকিদ হায়দার
কথা সাহিত্য	ওয়াসি আহমেদ
প্রবন্ধ / গবেষণা	স্বরোচিষ সরকার
অনুবাদ	খাইরুল আলম সবুজ
ফোকলোর	সাইমন জাকারিয়া
নাটক	রতন সিদ্দিকী
বিজ্ঞান/কলা বিজ্ঞান	নাদিরা মজুমদার
শিশু সাহিত্য	রহীম শাহ
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা	রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম
আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ কাহিনী	ফারুক মঈনউদ্দীন

◆ স্বাধীনতা পুরস্কার:

'স্বাধীনতা পুরস্কার' বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদক। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে সরকার কর্তৃক এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৭ সালে সরকার এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে ২০২০ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

স্বাধীনতা পুরস্কার- ২০২০	
নাম	ক্যাটাগরি
গোলাম দস্তগীর গাজী	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
মরহুম কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ	
মরহুম মুহম্মদ আনোয়ার পাশা	
আজিজুর রহমান	
ডা. মো. উবায়দুল কবীর চৌধুরী	চিকিৎসাবিদ্যা
অধ্যাপক ডা. এ.কে.এম মুকতাদির	
কালীপদ দাস	সংস্কৃতি
ফেরদৌসী মজুমদার	
ভারতেশ্বরী হোমস্ (প্রতিষ্ঠান)	শিক্ষা

◆ একুশে পদক:

'একুশে পদক' ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। জাতীয় জীবনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রবর্তন করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক-২০২০ পেয়েছেন দেশের ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান।

একুশে পদক- ২০২০	
নাম	অবদান
মরহুম আমিনুল ইসলাম বাদশা	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
বেগম ডালিয়া নওশিন	শিল্পকলা
শঙ্কর রায়	
মিতা হক	
মো. গোলাম মোস্তফা খান	শিল্পকলা (নৃত্য)
এম এম মহসীন	শিল্পকলা (অভিনয়)
অধ্যাপক শিল্পী ড. ফরিদা জামান	শিল্পকলা (চারুকলা)
মরহুম আব্দুল জব্বার	মুক্তিযুদ্ধ (মরণোত্তর)
মরহুম হাজী আক্তার	মুক্তিযুদ্ধ (মরণোত্তর)
মরহুম ডা.আ.স. মেসবাহুল হক	মুক্তিযুদ্ধ (মরণোত্তর)

জাফর ওয়াজেদ	সাংবাদিকতা
জাহাঙ্গীর আলম	গবেষণা
ক্বারী আল্লামা ছাইফুর	
রহমান নিজামী শাহ	
বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া	শিক্ষা
অধ্যাপক ড. শামসুল আলম	অর্থনীতি
সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	সমাজসেবা
ড. নুরুন নবী	ভাষা ও সাহিত্য
বেগম নাজমুন নেসা পেয়ারি	
মরহুম সিকদার আমিনুল হক	ভাষা ও সাহিত্য (মরণোত্তর)
অধ্যাপক ডা. সায়েবা আখতার	চিকিৎসা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	গবেষণা

◆ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার:

বাংলাদেশে শিশুতোষ সাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিবছর একজন শিশু সাহিত্যিককে 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' ১৯৮৯ সাল থেকে প্রদান করা হয়। শিশু সাহিত্যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে ১০ জন সাহিত্যিককে 'অগ্রণী ব্যাংক-শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার- ১৪২৪'-এ মনোনীত করা হয়।

'অগ্রণী ব্যাংক-শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার- ১৪২৪'	
নাম	ক্ষেত্র
আহমেদ সাব্বির	কবিতা, ছড়া ও গান
সোহেল মল্লিক	
নিলয় নন্দী	গল্প, উপন্যাস ও রূপকথা
মনি হায়দার	জীবনী প্রবন্ধ : বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ
শিবকান্তি দাশ	
মিন্টু হোসেন	স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
সামিন ইয়াসার	অনুবাদ ও ভ্রমণকাহিনী
মোস্তফা হোসেইন	নাটক
মোহাম্মদ মারুফ	
মামুন হোসাইন	অলংকরণ

◆ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার:

চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সরকার ব্যক্তিবিশেষকে এবং শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করে থাকে। ১৯৭৫ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ২০০৯ সালে প্রথম 'আজীবন সম্মাননা পুরস্কার' চালু করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় ৫ নভেম্বর, ২০১৯ সালে '৪৩তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৮' ঘোষণা করে।

৪৪তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯	
পুরস্কার	বিজয়ী
আজীবন সম্মাননা	সুচন্দা ও সোহেল রানা
সেরা চলচ্চিত্র	ন' ডরাই, ফাগুন হাওয়ায়
সেরা অভিনেতা	তারিক আনাম খান (আবার বসন্ত)
সেরা অভিনেত্রী	সুনেরাহ বিনতে কামাল (ন ডরাই)
সেরা পরিচালক	তানিস রহমান (ন ডরাই)
শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	যা ছিল অন্ধকারে

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার	
লক্ষ্য	কৃষিক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা।
গঠন	১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠিত।
পুরস্কার প্রদান	বাংলা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি: ১৯৭৬-৭৭) প্রথম কৃষি পুরস্কার প্রদান করা হয়।
বর্তমান নাম	২০০৯ সালে নতুন নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল'।

◆ রবীন্দ্র পুরস্কার:

রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণা ও সমালোচনা এবং রবীন্দ্রসংগীতের আজীবন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২০১০ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রবর্তন করে। ২০১৯ সালে গবেষণায় অধ্যাপক সফিউদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল এবং রবীন্দ্র সংগীত চর্চায় শিল্পী ইকবাল আহমেদ 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান।

◆ নজরুল পুরস্কার:

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য নজরুল ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে ১৯৮৫ সাল থেকে 'নজরুল পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়। ২০১৯ সালে 'নজরুল পুরস্কার' পান ড. তপন বাগচী।

র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশি		
বিজয়ীর নাম	ক্ষেত্র	সাল
তাহরুন্নেছা আহমেদ আব্দুল্লাহ	নারী-পুরুষ সমতা	১৯৭৮
ফজলে হাসান আবেদ	সামাজিক নেতৃত্ব	১৯৮০
ড. মুহাম্মদ ইউনুস		১৯৮৪
ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী		১৯৮৫

রিচার্ড উইলিয়াম টিম	আন্তর্জাতিক সমন্বয়	১৯৮৭
মোহাম্মদ ইয়াসিন	সামাজিক নেতৃত্ব	১৯৮৮
অ্যাঞ্জেলা গোমেজ	সামাজিক নেতৃত্ব	১৯৯৯
আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ	সাংবাদিকতা, সাহিত্য	২০০৪
মতিউর রহমান	ও যোগাযোগ	২০০৫
এএইএম নোমান খান	সামাজিক নেতৃত্ব	২০১০
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান		২০১২

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কোনটি? *[জাবি: ১৩-১৪]*
ক. একুশে পদক খ. স্বাধীনতা পদক
গ. বাংলা একাডেমি পুরস্কার
ঘ. প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার উ. খ

২. সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার হিসেবে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' কোন সাল থেকে চালু হয়? *[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১২-১৩]*
ক. ১৯৭৪ সালে খ. ১৯৭৬ সালে
গ. ১৯৭৭ সালে ঘ. ১৯৭৯ সালে উ. গ

৩. 'একুশে পদক' প্রবর্তিত হয় কোন সাল থেকে? *[অগ্রণী ব্যাংকের অফিসার: ১৫]*
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৫ সালে
গ. ১৯৭৬ সালে ঘ. ১৯৮১ সালে উ. গ

৪. বাংলাদেশে সাহিত্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার কোনটি? *[চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন: ১৭]*
ক. একুশে পদক খ. স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার
গ. বাংলা একাডেমি পুরস্কার
ঘ. শিশু একাডেমি পুরস্কার উ. গ

৫. 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার কবে থেকে প্রবর্তিত হয়? *[প্রাথমিক প্রধান শিক্ষ: ০৮ / তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রযোজক:০৯]*
ক. ১৯৬০ সালে খ. ১৯৬১ সালে
গ. ১৯৬২ সালে ঘ. ১৯৬৪ সালে উ. ক

৬. কোন বিষয়ের ওপর বাংলা একাডেমি প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করে থাকে? *[পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী সচিব: ০৫]*
ক. শিক্ষা খ. সাংবাদিকতা
গ. সাহিত্য ঘ. শিল্পকলা উ. গ

৭. 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়? *[কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৬-১৭]*
ক. শিল্প উন্নয়নের জন্য খ. শ্রেষ্ঠ শিল্প উদ্যোক্তার জন্য
গ. কৃষি উন্নয়নের জন্য
ঘ. শিক্ষায় অবদানের জন্য উ. গ

৮. ২০১৯ সালে সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কার পান? *[জাবি: ১৮-১৯]*
ক. সেলিনা হোসেন খ. নির্মলেন্দু গুণ
গ. হাসান আজিজুল হক ঘ. হুমায়ুন আহমেদ উ. গ

৯. ২০১৯ সালে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত শিল্পী কে? *[চাবি: ১৯-২০]*
ক. মুর্তজা বশির খ. হামিদুজ্জামান
গ. হাসেম খান ঘ. রফিকুন নবী উ. ক

১০. নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা পদক-২০১৯ পেয়েছে? *[বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর: ১৯]*
ক. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
খ. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গ. শিল্পকলা একাডেমি ঘ. বাংলা একাডেমি উ. ক

১১. কতজন বিশিষ্ট নাগরিক 'একুশে পদক-২০১৯'-এ ভূষিত হয়েছেন? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৯]*
ক. ৯ জন খ. ১৭ জন
গ. ২১ জন ঘ. ১৩ জন উ. গ

১২. 'একুশে পদক-২০১৯'- এ সংগীত বিষয়ে কয়জন পদক পান? *[বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের কর্মচারী: ১৮]*
ক. ১ জন খ. ৩ জন
গ. ৪ জন ঘ. ৫ জন উ. খ

১৩. গবেষণায় 'একুশে পদক-২০১৯' কে পেয়েছেন? *[ডাক বিভাগের উপজেলা পোস্ট মাস্টার: ১৮]*
ক. ডা. সাঈদ হায়দার
খ. ভাষা সৈনিক প্রফেসর জুলেখা হক
গ. ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ ও ড. মাহবুবুল হক
ঘ. ডা. এ বি এম আবদুল্লাহউ. গ

১৪. ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য ২০১৯ সালে 'একুশে পদক' পেয়েছেন- *[বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ব্যক্তিগত সহকারী: ১৯]*
ক. রাবেয়া বেগম খ. সাঈদা খানম
গ. মঈনুল আহসান ঘ. হালিমা খাতুন উ. ঘ

১৫. সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৮' লাভ করে- *[চাবি: ১৭-১৮]*
ক. বাপজানের বায়োস্কোপ খ. অজ্ঞাতনামা
গ. ঢাকা অ্যাটাক ঘ. পুত্র উ. ঘ

১৬. ২০১৯ সালে 'সার্ক সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন কে? *[ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন: ১৯]*
ক. সেলিনা হোসেন খ. শামসুর রাহমান
গ. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ঘ. ফকরুল আলম উ. গ

নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত, প্রয়োজনীয় ছক ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ কমনের জন্য পড়ুন-
'অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি'

খেলাধুলা

◆ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়:

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। এ মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে বেকারত্ব নিরসনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত করা এবং দেশের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার উন্নয়নে ক্রীড়া সংস্থা সমূহকে সহযোগিতা করা। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২টি অধিদপ্তর আছে। যথা: ক্রীড়া পরিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

◆ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:

→ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ গঠিত হয়- ক্রীড়া পরিষদ এ্যাক্ট-১৯৭৪ দ্বারা।

→ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করে- বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাধীন ৫১টি খেলাধুলা বিষয়ক সংস্থা।

→ প্রতিষ্ঠানের প্রধান- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী।

→ জাতীয় যুবনীতি- ২০১৭ অনুসারে, ১৮-৩৫ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিককে যুবক বলে।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
প্রতিষ্ঠা	১৯৮৬ সালে।
অবস্থান	জিরানী বাজার, সাভার, ঢাকা।
সংক্ষেপ নাম	বিকেএসপি
আঞ্চলিক কেন্দ্র	৫টি (চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)।
শিক্ষা কার্যক্রম	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত।

স্টেডিয়ামের নাম	অবস্থান
বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম	ঢাকা
শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম	মিরপুর, ঢাকা
খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম	ফতুল্লা, না.গঞ্জ
বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম	ঢাকা
শহীদ চাঁন্দু স্টেডিয়াম (২০০২)	বগুড়া
জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম	সাগরিকা, চট্টগ্রাম
সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম	সিলেট
শেখ কামাল স্টেডিয়াম	গোপালগঞ্জ

◆ ফুটবল:

→ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয়- ১৫ জুলাই, ১৯৭২।

→ বাফুফে ভবন উদ্বোধন করা হয়- ১০ এপ্রিল, ২০০৫ সালে।

→ বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।

→ বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৬ সালে।

→ 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল' শুরু হয়- ১৯৯৬ সালে।

→ বাংলাদেশ এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সদস্য পদ পায়- ১৯৭৩ সালে।

→ ফেডারেশন কাপ ফুটবল শুরু হয়- ১৯৮০ সালে।

→ বাংলাদেশ ফুটবল দলের প্রথম আন্তর্জাতিক শিরোপা- সাফ গেমস (বর্তমান- এসএ গেমস)।

→ বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ- ২০২০ এর চ্যাম্পিয়ন- ফিলিস্তিন।

→ স্বাধীনতা কাপ ফুটবলের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন- বসুন্ধরা কিংস।

বাফুফের সভাপতি	কাজী সালাহউদ্দিন
ফুটবল দলের কোচ	জেমি ডে (ইংল্যান্ড)
ফুটবল দলের অধিনায়ক	জামাল ভুঁইয়া
প্রমীলা ফুটবল দলের অধিনায়ক	সাবিনা খাতুন

বাংলাদেশের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতা	
বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন লীগ	ফেডারেশন কাপ
বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ	মা ও মণি
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ (দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লীগ)	

◆ ক্রিকেট:

→ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।

→ ক্রিকেট বোর্ডের সদর দপ্তর- ঢাকা।

→ ক্রিকেট বোর্ডের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি- নাজমুল হাসান পাপন।

ক্রিকেট দলের কোচ	রাসেল ডোমিঙ্গো (দক্ষিণ আফ্রিকা)	
ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি	নাজমুল হাসান পাপন	
জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	ওয়ানডে	তামিম ইকবাল
	টেস্ট	মমিনুল হক
	টি-২০	মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ

◆ টেস্ট ক্রিকেট:

→ বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের যততম সদস্য- দশম।

→ টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও হ্যাটট্রিককারী প্রথম ক্রিকেটার- সোহাগ গাজী (২৩ অক্টোবর, ২০১৩: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে)।

◆ ওয়ানডে ক্রিকেট:

→ বাংলাদেশের প্রথম বলার হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করেন- শাহাদাত হোসেন রাজীব (২ আগস্ট, ২০০৬; প্রতিপক্ষ-জিম্বাবুয়ে)।

→ ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জুটি- ২৯২ (তামিম ইকবাল ও লিটন দাস)।

→ দেশের বাহিরে প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়- ২০০৬ সালে (প্রতিপক্ষ- কেনিয়া)।

→ ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন- মোস্তাফিজুর রহমান।

→ বাংলাদেশ ওয়ানডে ম্যাচে প্রথম জয়লাভ করে- ২৩তম।

→ বাংলাদেশের ১০০তম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে- ভারতের বিপক্ষে (বাংলাদেশ জয়ী হয়)।

→ বাংলাদেশের শততম ওয়ানডে জয়- আফগানিস্তানের বিপক্ষে।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ	
অভিষেক হয়	১৭ মে, ১৯৯৯ (নিউজিল্যান্ডে ৭ম বিশ্বকাপে)
প্রথম জয়	স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ রানে (৭ম বিশ্বকাপে)
প্রথম অধিনায়ক	আমিনুল ইসলাম বুলবুল
সপ্তম বিশ্বকাপে জয়	২টি (স্কটল্যান্ড ও পাকিস্তান)
প্রথম সেঞ্চুরিয়ান	মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ
বেশি রান	সাকিব আল হাসান
১ম ম্যান অব দ্য ম্যাচ	মিনহাজুল আবেদীন নান্নু

আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দলীয় রেকর্ড	
সর্বোচ্চ ইনিংস	৩৩৩/৮ (বিপক্ষ: অস্ট্রেলিয়া), ২০১৯
সর্বনিম্ন ইনিংস	৫৮ (বিপক্ষ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ২০১১
আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ব্যক্তিগত রেকর্ড	
সর্বোচ্চ রান	সাকিব আল হাসান (১১৪৬ রান)
সর্বোচ্চ ইনিংস	মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (১২৮ রান)
সর্বোচ্চ উইকেট	সাকিব আল হাসান (৩৪টি)
সর্বোচ্চ ম্যাচ	মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবাল (২৯টি)।

টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ	
প্রথম জয়	ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর বিপক্ষে
প্রথম সেঞ্চুরিয়ান	তামিম ইকবাল
প্রথম ম্যান অব দ্য ম্যাচ	মোহাম্মদ আশরাফুল
বাংলাদেশে টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়	২০১৪ সালে

আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ	
সহযোগী সদস্য দেশ নির্বাচিত হয়	২৬ জুলাই, ১৯৭৭
প্রথম অংশগ্রহণ	১৯৭৯ সালে
প্রথম অধিনায়ক	শফিকুল হক হীরা
বাংলাদেশ প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়	১৯৯৭ সালে
বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়	১৯৯৮ সালে
আইসিসি অনুর্ধ-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ- ২০২০ এ পরাশক্তি ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জয় করে বাংলাদেশ অনুর্ধ-১৯ দল।	

বাংলাদেশে দাবায় ৫ জন গ্রান্ডমাস্টার	
নাম	সাল
নিয়াজ মোরশেদ (দ. এশিয়ায় প্রথম গ্রান্ড মাস্টার)	১৯৮৭
জিয়াউর রহমান	২০০১
রিফাত বিন সাত্তার	২০০৬
আবদুল্লাহ আল রাকিব	২০০৭
এনামুল হোসেন রাজীব	২০০৮

→ একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু- রাণী হামিদ।

→ দেশের সর্ব কনিষ্ঠ ফিদে মাস্টার- ফাহাদ রহমান (১০ বছর বয়সে ২০১৩ সালে)।

টেবিল টেনিস: বাংলাদেশের বিখ্যাত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জোবায়রা লিনু। তিনি ১৯৭৭-২০০১ সাল পর্যন্ত জাতীয় টেবিল টেনিসে টানা ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'- এ নাম লেখান।

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন: এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। ৮ জন সাঁতার প্রশিক্ষণার্থী ও ১ কোচ নিয়ে বিকেএসপি'তে সাঁতার বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৭ সালে।

বাংলাদেশ ক্রিকেটে যা কিছু প্রথম	
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক	শামীম কবির
টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের প্রথম অধিনায়ক	নাঈমুর রহমান দুর্জয়
ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক	গাজী আশরাফ হোসেন লিপু
টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান	আমিনুল ইসলাম বুলবুল
ওয়ানডেতে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি করেন	আজহার হোসেন সান্টু
বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরিয়ান	মেহরাব হোসেন অপি

ওয়ানডেতে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন	শাহাদাত হোসেন (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)
টেস্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন	অলক কাপালি (পাকিস্তানের বিপক্ষে)
বাংলাদেশ দল প্রথম ওয়ানডে খেলে	পাকিস্তানের বিপক্ষে (১৯৮৬ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে)
বাংলাদেশ দল প্রথম টেস্ট খেলে	ভারতের বিপক্ষে (১০ নভেম্বর, ২০০০; ঢাকায়)
বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে	১৯৯৯ সালে
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অভিষেক ঘটে যে দেশের বিপক্ষে	নিউজিল্যান্ড
বাংলাদেশ যে দেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জেতে	জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (২০০৫ সালে, চট্টগ্রামে)
বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে জেতে	কেনিয়ার বিপক্ষে (১৭ মে, ১৯৯৮ সালে)
প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়লাভ করে	জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (২০০৫ সালে)
ওয়ানডেতে প্রথম উইকেট নেন	জাহাঙ্গীর শাহ
টেস্টে প্রথম উইকেট নেন	নাইমুর রহমান দুর্জয়
টেস্টে এক ইনিংসে প্রথম ৫ উইকেট নেন	নাইমুর রহমান দুর্জয়
বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট আম্পায়ার	আকতার উদ্দিন শাহীন
ওয়ানডেতে প্রথম ম্যাচ সেরা হন	মোহাম্মদ রফিক
প্রথম বাংলাদেশী ব্যাটম্যান হিসেবে টেস্টে ২টি ডাবল সেঞ্চুরি করেন	মুশফিকুর রহিম (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে- ২১৯ রান) ঢাকায়
প্রথম বাংলাদেশী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি'র কোনো বার্ষিক পুরস্কার পান (বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার)	মোস্তাফিজুর রহমান

◆ বাংলাদেশ দলের ক্রিকেট রেকর্ড:

দলীয় রেকর্ড		
ক্ষেত্র	ওয়ানডে ক্রিকেট	টেস্ট ক্রিকেট
হ্যাটট্রিক	৫টি	২টি
সিরিজ জয়	২৬টি	৫টি
ম্যাচ জয়	১২৮টি	১৪টি
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	৩৩৩/৮ (বিপক্ষ: অস্ট্রেলিয়া)	৬৩৮ (বিপক্ষ: শ্রীলংকা)
এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান	৫৮ (বিপক্ষ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ)	৪৩ (বিপক্ষ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

ব্যক্তিগত রেকর্ড		
ক্ষেত্র	ওয়ানডে ক্রিকেট	টেস্ট ক্রিকেট
সর্বোচ্চ ইনিংস	লিটন দাস (১৭৬ রান)	মুশফিকুর রহিম (২১৯ রান)
সর্বোচ্চ রান	তামিম ইকবাল (৭২০২ রান)	মুশফিকুর রহিম (৪৪১৩ রান)
সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান	তামিম ইকবাল (১৩টি)	তামিম ইকবাল (৯টি), মমিনুল হক (৯টি)
সর্বোচ্চ হাফ সেঞ্চুরিয়ান	তামিম ইকবাল (৪৭টি), সাকিব আল হাসান (৪৭টি)	তামিম ইকবাল (২৭টি)
দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান	সাকিব আল হাসান (৬৩ বল)	তামিম ইকবাল (৯৪ বল)
সর্বোচ্চ রানের গড়	সাকিব আল হাসান (৩৭.৮৬)	মমিনুল হক (৪০.৮৫)
সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি	মাশরাফি বিন মর্তুজা (২৬৯টি)	সাকিব আল হাসান (২১০টি)
সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলেন	মাশরাফি বিন মর্তুজা ও মুশফিকুর রহিম (২১৮টি ম্যাচ)	মুশফিকুর রহিম (৭০টি ম্যাচ)

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বিকেএসপি হলো- *[১১তম বিসিএস]*

ক. একটি ক্রীড়া শিক্ষা সংস্থার নাম

খ. একটি ক্রীড়া ও সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম

গ. একটি কিশোর ফুটবল টিমের নাম

ঘ. একটি সংবাদ সংস্থার নাম

উ. ক

২. বাংলাদেশের ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত? *[মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৯]*

ক. জিরানী বাজার খ. গাজীপুর
গ. ধামরাই ঘ. কালিয়াকৈর উ. ক

৩. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) কোথায় অবস্থিত? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট: ১৫]
ক. টঙ্গী খ. সাভার
গ. গাজীপুর ঘ. টাঙ্গাইল উ. খ

৪. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৩]
ক. ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৬ খ. ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৭
গ. ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৮ ঘ. ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৯ উ. ক

৫. 'জাতীয় যুবনীতি-২০১৭' অনুসারে যুবদের বয়সসীমা কত বছর? [ঢাবি: ১৭-১৮]
ক. ১২-২৪ খ. ১৫-২৫
গ. ১৮-৩৫ ঘ. ২০-৩৮ উ. গ

৬. বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কী? [৩০তম বিসিএস]
ক. ফুটবল খ. ক্রিকেট
গ. কাবাডি ঘ. বাস্কেট বল উ. গ

৭. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটের জন্য মোট কতটি ভেন্যু আছে? [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পিটিআই ইন্সট্রাক্টর: ১৯]
ক. ৮টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি উ. ক

৮. শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম কোন শহরে অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]
ক. রাজশাহী খ. বগুড়া
গ. কুমিল্লা ঘ. চট্টগ্রাম উ. খ

৯. বগুড়াতে অবস্থিত শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম কত সালে প্রতিষ্ঠিত? [বেরোবি: ১৭-১৮]
ক. ২০০১ খ. ২০০২
গ. ২০০৩ ঘ. ২০০৪ উ. খ

১০. বাংলাদেশ কবে আইসিসি'র সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে? [শ্রম অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার: ০০]
ক. ১৯৭৭ সালে খ. ১৯৭৫ সালে
গ. ১৯৭৯ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে উ. ক

১১. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম অংশ নেয় কবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ০৭]
ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৭৭ সালে ঘ. ১৯৭৯ সালে উ. ঘ

১২. বাংলাদেশ ক্রিকেট ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে- [রাবি: ১৬-১৭]
ক. ১৯৯৭ সালে খ. ১৯৯৮ সালে
গ. ১৯৯৯ সালে ঘ. ২০০০ সালে উ. ক

১৩. বাংলাদেশ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে কত তারিখে? [রাবি: ০২-০৩]
ক. ১ মার্চ, ১৯৯৫ খ. ১ আগস্ট, ১৯৯৬
গ. ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৭ ঘ. ১৫ জুন, ১৯৯৭ উ. ঘ

১৪. কখন বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে? [রাবি: ১৬-১৭]
ক. ২৪ নভেম্বর, ২০১২ সালে
খ. ২৩ নভেম্বর, ২০১২ সালে
গ. ২৪ নভেম্বর, ২০১১ সালে
ঘ. ২৩ নভেম্বর, ২০১১ সালে উ. গ

১৫. বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল কোন দেশকে হারিয়ে ওয়ানডে স্ট্যাটাস পেয়েছে? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক: ১১]
ক. ওয়েস্ট ইন্ডিজ খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. ভারত ঘ. অস্ট্রেলিয়া উ. খ

১৬. বাংলাদেশ কততম টেস্ট প্লেয়িং দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৩/ রাবি: ০১-০২]
ক. অষ্টম খ. দশম
গ. নবম ঘ. এগারতম উ. খ

১৭. বাংলাদেশ কত তারিখে টেস্ট ক্রিকেটের মার্যাদা লাভ? [৩৭তম বিসিএস/ ৩০তম বিসিএস]
ক. ২০ জুন, ২০০০ সালে খ. ২২ জুন, ২০০০ সালে
গ. ২৪ জুন, ২০০০ সালে ঘ. ২৬ জুন, ২০০০ সালে উ. ঘ

১৮. ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে? [ইবি: ১৪-১৫]
ক. ইংল্যান্ড খ. ভারত
গ. পাকিস্তান ঘ. শ্রীলংকা উ. গ

১৯. বাংলাদেশ প্রথম আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ম্যাচ জয় করে- [ইবি: ০৩-০৪]
ক. ১৭ মে, ১৯৯৮ সালে খ. ১৫ জুন, ১৯৯৭ সালে
গ. ২৫ মে, ১৯৯৮ সালে
ঘ. ২০ এপ্রিল, ১৯৯৮ সালে উ. ক

২০. বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক একদিনের খেলায় (ODI) কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম জয়ী হয়েছে? [শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা: ০৬]
ক. ভারত খ. জিম্বাবুয়ে
গ. পাকিস্তান ঘ. কেনিয়া উ. ঘ

২১. কোন সালে কেনিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশ প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ জিতে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৩]
ক. ১৯৯৭ সালে খ. ১৯৯৮ সালে
গ. ১৯৯৯ সালে ঘ. ২০০০ সালে উ. খ

২২. বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়লাভ করে কোন দেশের বিপক্ষে? [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক: ২০]
ক. ভারত খ. শ্রীলংকা
গ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঘ. জিম্বাবুয়ে উ. ঘ

২৩. একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে কোন বোলার প্রথম ৫ উইকেট লাভ করে? [রাবি: ০৫-০৬]
ক. মুশফিকুর রহিম খ. মো. রফিক
গ. তাপস বৈশ্য ঘ. আফতাব আহমেদ উ. ঘ

২৪. বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে কে ওয়ানডে ক্রিকেটে পরপর তিনবার 'ম্যান অব দ্যা ম্যাচ' হওয়ার রেকর্ডের অধিকারী? [যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ০৬]
ক. হাবিবুল বাশার খ. মাশরাফি বিন মর্তুজা
গ. মোহাম্মদ রফিক ঘ. খালেদ মাসুদ পাইলট উ. খ

২৫. বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে কোন ক্রিকেটার ওয়ানডে ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করেন? [রাবি: ১৯-২০]
ক. আব্দুর রাজ্জাক খ. অলক কাপালি

চলচ্চিত্র

১৮৯৮ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বায়োস্কোপ কোম্পানি গঠন করেন বাঙালি চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন। ১৯১৩-১৪ সালে ঢাকায় নিয়মিত বায়োস্কোপ প্রদর্শন শুরু হয় আরমানিটোলার পাটের গুদামে। পরে এখানেই স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ 'পিকচার হাউস' (পরবর্তী নাম- শাবিস্তান) নির্মাণ করা হয়।

হীরালাল সেন

জন্ম	আগস্ট, ১৮৬৬
জন্মস্থান	মানিকগঞ্জ
অবদান	বাংলা চলচ্চিত্রের জনক।
মৃত্যু	২৬ অক্টোবর, ১৯১৭
বিখ্যাত চলচ্চিত্র	ভ্রমর, হরিরাজ, বুদ্ধদেব, আলী বাবা ও চল্লিশ চোর

সত্যজিৎ রায়

জন্ম	২ মে, ১৯২১
জন্মস্থান	কলকাতা, ভারত
পিতা	বিখ্যাত সাহিত্যিক সুকুমার রায়।
মৃত্যু	২৩ এপ্রিল, ১৯৯২
পরিচিতি	উপমহাদেশের ১ম অস্কারজয়ী বাঙালি

পূর্ব পুরুষের বাড়ি	কিশোরগঞ্জ
পিতামহের নাম	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী
প্রথম চলচ্চিত্র	পথের পাঁচালী (১৯৫৫), এটি ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়।
অস্কার পুরস্কার পান	১৯৯২ সালে
ফেলুদা চরিত্রের স্রষ্টা	সত্যজিৎ রায়
ফেলুদা সিরিজের তোপসে এর প্রকৃত নাম	তপেশ রঞ্জন মিত্র
সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র: অপুর সংসার, মহানগর, চারুলতা, সোনার কেল্লা ইত্যাদি।	

→ প্রথম বাংলাদেশী চলচ্চিত্র হিসেবে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য মনোনীত হয়- মাটির ময়না।

→ প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র হিসেবে শ্রেষ্ঠ বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে- মাটির ময়না।

→ নরসুন্দর (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), আদম সুরত, হোমল্যান্ড, অন্তর্যাত্রা, মাটির ময়না, রানওয়ে (জঙ্গিবাদ সমস্যার রূপায়ন) ইত্যাদি চলচ্চিত্রের নির্মাতা- তারেক মাসুদ।

→ যে ছবির লোকেশন ঠিক করতে গিয়ে তারেক মাসুদ ও মিতুক মুনীর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন- কাগজের ফুল (১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ সম্পর্কিত চলচ্চিত্র)।

→ তারেক মাসুদ 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন- মার্কিন পরিচালক লেয়ার লেভিনের ধারণকৃত ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ অবলম্বনে।

→ বাংলাদেশের প্রথম অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র- ইউনিসন।

তারেক মাসুদ

জন্ম	৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬
জন্মস্থান	ভাঙ্গা, ফরিদপুর
মৃত্যু	১৩ আগস্ট, ২০১১ (সড়ক দুর্ঘটনায়)
পরিচিতি	চলচ্চিত্র পরিচালক
প্রথম চলচ্চিত্র	এস.এম সুলতানের জীবনীভিত্তিক 'আদম সুরত' (১৯৮৯)
প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র	মাটির ময়না (২০০২)
মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রামাণ্যচিত্র	মুক্তির গান (১৯৯৫)
বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল চলচ্চিত্র	অন্তর্যাত্রা (২০০৬) পরিচালক- তারেক মাসুদ

→ জীবনঢুলী হলো- স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নাম।

→ 'কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' পুরস্কার লাভ করে- গেরিলা।

→ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিশুতোষ উপন্যাস 'আমার বন্ধু রাশেদ' বইটির লেখক- মুহাম্মদ জাফর ইকবাল।

→ 'Let There Be Light' নামক বিখ্যাত ছবিটি পরিচালনা করেন- জহির রায়হান।

→ বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়- ১৯৮১ সালে ঢাকায়।

→ বাংলাদেশে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়- ৮-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ সালে ঢাকায়।

চলচ্চিত্রে প্রথম	
প্রথম চলচিত্র নির্মাতা	লুমিয়ার ব্রাদার
ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা	হীরালাল সেন
উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক	হীরালাল সেন